মাবুদের কাজ ?

জনাথন এডওয়ার্ডস

GOD AT WORK?
SIGNS OF TRUE REVIVAL

An easier to read and abridged version of
'The Distinguishing Marks of a Work of the Spirit of God',
by Jonathan Edwards

The full version is available from
The Banner of Truth Trust
Edinburgh, EH12 6EL

Prepared by Gray Benfold
Pastor of Limes Avenue Baptist Church,
AYLESBURY
Joint Managing Editors
J.P. Arthur M.A.
H.J. Appleby

Translated into Bengali & proof-read
By believers in Bangladesh & Singapore
Under the Shalom Christian Media.

© Grace Publication Trust
139 Grosvenor Avenue
LONDON, N5 2NH,
England
1992

মাবুদের কাজ ?

সাথে আছে

‘‘পাপীরা রাগান্বিত খোদার হাতে”

প্রকৃত আত্মীক জাগরণের চিহ্ন।

বিষয় বস্তু

মুখবন্ধ লিখেছেন   গ্রেবেনফোল্ড

<u>সূচনা</u>

খন্ড ১ ঃ যে সমস্ত জিনিস এভাবে বা ঐভাবে কোন কিছুই প্রমাণ করে না।

১. যখন অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হয় ।

২. যখন মানুষের দেহে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

৩. যখন ধর্মীয় বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হয়।

৪. যখন মানুষের কল্পনায় অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসে।

৫. যখন অনেক মানুষ অন্যদের উদাহরণ দ্বারা প্রভাবিত হয় ।

৬. যখন কিছু অবিবেচনাপূর্ণ ও অসংগত আচরণ দেখা যায়।

৭. যখন কিছু ত্রুটিপূর্ণ বিচার দেখা যায় অথবা শয়তানের বিভ্রান্তি।

৮. যখন কিছু লোক ধর্মীয় বিপথগামীতা অথবা পাপে পতিত হয়।

৯. যখন দোযখের ভয়াবহতার বিষয়ে বেশি প্রচার করা হয়।

খন্ড-২ ঃ কিছু কিছু বিষয় যা কিতাব বলে প্রমাণ করে যে খোদা কাজ করছেন।

সুচনা

১. যখন প্রকৃত মসীহের প্রতি সম্মান দেখানো হয়।

২. যখন শয়তানের রাজ্যকে আক্রমন করা হয়।

৩. যখন মানুষ কিতাবকে আরও বেশি মহব্বত করে।

৪. যখন মানুষ ভ্রান্তি থেকে দুরে সরে সত্যের দিকে পরিচালিত হয়।

৫. যখন খোদা ও মানুষের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি পায়।

প্রথম দুই খন্ডের উপসংহার

খন্ড-৩ঃ কতিপয় বাস্তব সিদ্ধান্ত

১. এই পুণঃজাগরণ প্রকৃত

২. আমরা অবশ্যই প্রকৃত পুণঃজাগরণকে বাধা দিব না।

৩. পুণঃজাগরণের বন্ধুগণ যেন সতর্ক থাকে ।

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

পাপীরা রাগান্বিত খোদার হাতে

মুখবন্ধঃ দুইশত বছরের অধিক কাল পুর্বে জনাথন এডওয়ার্ডস ধর্মোপদেশ প্রচার করেছিলেন যা এই বইয়ের মুল অংশ গঠন করেছে। যে পরিস্থিতির মধ্যে তিনি এই ধর্মোপদেশগুলো প্রচার করেছিলেন তা-ই যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক এই চলতি পুণঃপ্রকাশনাকে প্রয়োজনীয় মুল্যের চেয়ে অধিক মুল্যবান করে তোলার জন্য তথাপি ঐ কারণেই এই বইটি লিখা হয়নি। এডওয়ার্ডস এই ধর্মোপদেশ প্রচার করেছিলেন এবং তারপর এগুলো প্রকাশ করেছিলেন কারণ তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন তার সহ ঈমানদারগণ হয়ত জানে না কিভাবে খোদার কাজকে চিনতে হবে। যদি তা তার সময়ে সত্য হয়ে থাকে তবে আজকের দিনে তা আরও বেশি সত্য। মাঝে মাঝে আমরা শুনে থাকি খোদার মন্ডলীতে অদ্ভুত সব কান্ড সংঘটিত হচ্ছে।
কিছু লোক সাথে সাথেই এগুলোকে স্বাগত জানায় এবং নিজেরাই এগুলোর অনুসন্ধান করে। অন্যেরা সাথে সাথেই এগুলোর প্রতি নিন্দা জানায়। উভয় দলই একই বিবেচনার অভাবে দোষী হতে পারে। আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন।

<u>এডওয়ার্ডের সময়ের পরিস্থিতি:</u>

জনাথন এডওয়ার্ডস ছিলেন নিউ ইংল্যান্ডের নরথাম্পটন-এ এক বিশাল মন্ডলীর ইমাম। যদিও তার এবং তার পুর্বপুরুষ (দাদা) সোলাইমান স্টোডার্ড পরিচর্যা কাজে অনেক রহমত ছিল, তথাপি ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের দিকে সাধারণ মত ছিল ঐ এলাকায় প্রকৃত ঈমানদারের অবস্থা খুবই হীন । তথাপি ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের দিকে পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করে এবং খুব দ্রুত এটা স্পষ্ট হতে থাকে যে খোদা ঐ এলাকায় এক বিরাট কাজ করছেন। ঐ বছর মে মাসের শেষ দিকে ঘোষনা করা হয়েছিল যে এটা ছিল আমেরিকাতে এ যাবৎ কালের সর্ববৃহৎ পুণঃজাগরণ। একই বছর অক্টোবর মাসে মহান প্রচারক জর্জ হোয়াইট ফিল্ড এর আগমনে উল্লেখযোগ্য সহায়তা হয়েছিল। কিন্তু হোয়াইট ফিল্ড মাত্র দশ দিন ছিলেন এবং এমনকি তার চলে যাওয়ার পরও ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনেক লোক পাপের বিষয়ে চেতনা লাভ করল এবং তাদের অনেকে খোদার নাজাত পেতে এগিয়ে আসল। তারপর ১৭৪২ সালের দিকে পুণঃজাগরণ আস্তে আস্তে চারপাশের এলাকাতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং "১৭৪১ সালে যখন বসন্তকাল পেরিয়ে গ্রীষ্মকাল এল তখন আর কেউ ভালভাবে হিসাব রাখতে পারেনি কত জায়গায় এই পুণঃজাগরণ ছড়িয়ে পড়েছিল। যে সমস্ত মন্ডলী একভাবে বা অন্যভাবে শুস্ক ও শীতল ছিল বছরের প্রথম দিকে বছর শেষ হওয়ার আগেই এগুলো পরিবর্তীত হল।"১

ঐ বছরের (১৭৪১ সালের) জুলাই এর ৮ তারিখ জনাথন এডওয়ার্ডস এনফিলড এর কাছাকাছি প্রচার করেছিলেন। এই পর্যন্ত এনফিল্ড পুণঃজাগরণের ছোঁয়া পায়নি এবং মনে হয়েছিল লোক জন এই বিষয়ে খুব খুশী। এডওয়ার্ডস তখন তার বিখ্যাত ধর্মোপদেশ "পাপীরা রাগান্বিত খোদার হাতে" প্রচার করেছিলেন যা এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলাফল ছিল খুবই ভয়ানক। এই ধর্মোপদেশ শুনার পর অনেক লোক প্রায় সবাই "মাথা নত করে সেজদায় পতিত হল তাদের পাপ ও বিপদের চেতনা অনুভব করে।" এমনকি প্রচার শেষ হওয়ার আগেই প্রচুর কান্নাকাটি ও চিৎকার শুনা যাচ্ছিল উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে যারা তাদের পাপের বিষয়ে চেতনা পেয়েছিল এবং কেউ কেউ চিৎকার করে বলছিল, "নাজাত পাবার জন্য আমাকে কি করতে হবে?"

যদিও এটা একটি উল্লেযোগ্য দৃশ্য ছিল, মোরে মন্তব্য করেছিলেন,"১৭৪১ সালে এই রকম আরও অনেক দিন হয়েছিল।"২ এই মহা পুনঃজগরণ ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে থেমে গিয়েছিল, কিন্তু তার প্রভাব অনেক দিন স্থায়ী ছিল। এডওয়ার্ডস এবং অন্যেরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যার- হাজার হাজার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হয়েছিলেন-যাদের জীবন রূপান্তরিত হয়েছিল

এবং হয়ত পরিবর্তিত হয়েছিল (ঐ সময়ের সতর্ক ভাষা)। নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যাশা করব যে যা ঘটে ছিল এতে সমস্ত ঈমানদারগণ আনন্দিত হবেন। কিন্তু তা হয়নি: মুলতঃ সেখানে উল্লেখযোগ্য পরিমান বিরোধিতা ছিল; প্রথম দিকে ঐ বিরোধিতা শুধুমাত্র নীরব ছিল; পরিচর্যাকারীগণ পুণঃজাগরণের বিষয়ে এমন কোন সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করেনি যাতে তাদের বিরোধিতা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৭৪২ সালের দিকে বিরোধিতা অনেকটা প্রকাশ্য ছিল এবং সেখানে তীব্র বিতর্ক ছিল। লম্বা ভূমিকা সহ ৮৯ পৃষ্ঠার একটি পত্র সর্বসম্মতিক্রমে প্রকাশিত হল। এই পত্রে পুণঃজাগরণকে শুধুমাত্র কল্পনা বিলাস হিসাবে দেখা হয়েছে এবং বিশেষ করে ভূমিকায় লেখক পুণঃজাগরণের ফলে যে শারীরিক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হচ্ছিল এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান নিয়ে ছিলন। তার মতে এই রকম আচরণের সাথে পবিত্র আত্মার কাজের কোন সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা নেই। ১৭৪১ সালে ঐ রকম শারীরিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল নিজেদেরকে দেখনোর জন্য। জনাথন এডওয়ার্ডস ঐ বছরের মে মাসে এক লোকের বাড়ীতে প্রচার করেছিলেন এবং ঐ জামাতের একজন অথবা দু'জনের মাঝে "খোদার গৌরব ও মহানুভতার অনুভূতি এমন ভাবে এসেছিল" যে তা তাদের শক্তিকে জয় করেছিল যে "তাদের শরীরে চোখে পড়ার মত কিছু প্রতিক্রিয়া ছিল।" পরবর্তীতে এমন দৃশ্যসমুহ খুব সাধারণ হয়ে পড়ল এবং প্রচুর সমালোচনার ভিত্তি অথবা সম্ভবত: অজুহাত হয়ে পড়ল। কিছু লোক পুণঃজাগরণের ব্যাপারে ছিল সমালোচনা মুখর কারণ এটা ঈসায়ী ঈমানকে সাধারণ কথাবার্তার বিষয়ে পরিণত করেছিল। অন্যেরা তা ব্যাখ্যা করে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করত; তারা বলল এই আবেগের পিছনে ছিল দোযখের বিষয়ে স্পষ্ট প্রচার; মানুষ কেবল ভয় পেয়েছিল। তারপর তারা যুক্তি দেখিয়েছে; কিছু লোক অন্যেরা যা করে তা দেখে কেবল নকল করেছে এবং এক প্রকার দলবদ্ধ মুর্ছারোগ ছড়িয়ে পড়তে ছিল। এই সমস্ত বিষয়গুলোকে প্রমাণ হিসাবে গন্য করা হয় যে পবিত্র আত্মা কাজ করতে ছিলেন না। এই সমস্ত লোকের উদ্দেশ্যে এডওয়ার্ড জবাব দিয়েছিলেন, "সনাক্তকরণ চিহ্ন সমুহ " এবং তিনি তাদের অভিযোগ সমুহের মোকাবেলা করেন। প্রথমত: তিনি নয়টি বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করেন, তিনি যে যুক্তি উপস্থাপন করেন তা কোন কিছু প্রমাণ করে না। তারপর তিনি পাঁচটি বিষয় লিপিবন্ধ করেন যার সম্পর্কে তিনি বলেন, কিতাব বলে এগুলো নিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট চিহ্ন যে পবিত্র আত্মা কাজ করছেন। অবশেষে তিনি একটি পুর্ণাঙ্গ ব্যবহার প্রস্তুত করেন- সমস্ত কিছু (দৃশ্যতঃ) একটি ধর্মোপদেশের নমুনায়। আমরা হয়ত এমন একটি ধর্মোপদেশের ধারণায় খুব অবাক হতে পারি (অথবা প্রকৃতপক্ষে এমন ধর্মোপদেশের মাধ্যমে, "পাপীরা রাগান্বিত খোদার হাতে" গঠন প্রনালী একই রকম)। এটা সত্য এডওয়ার্ডস এর সময় আমাদের থেকে অনেক ভিন্ন ছিল, এবং তার সময়ের লোকজন ধর্মোপদেশেকে ভালভাবে বিশ্লেষন করে দেখত। আমরা অবশ্যই তা ভুলে যাব না, একই সাথে প্রচারকগণ যেন খুব তাড়াতাড়ি এটাকে একটি অজুহাত হিসাবে ব্যবহার না করে। অনেক চিন্তা, অনেক যুক্তি, অনেক গঠন, অনেক কল্পনা, অনেক ব্যবহার- আমাদের পুলপিঠকে অনেক উন্নত করবে- এবং হয়ত আরেকটি মহা জাগরণ আনয়নের জন্য খোদা তা ব্যবহার করতে পারেন।

আজকের দিনের অবস্থা

বর্তমানে আমরা এমন সময়ে বসবাস করছি যখন প্রকৃত ঈসায়ী ঈমানের অবস্থান খুবই খারাপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের মন্ডলীগুলোতে প্রকৃত মন পরিবর্তন এর সংখ্যা খুবই কম; এর চেয়েও খারাপ দিক হল কেউ তাতে কোন কিছু মনে করে না।

তারপর মাঝে মাঝে উল্লেখ যোগ্য রির্পোটে আমরা শুনে থাকি অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে। এডওয়ার্ডস এর সময়ের মত এই সব অদ্ভুত ঘটনাবলীর বিপক্ষেও আছে সমালোচনা; প্রায়ই তারা যে যুক্তিগুলো ব্যবহার করে তা প্রায় এডওয়ার্ডসের প্রতিপক্ষ যে যুক্তি ব্যবহার করত সেই রকম। “এটা শুধু মাত্র দলবন্ধ ভাবাবেগ পবিত্র আত্মার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।” তাছাড়া অন্যান্য কণ্ঠস্বরও শুনা যাচ্ছে যে কণ্ঠস্বরগুলো যা কিছু নতুন এবং দৃশ্যতঃ খোদার কাজের মত শক্তিশালী তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত; কোন রকম পরীক্ষা বিবেচনা ব্যবহার করা হয় না। এমন কি কি ঘটছে তা জানতে চাওয়ার জন্য প্রশ্ন করাও পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে পাপ বলে গণ্য করা হয় (প্রায়)।

অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে এডওয়ার্ডসের রচনাবলী উভয় দৃষ্টি ভঙ্গীর বিষয়ে উত্তম উত্তর প্রদান করে। তিনি যে শিক্ষা আমদেরকে দিতে পারেন তা লাভ করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। যদি মাবুদ সত্যিই নতুন পন্থায় ও শক্তিশালী ভাবে কাজ করেন তবে আমাদের তা জানা প্রয়োজন। আমাদের উচিত হবে সমস্ত পূর্বধারণা একপাশে সরিয়ে রাখা এবং আমাদের মাঝে খোদার করুণার জন্য আনন্দ করা। কিন্তু তিনি যদি কাজ না করে থাকেন যা ঘটছে এর যদি অন্য কোন ব্যাখ্যা থেকে থাকে, (হয়ত মন্দ কিছু) আমাদের সেটাও জানা প্রয়োজন। আমরা মদন সেজে বসে থাকতে পারি না। কিভাবে আমরা জানতে পারি ? এডওয়াডের্স আমাদেরকে বলবেন; তিনি আমাদেরকে সতর্ক করে দিবেন আমাদের বিচার কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়; কিভাবে সঠিক বিচার করতে হয় তিনি আমাদেরকে দেখিয়ে দিবেন। এই জন্য এই বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে। যতটুকু সম্ভব নমনীয়ভাবে এডওয়ার্ডসের ভাষাকে আধুনিকরণ করা হয়েছে। কিন্তু তার যুক্তি সমুহকে অটুট রাখা হয়েছে।

যখন এই বই প্রস্তুত করার কাজ চলছিল তখন মন্ডলীগুলোতে আবার এডওয়ার্ডসের নাম ভেসে উঠেছিল, তার অবদান স্বীকৃতি পেল ও প্রশংসিত হল। উক্তি সমুহ প্রস্তুত করা হয়েছে যা আমাদেরকে আবার এই পরীক্ষা সমুহের প্রতি ইঙ্গিত করে। পরপরও সম্ভবত: এডওয়ার্ডস নিজেও আধুনিক পাঠকদের জন্য কঠিন, আমার কাছে মনে হয় তাকে ভুল বুঝা হয়েছে। উপসংহার টানা হয়েছে যেন তাদের প্রতি তার সমর্থন আছে যা আসলে তার দৃষ্টি ভঙ্গীর বিরুদ্ধে। বিশেষ করে তার উল্লেখ্য করা হয় যেন তিনি এই পরীক্ষাগুলোকে সত্যতা প্রমাণের অদ্ভুত ইন্দ্রিয় বলে গণ্য করেন। কিন্তু তিনি কখনো এই রকম উসংহার প্রদান করেন না; তার লেখাগুলো আবার পাঠ করা প্রয়োজন এবং আমি মনে করি এই বই অনেকের জন্য তা সম্ভব করে তুলবে অন্যথায় তারা কখনো এডওয়ার্ড রচনাবলী পড়ত না।

আমরা কি এডওয়ার্ডসকে বিশ্বাস করতে পারি? হ্যাঁ, আমরা তাকে বিশ্বাস করতে পারি। এই জন্য নয় যে এই পর্যন্ত আমেরিকাতে জন্ম গ্রহণকারী মহৎ হৃদয়ের মানুষগুলোর মধ্যে তিনি একজন কিন্তু এই জন্য যে তিনি আমাদেরকে কিতাবের দিকে ফিরতে সাহায্য করেন। কেবলমাত্র তারাই আমাদের অন্ধকারে আলো ছড়াতে পারে এরা আমাদেরকে বলে দিবে কিভাবে বিচার করতে হবে। এই নীতি প্রতিটি পরিস্থিতে কার্যকরী হবে । হয়ত বর্তমানে এডওয়ার্ড এর মৃত্যুর দুইশত বছর

পর অথবা আজ থেকে দুই শত বছর পর যখন আমরা মারা যাব এবং অনেক আগেই লোকজন আমাদের ভুলে যাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজকের দিনে ঈমানদার মন্ডলীগুলো সবচেয়ে বড় প্রয়োজন গুলোর মধ্যে একটি হল বিচক্ষনতা এবং দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এই প্রয়োজন শুধু বাড়তেই থাকবে। আমরা যখন কিতাবের দিকে পরিচালিত হই তখন খোদা যেন তার গোলাম এডওয়ার্ডস এর কথাগুলো দিয়ে আমাদেরকে রহমত প্রদান করেন এবং এখন ও চিরকাল একমাত্র খোদারই গৌরব হোক।

সুচনা

আমাদের আজকের এই দিনে মনে হয় প্রত্যেকেই পবিত্র আত্মার বিষয়ে কথা বলছেন এবং তাঁর কাজ নিয়ে বিতর্ক করছেন। তথাপি খুব কম লোকই জানে যখন পবিত্র আত্মা কাজ করেন তখন কিভাবে তা চিনতে হয়, কিভাবে সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করতে হয় সাহায্য করার জন্য এই বইটি লিখা হয়েছে।

প্রেরিতদের সময়ের মত পবিত্র আত্মার এত বেশি শক্তিশালী কাজ আর কোন সময় দেখা যায়নি। তাঁর অলৌকিক কাজের দান সমুহ প্রচুর পরিমানে দেখা গিয়েছিল। তিনি বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রী লোককে তাদের পাপের বিষয়ে চেতনা দিয়েছেন এবং মসীহের পবিত্র সাহাবী বানিয়েছেন।

একই সাথে কৃত্রিম অলৌকিক ঘটনা ও মিথ্যা সুখবর উৎপাদনে শয়তানও সক্রিয় ছিল। নতুন নিয়ম বার বার পরিস্কার ভাবে বর্ণনা করেছে যে চারপাশে খোদার কাজের অনুকরণকারী ছিল প্রচুর। এই জন্য এটা একান্ত দরকার ছিল মসীহের মন্ডলীকে খোদার কাজের বিষয়ে কিছু নিয়ম ও স্পষ্ট চিহ্ন দেওয়া যাতে ঈমানদারগণ সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করতে পারে এবং বিপথে পরিচালিত না হয় । নতুন নিয়মের একটি অধ্যায় সম্পূর্ণভাবে বিশেষ করে এই বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছে এবং সেটি হল ১ ইউহোন্না ৪। কিতাবের যে কোন অধ্যায়ের চেয়ে অনেক পূর্ণাঙ্গারূপে এই অধ্যায়টি আমাদেরকে বলে কিভাবে চিনতে হবে যখন সত্যিই খোদা কাজ করেন। প্রেরিত ইহোন্না আমাদেরকে বেশ কয়েকটি উপায় প্রদান করেন কিভাবে পবিত্র আত্মার প্রকৃত কাজ চেনা যায় সম্পূর্ণ নিশ্চিত করার জন্য যাতে কেউ তাকে ভুল না বুঝে। তিনি এত স্পষ্টভাবে তা করেন যে এই নিয়মগুলো আমাদের নিজেদের মন্ডলীগুলোতে নিরাপদভাবে ব্যবহার করার জন্য যথেষ্ট। এই জন্য এটা বিস্ময়কর যে আজকাল লোকজন এই অধ্যায়টির প্রতি তত বেশি মনোযোগ দেয় না; যাতে অনেক ভ্রান্তিকে এড়ানো যায়। ইহোন্না এই কথা দিয়ে শুরু করেন যে আমাদের অন্তরে যখন তাঁর আত্মা বাস করে তখন আমরা জানি যে আমরা মসীহের।

“ তাঁর হুকুম এই – আমরা যেন তাঁর পুত্র ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনি এবং একে অন্যকে মহব্বত করি ” (১ ইহোন্না.৩:২৩)।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে প্রেরিত কেবল চান না যে আমরা যেন জানি কোনটা সত্য ভবিষ্যদ্বানী এবং কোনটা মিথ্যা ভবিষ্যদ্বানী অথবা কোনটা খোদা প্রদত্ত অলৌকিক ঘটনা এবং কোনটা মিথ্যা আলৌকিক ঘটনা। তিনি আরো চান আমরা যেন বুঝতে পারি যখন পবিত্র আত্মা তাঁর লোকদের মধ্যে কাজ করে আমাদেরকে নাজাত দেন এবং মসীহ আরও পরিপক্কতা প্রদান করেন। তিনি যা বলেন আমরা যখন সেগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন এটি আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে যায় ।

প্রথমত: যদিও ইহোন্না আগেই আমাদেরকে বলেছেন কিভাবে আমরা সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করতে পারব তিনি আমাদেরকে দু'টি বিষয়ে সতর্ক করে দেন। প্রথম সতর্ক বাণীটি হল যা কিছু পবিত্র আত্মার কাজ বলে দাবী করে আমরা যেন খুব দ্রুত তা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত না হই।

“ প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা সব রুহকে বিশ্বাস করো না, বরং যাচাই করে দেখ তারা আল্লাহ্ থেকে এসেছে কি না, কারণ দুনিয়াতে অনেক ভন্ড নবী বের হয়েছে” (১ইহোন্না.৪:১)।

যা কিছু খোদার কাজ বলে দাবী করে সেগুলোর সব গুলোই প্রকৃতপক্ষে খোদার কাজ নয়; এবং এটা বুঝা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। দ্বিতীয় সতর্ক বাণী হল এখানে অনেক মিথ্যা শক্তি আছে;
" প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা সব রুহকে বিশ্বাস করো না, বরং যাচাই করে দেখ তারা আল্লাহ্ থেকে এসেছে কি না, কারণ দুনিয়াতে অনেক ভন্ড নবী বের হয়েছে " (১ইহোন্না ৪:১) ।

এই সমস্ত লোকজন কেবল খোদার কাছ থেকে বাণী পাওয়ার ভানই করে না কিন্তু খোদার প্রিয় লোকদের মধ্যে থাকার ভানও করে, অন্যদের চেয়ে অধিক পবিত্র। এই আয়াত আমাদেরকে উভয় দাবীই পরীক্ষা করে দেখার কথা বলে। দুঃখজনক যে লোকজন যা বলে আমরা তা-ই বিশ্বাস করতে পারি না; আমরা ধরেও নিতে পারি না যে প্রতিটি শক্তি যা কাজ করে তা আসলে খোদারই শক্তি। তাই এই অধ্যায়টি ব্যবহার করে আমি আপানাদের কাছে প্রদর্শন করতে চাই যে খোদার কাজের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ গুলো কি , যাতে আমাদের মাঝে অথবা অন্যদের মাঝে যা কিছু ঘটে তা আমরা সঠিক ভাবে বিচার করতে পারি। আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে খোদা কিতাব দিয়েছেন আমাদেরকে আত্মীক বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য; আমাদের যা জানা প্রয়োজন তা অভ্রান্তভাবে আমাদেরকে বলে দেয়।

খোদা আমাদেরকে যে নিয়ম সমুহ প্রদান করেছেন তা বিশ্বাস করতে আমাদের ভীত হওয়ার দরকার নেই; পবিত্র আত্মা পাক কিতাব প্রদান করেছেন এবং তাঁর নিজের কাজের বিষয়ে তিনি যথেষ্ট জানেন! তিনি আমাদেরকে যথেষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন আমাদেরকে তাঁর কাজ চিনে নিতে সাহায্য করার জন্য। যেহেতু আমি পুর্বে বলেছি পাকরুহ এই অধ্যায়ে অন্য যে কোন জায়গার চেয়ে অধিক পুর্ণাঙ্গারুপে আমাদেরকে নিয়ম সমুহ প্রদান করেছেন।
এই জন্য এই বইয়ে আমি অন্য কোন আয়াত নিয়ে পরীক্ষা করব না সেগুলো প্রদত্ত নিয়ম সমুহ দেখার জন্য আমি নিজেকে এই অধ্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব। এটাই যথেষ্ট এবং আমি মনে করি এটা আমাদের জন্য বিরাট সাহায্য। কিন্তু যেহেতু বর্তমানের এই পুনর্জাগরণ অনেক সমালোচনাকে আকৃষ্ট করেছে, তাই আমি এই সমস্ত বিষয় দিয়ে শুরু করতে পারি না যা প্রমাণ করে যে মাবুদ কাজ করছেন। যা ঘটছে মানুষ ঐ সমস্ত জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করে এবং বলে "ঐগুলো প্রমাণ করে যে খোদা কাজ করছেন না; এই জন্য এই পুনর্জাগরণ ভ্রান্ত।" এটি একটি মারাত্মক অভিযোগ এবং আমি অবশ্যই এর জবাব দিব। এই জন্য প্রথমত: আমি ঐ সমস্ত জিনিসের দিকে দৃষ্টি দিব যার উল্লেখ করা হয়েছে, প্রমাণ করতে যে এই পুনর্জাগরণ ভ্রান্ত এবং প্রদর্শন করব যে এগুলো এই রকম কোন কিছু প্রমাণ করে না। প্রকৃত পক্ষে আমি প্রদর্শন করব যে এইগুলো ভাল কি মন্দ কোন কিছুই প্রমাণ করে না। এগুলো প্রমাণ করে না যে মাবুদ কাজ করছেন (যদিও কেউ কেউ অতি প্রস্তুত তা দাবী করার জন্য এগুলো তাও প্রমাণ করে না যে কাজটি ভ্রান্ত যদিও কেউ এই রকম দাবী করে)। এই সমস্ত জিনিস গুলো কি যা কিছুই প্রমাণ করে না ?

খন্ড –১

যে সমস্ত জিনিস এভাবে বা ঐভাবে কোন কিছুই প্রমাণ করে না।

১. যখন অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হয়।

অস্বাভাবিক জিনিস সংঘটিত হচ্ছে এই জন্য কোন অভিজ্ঞতা বা পুনর্জাগরণ ভ্রান্ত নয়, প্রমাণ করে যে কিতাবের নিয়ম সমুহ লংঘিত হয়নি। আমরা কেবল বলতে পারি না, " মন্ডলী এগুলোতে অভ্যস্থ নয়," কারণ খোদা হয়ত নতুন এবং অসাধারণ পন্থায় কাজ করতে পারেন। তিনি পুর্বে এই রকম করেছেন মানুষ ও ফেরেশতাগণ তাতে অবাক হয়েছেন এবং আমাদের ধরে নেয়ার কোন কারণ নেই যে বর্তমানে তিনি তা করা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিতাব বলে যে ভবিষ্যতে খোদা এমন কাজ করবেন যা পুর্বে কখনো দেখা যায়নি। পবিত্র আত্মা সম্পূর্ণ স্বাধীন; তিনি বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করেন তাঁর কাজ সম্পাদন করার জন্য। যদিও তিনি তাঁর দেয়া নিয়ম সমুহ ভঙ্গা করবেন না, তিনি হয়ত অনেক ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় কাজ করতে পারেন যা আমরা উপলব্দি করতে পারি না। আমরা অবশ্যই খোদাকে সীমাবদ্ধ করব না যেখানে তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ করেন না।

তাই এটা প্রমাণ করে না যে কোন অভিজ্ঞতা ভ্রান্ত যখন মানুষ অস্বাভাবিক ভাবে প্রভাবিত হয়। পাপের ভয়াবহতার বিষয়ে তারা হয়ত তীব্র চেতনা লাভ করতে পারে অথবা মারাত্মক ভাবে অনুধাবন করতে পারে মসীহকে ছাড়া শোচনীয় অবস্থার কথা । তারা হয়ত বেহেস্তী বিষয় সমুহের গৌরব ও নিশ্চয়তার মহা উপলব্ধি পেতে পারে এবং তাই আবেগে অদ্ভুত আচরণ করতে পারে ভয়ে অথবা দুঃখে, আকাংখায়, মহব্বতে অথবা আনন্দে। অনেক মানুষ হয়ত একই সাথে এভাবে প্রভাবিত হতে পারে এমন কি অনেক ছোট মানুষও। তথাপি এই সমস্ত বিষয় কিতাবের পরিপন্থী নয় এবং এই জন্য যা ঘটছে তা ভ্রান্ত এর প্রমাণ নয়। প্রকৃত পক্ষে, সম্পূর্ণ বিপরীত অস্বাভাবিক পরিমান ক্ষমতা একটি যুক্তি যে খোদা কাজ করছেন প্রমাণ করে যে কিতাব লংঘিত হয়নি।

অনেক মানুষের বিশেষ করে বয়স্ক লোকদের যা কিছু নতুন সেগুলোর বিষয়ে পুর্ব সংস্কারপন্থী হওয়ার প্রবণতা আছে। তারা মনে করে যদি তা তাদের পিতার আমলে সংঘটিত না হয়ে থাকে তবে অবশ্যই তা ভ্রান্ত। কিন্তু যদি এই যুক্তি সত্য হত তবে তা প্রেরিতদের সময়েও ব্যবহৃত হত। তাদের আমলে খোদার কাজ সম্পূর্ণ নতুন ও ক্ষমতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছিল যা পুর্বে কখনো দেখা যায়নি। এর আগে কখনো এত লোক হঠাৎ করে পবিত্র আত্মা কর্তৃক পরিবর্তিত হয়নি । এর আগে কখনো এতলোক এত বেশি আগ্রহ প্রদর্শন করেনি অথবা সমস্ত শহর, নগর এবং দেশ এই পরিবর্তনের বিষয়ে জানেনি। ঘটনাটি এত অস্বাভাবিক ছিল যে ইহুদীরা তাতে অবাক হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে খোদা কাজ করছেন। যে সমস্ত লোক জন তাতে অন্তর্ভূক্ত ছিল তারা মাঝে মাঝে মনে করত এরা পাগল হয়ে গেছে (প্রেরিত ২:১৩;২৬:২৪ এবং ১ করি. ৪:১০)।

তাছাড়া, কিতাব থেকে আমাদের বিশ্বাস করার আরও যুক্তি আছে যে যুগের শেষে সর্বশেষ পুনর্জাগরণ আরো বিশাল হবে । ঐ সময়ে মানুষ অবাক হয়ে চিৎকার করে বলবে, "কে এই রকম কথা শুনেছে ? কে এই রকম ঘটনা দেখেছে? একটা দেশ কি এক দিনে জন্ম নিতে পারে? কিংবা একটা জাতির কি এক মুহূর্তে জন্ম হয় ? কিন্তু সিয়োনের ব্যথা উঠতে না উঠতেই সে তার সন্তানদের জন্ম দিয়েছে" (ইশাইয়া.৬৬:৮)।

যদি মাবুদ এমন অসাধারণ কাজ করেন তবে আমরা ধরে নিতে পারি তিনি তা অসাধারণ ভাবেই সম্পাদন করবেন।

২.মানুষের দেহে অসাধারণ প্রভাব

মানুষের দেহে কোন পরিবর্তন দেখে আমরা বলতে পারি না মাবুদ কাজ করছেন কি না। হয়ত মানুষ কাঁদবে অথবা ভয়ে কাঁদবে, আর্তনাদ করবে অথবা চিৎকার করবে অথবা তারা শারীরিক ব্যাথা অথবা শক্তিহীনতা অনুভব করবে। এই সমস্ত বিষয় হতে আমরা ধরে নিতে পারি না যে খোদা কাজ করছেন, তাও বলতে পারি না যে তিনি কাজ করছেন না। কেন ? কারণ কিতাব কোথাও আমাদেরকে এর ভিত্তিতে বিচার করার কথা বলে না। কিতাব শিক্ষা দেয় না যে এই রকম শারীরিক পরিবর্তন পবিত্র আত্মার কাজের চিহ্ন এবং কিতাব তাও শিক্ষা দেয় না যে এই সমস্ত জিনিসের অর্থ পবিত্র আত্মা কাজ করছেন না। এটা খুবই গুরুত্বপুর্ণ যে আমরা যেন সঠিক মানদন্ডের ভিত্তিতে বিচার করতে শিখি এবং এই হল কিতাব, কোন পুর্ব সংস্কার নয়। খোদার পবিত্র আত্মার কাজের সময়ে কিতাব এই রকম শারীরিক পরিবর্তনের বিষয়টি বাতিল করে দেয় না।

যখন এই করম ঘটনা সংগঠিত হয়, তখন প্রকৃত পক্ষে কি সংঘটিত হচ্ছে তা বুঝার জন্য তিনটি জিনিস আমাদেরকে সাহায্য করবে। এই তিনটি জিনিসের প্রথমটি হলঃ বেহেস্তী জিনিসের প্রকৃতি; দ্বিতীয়টি মানুষের প্রকৃতি; তৃতীয়টি আত্মা ও দেহের মধ্যে একতার আইন। আসুন আমরা একটি লোকের বিষয়ে কল্পনা করি যিনি খোদা ও অনন্তকাল যে কত বাস্তব তা বুঝতে শুরু করেছেন। আমরা কি অবাক হব যদি তিনি চিৎকার করেন, অথবা দুর্বল হয়ে পড়েন অথবা মুর্ছা যান অথবা এমনকি শারীরিক ব্যাথা অনুভব করেন ? যদি না আমরা খুব বেশি অজ্ঞ হই।

উদাহরন স্বরূপ, আমরা সবাই জানি যে দোযখের কষ্ট এত ভয়াবহ যে, যে এর বাস্তবতা দেখেছে সে নিশ্চিত সে তা সহ্য করতে আদৌ সক্ষম নয়। যদি একই সাথে ঐলোক নিজেকে ঐদোযখের কবলে পতিত হওয়ার বিপদে দেখতে পায়; এবং যদি সে না জানে সেখান থেকে সে মুক্ত হতে পারবে কিনা এবং সে অনুভব করে যে, যেকোন মুহুর্তে সেখানে তাকে যেতে হতে পারে তখন এটাই হবে সবচেয়ে স্বাভাবিক। মানুষের প্রকৃতি হল এমন যে, যখন সে নিজেকে বড় কোন বিপদের মধ্যে পতিত হতে দেখে তখন সে মনে করে সরাসরি তা সংঘটিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা যুদ্ধের সময় তা দেখতে পাই এমনকি তখন কোন পাতার শব্দেও মানুষ ভয়ে কেঁপে উঠে। ঐ সময় মানুষের অন্তর ভয়ে পুর্ণ থাকে; মনে করে যে কোন মুহুর্তে শত্রু চলে আসতে পারে। মনে হয় তাদের নিজেদের মৃত্যুর সময় এখন-ই উপস্থিত। একই ভাবে যদি কোন মানুষ দোযখের ভয়াবহতা দেখতে পায় সে মনে করে যে সে সোজাসুজি সেখানে চলে যাবে। সে নিজেকে অগ্নিকুন্ডের উপর একটি চিকন সুতায় ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় যা প্রায় ছিড়ে যাচ্ছে। সে জানে ইতিপুর্বে অনেক মানুষ এমন অবস্থায় ছিল এবং তাদের অনেকে পড়ে গিয়ে ধ্বংস হয়েছে। সে হাতের নাগালে এমন কিছু দেখতে পায় না যাতে ধরে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। সে জানে সে খোদার হাতে এবং খোদা তার পাপের জন্য তার উপর রেগে আছেন। আমরা কি অবাক হব যদি সে ভয় পায় ? অবশ্যই ঐ মুহুর্তে সে কেঁদে উঠবে।

আমাদের অবাক হওয়া উচিত নয় যদি খোদার রাগের ঝলক তার শক্তি কেড়ে নেয় এবং সে দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা মুর্ছা যায়। একই ভাবে একজন লোক যখন প্রভু ঈসা মসীহের গৌরব ও তাঁর মৃত্যুতে মহব্বতের মহানুভবতার ঝলক লাভ করে তখন সে শক্তিহীন হয়ে পড়তে পারে। আমরা সবাই স্বীকার করি যে কোন মানুষ খোদার দর্শন লাভের পর বেঁচে থাকতে পারে না। এবং আমাদের মরনশীল দেহ মসীহের মহব্বত ও গৌরবের ক্ষুদ্রতম স্পর্শের বেশি সহ্য করতে পারে না। অবশ্যই

ধার্মিকগণ বেহেস্তে আরও অনেক বেশি কিছু জানেন। খোদা মাঝে মাঝে ঈমানদার গণকে বেহেস্তের পুর্ব স্পর্শ দিয়ে থাকেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যদি তারা তাতে মুর্ছা অনুভব করে । সেবার রাণী যখন সোলায়মান (আঃ) এর গৌরব দেখে ছিল তখন সে মুর্ছা গিয়েছিল। আমরা কেন অবাক হব যদি দেখি যে মন্ডলী মসীহের গৌরবে মুর্ছা যাচ্ছে ?

আমরা অবশ্যই তা আরও বেশি দেখার প্রত্যাশা করব যুগের শেষে মসীহ যখন উন্নত, শান্তিপুর্ণ ও গৌরবময় রাজ্য স্থাপন করবেন ।

কিছু কিছু লোক এই সমস্ত জিনিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যেন নতুন নিয়মে এই বিষয়ে আমাদের কোন উদাহরন নেই। এটা সত্য নয়; কিন্তু যদিও তা সত্য হত তাহলেও তাতে কিছু প্রমাণিত হয় না। এই সমস্ত বিষয়কে কিতাব বাতিল করে না অথবা কোন যুক্তিও দেখায় না। নতুন নিয়মের কোথাও বলা হয়নি যে দোযখের ভয়ে অথবা খোদার রাগের অনুভূতি লাভ করে কেউ কাঁদছে, চিৎকার করছে অথবা দুঃখ করছে। তথাপি আমরা জানি যে যখন মানুষকে আমরা এই রকম অবস্থায় দেখি তা হল খোদার আত্মার কাজ।

কেন ?

কারণ আমরা জানি যে এই সমস্ত জিনিস মানব প্রকৃতির সাথে খুব সুন্দর ভাবে মিলে যায় এবং পবিত্র আত্মা মানুষের মধ্যে বিশ্বাস জন্মানোর কাজের বিষয়ে কিতাব যা বলে। এই সমস্ত বাহ্যিক ফলাফলের বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

যা হোক, যেহেতু আমি বলেছি যে নতুন নিয়ম এ আমাদের এই রকম কোন উদাহরন নেই তা সত্য নয়। ফিলিপীয় জেলরক্ষক এই রকম একটি উদাহরন। দুঃখ ও বিস্ময়ে কাঁপতে কাঁপতে সে পৌল ও সাইলাশ এর কাছে আসল এবং তাদের সামনে পড়ে গেল। সে পরিকল্পিতভাবে তা করেনি যাতে সে পৌল ও সাইলাসের নিকট থেকে কিছু চাইতে পারে। সর্বপ্রথম যে কথাটি সে তাদেকে বলেছিল তা হল, 'পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে' ? (প্রেরিত. ১৬:২৯,৩০) মনে হয় তার তীব্র প্রয়োজনীয়তার অনুভূতির কারণেই সে পড়ে গিয়েছিল এবং কাঁপতে ছিল।

জবুর শরীফের লেখক আমাদেরকে বলে তার বিবেক যখন তাকে পাপের বিষয়ে চেতনা দিল তখন কিভাবে সে চিৎকার করেছিল এবং শারীরিক ভাবে কত কষ্টভোগ করেছিল: "আমি যখন গুনাহ স্বীকার করিনি তখন সারা দিন কোকাতে কোকাতে আমার হাঁড় ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল; কারণ তখন দিন রাত আমার উপরে তোমার হাতের চাপ ভারী ছিল; গরম কালের গরমে যেমন হয় তেমনি করে আমার গায়ের শক্তি কমে যাচ্ছিল" (জবুর ৩২:৩,৪)। এ হতে আমরা অন্তত: অনুমান করতে পারি যে এই রকম জিনিস ঘটতে পারে। এমনকি যদি আমরা মনে করি যে জবুর শরীফের লেখক কথা চিত্র ব্যবহার করেছেন, অতিরঞ্জিত করছেন তথাপি সেই কথা চিত্রের অবশ্যই কোন অর্থ আছে। সাহাবীগণ দেখতে পেল ঝড়ের মধ্যে মসীহ তাদের নিকট আসছেন এবং তারা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। (মথি ১৪:২৬) তবে আমাদের কেন চিন্তা করা উচিত যে যখন কোন মানুষ বুঝতে শুরু করে সে খোদার শত্রু এবং অনন্ত আজাবের বিপদে মধ্যে সে পড়ে আছে এবং ভয়ে চিৎকার করে তখন এটা একটি অদ্ভুত বিষয়? মসীহের মহব্বত যখন অনেককে পরাজিত করেছিল তখন সে নিজের সম্পর্কে বলে যে সে মুর্ছা গিয়েছিল। "কিশমিশ খাইয়ে আমাকে শক্তিশালী কর আর আপেল খাইয়ে আমাকে তাজা করে তোল কারণ ভালবাসায় আমি দুর্বল হয়ে গেছি" (সোলায়মান.২:৫)। "হে জেরুজালেমের মেয়েরা আমি তোমাদের অনুরোধ করছি যদি তোমরা আমার প্রিয়ার দেখা পাও তবে তাকে বলো যে ভালবাসায় আমি দুর্বল হয়েছি" (৫:৮)। এই আয়াত থেকে আমরা অন্তত: যুক্তি দেখাতে পারি যে মসীহের মন্ডলীতে এই রকম বিষয় ঘটতে পারে।

কেউ কেউ এগুলোর বিপক্ষে যুক্তি দেখায় কারণ তারা বলে যে সমস্ত প্রকার বিপদগামী ধর্মান্ধদের মাঝে ঠিক একই জিনিস ঘটে থাকে । কেমন হাস্যকর যুক্তি । প্রমাণ করা যে অতীতে বিপদগামীরা ভয়ে কাঁপত কিছুতেই প্রমাণ করে না যে পৌল ও জেলরক্ষক সত্যিকারের চেতনা লাভের পর ভয়ে কাঁপতে ছিল না । প্রকৃত পক্ষে এই রকম সমস্ত যুক্তিই অতি নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ বলে মনে হয়; যে সমস্ত লোক এভাবে তর্ক করে তারা আসলে অন্ধকারে পথ জানে না তারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে অথবা কিভাবে তাদের বিচার করা উচিত। সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হল এই সমস্ত পরিবর্তনের মুল কারণ খোঁজে বের করা প্রথমত: মানব প্রকৃতিকে বুঝা এবং পরিবর্তন সমূহকে কিতাবের নিয়ম দ্বারা পরীক্ষা করা।

৩.যখন ধর্মীয় বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হয়।

একটি কাজ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় না যদি এর ফলে ধর্মীয় বিষয়ে প্রচুর বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কিছু কিছু লোক এই পুনর্জাগরণের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে কারণ প্রত্যেকেই এই বিষয়ে কথা বলছে! যারা অভিযোগ করে তারা বলে প্রকৃত ধর্ম নীরব ও গোপন থাকে। তা দেখা যায় না। এখন এটি অবশ্যই সত্য যে সত্য ধর্ম ফরিসীদের মত নয় যারা অহংকারী এবং লোক দেখানো। কিন্তু সত্য ধর্ম হয়ত প্রচুর উৎসাহের সৃষ্টি করতে পারে। প্রকৃত পক্ষে মানব প্রকৃতি তার স্বভাব সুলভ কাজটিই করে থাকে এই রকম জিনিস ঘটা ব্যতীত খোদার শক্তিশালী কাজ হওয়া অসম্ভব। যখন মানুষ তাদের আত্মার বিষয়ে খুব চিন্তিত থাকে; যখন তাদের অন্তর নাড়া দেয় এবং তাদের মন প্রচন্ড ভাবে প্রভাবিত হয়, মানুষ কথা বলতে ও পরিবর্তিত হতে বাধ্য। স্পষ্টতঃ বলা যে মানুষের মন প্রচন্ড ভাবে আন্দোলিত হয়েছে এই জন্য তাদের মন খোদার আত্মা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি তবে তা চরম নির্বুদ্ধিতা। আত্মীক এবং অনন্তকালের বিষয়গুলো এত বিশাল ও অনন্ত গুরুত্বপুর্ণ যে মানুষ সংযুতভাবে আন্দোলিত হবে তা সম্পূর্ণ অযুক্তিক। যখন মানুষ কোন কিছু দ্বারা ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হয় তখন সেখানে গোলমাল হয় এবং এমনকি আন্দোলন পর্যন্ত হয়। এটাই মানব প্রকৃতির দাবী। হ্যাঁ, মসীহ বলেন, " আল্লাহর রাজ্য আসবার সময় কোন চিহ্ন দেখা যায় না" (লুক.১৭:২০)।

তিনি বলেন তাঁর রাজ্য দেখা যায় না এবং বাহ্যিক নয়। এটা দুনিয়ার রাজ্যের মত কোন নির্দিষ্ট স্থানে মহা জাঁকজমকের সাথে প্রতিষ্ঠিত নয়। যেহেতু মসীহ তাঁর পরবর্তী কথা দ্বারা ব্যাখ্যা করেন এবং আপনি কোথাও গিয়ে তা দেখে আসতে পারেন না। " কেউই বলবে না, 'দেখ, আল্লাহর রাজ্য এখানে; বা দেখ আল্লাহর রাজ্য ওখানে ;' কারণ আপনাদের মধ্যেই তো আল্লাহর রাজ্য আছে।" কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে লক্ষ্যনীয় কোন পরিবর্তন ছাড়াই শয়তানের রাজ্যের পতন ঘটবে এবং মসীহের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সারা দুনিয়াতে অবাক করে দেওয়ার জন্য সমস্ত কিছুতে বিরাট পরিবর্তন ঘটবে। কিতাবে এই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে -এমনকি মসীহ নিজে এই জায়গায় করেছেন। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কথাগুলো ব্যাখ্যা করেন, "বিদ্যুৎ চমকালে যেমন আকাশের এক দিক থেকে অন্য দিক পর্যন্ত আলো হয়ে যায়, ইবনে আদমের আসা সেই ভাবে হবে" (লূক. ১৭:২৪)।

ভন্ড মসীহের দল গোপনে ও নিরবে আসবে: কিন্তু যখন প্রকৃত মসীহ ফিরে আসবেন তখন খোদার রাজ্য প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে। সমস্ত দুনিয়া তা দেখতে পাবে: বিদ্যুৎ চমকানোর মত যা লুকানো যায় না তাতে প্রত্যেকের চোখ ঝলসে যায় এবং আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করে। পবিত্র আত্মার মহা দান সহ পঞ্চ সপ্তমীর দিনে যখন মসীহের রাজ্য এসেছিল, এটা সর্বত্র বিরাট উত্তেজনা ও আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। যখন পবিত্র আত্মা এসেছিল তখন জেরুযালেম, সমারিয়া, এন্টিয়ক, ইফেসাস ও করিন্থে আরও বেশি বিদ্রোহ দেখা গিয়ে ছিল। সত্য ধর্ম সমগ্র দুনিয়ায় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ভরে তুলেছিল। এই জন্য কেউ কেউ বলত প্রেরিতগণ দুনিয়া উল্টো-পাল্টো করে ফেলেছেন," তখন তারা যাসোন ও

কয়েক জন ঈমানদার ভাইকে টেনে নিয়ে শহর প্রশাসকদের কাছে গেল এবং চিৎকার করে বলল, 'যে লোকেরা সারা দুনিয়া তোলপাড় করে তুলেছে তারা এখন এখানেও উপস্থিত হয়েছে; আর যাসোন তার নিজের বাড়ীতে ওদের জায়গা দিয়েছে'" (প্রেরিত ১৭:৬)।

৪.যখন মানুষের কল্পনায় অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসে:

যদি অনেক মানুষের কল্পনায় বিরাট প্রতিক্রিয়া হয় তাতে প্রমাণিত হয় না যে ঐ কাজটি ভ্রান্ত। এটা প্রমাণ করে না যে এই সমস্ত লোকদের মধ্যে আর কোন কিছু নেই। যখন অনেক মানুষের মন ও অন্তর অদৃশ্য জিনিস দ্বারা পূর্ণ থাকে, তখন তাদের কল্পনায় প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া থাকা অনিবার্য । আবারও এটা মানব প্রকৃতি: কল্পনার মাত্রা ব্যতীত আমরা অদৃশ্য জিনিস সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি না। চেষ্টা করে দেখুন। এমনকি আপনি যদি মহা জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে থাকেন, তথাপি কাল্পনিক ধারণা অনুপ্রবেশ না করিয়ে আপনি খোদা মসীহ অথবা অনন্ত দুনিয়া নিয়ে চিন্তা করতে পারবেন না ।

আপনি যত বেশি মনোনিবেশ করবেন আপনার অন্তর ও মন তত বেশি পূর্ণ ও পরিচালিত তখন সেই কাল্পনিক ধারণা গুলোও অধিকতর শক্তিশালী হবে। যখন মানুষ তাদের চিন্তা দ্বারা আশ্চার্য হয় তখন এই প্রবণতা আরও বেশি দৃষ্টি গোচর । যখন ভয় বা আনন্দ কোন মানুষকে গভীর ভাবে পেয়ে বসে যখন তারা হঠাৎ করে সবচেয়ে বিপরীত দিক থেকে পরিবর্তিত হয়; (উদাহরন স্বরূপ ভয়ানক আতংক থেকে মহা আনন্দে) তখন কল্পনা হয়ত বিশেষ ভাবে শক্তিশালী হতে পারে। তাই এতে অবাক হবার কিছু নেই যখন মানুষ কোনটি কাল্পনিক কোনটি মস্তিস্ক প্রসূত এবং কোনটি আত্মীক এগুলোর মধ্যে ভালভাবে বিচার করতে সক্ষম হয় না । এই রকম লোক হয়ত তাদের কল্পনার প্রতি অতিবেশি গুরুত্ব দিতে পারে এবং আমাদের এতে অবাক হওয়া উচিত নয়। যদি তারা তাদের আত্ম সাক্ষ্য প্রদানের সময় এই সমস্ত বিষয়ে খুব বেশি কথা বলে তাতেও আমাদের অবাক হওয়া উচিত নয়। যদি আত্মীক বিষয়ে তাদের সামান্যতম জ্ঞান বা বিচক্ষনতা থাকে তবে এমনটা ঘটা খুবই স্বাভাবিক। খোদা আমাদেরকে কল্পনা প্রদান করছেন। তিনি আমাদের প্রকৃতিকে এমন ভাবে বানিয়েছেন যাতে আমরা আমাদের কল্পনা ব্যবহার করা ব্যতীত আত্মীক ও অদৃশ্য বিষয়ে চিন্তা করতে না পারি। যদি সঠিক ভাবে ও নিয়ন্ত্রনে রেখে কল্পনাকে ব্যবহার করা যায় তবে আমাদের কল্পনা অনেক উপকারে আসতে পারে। এটাও সত্য যে যদি কল্পনা খুব বেশি শক্তিশালী হয় তবে তা উপকারের বদলে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে কিন্তু আমি অনেক মানুষ সম্পর্কে জানি যেখানে এটা পরিস্কার যে খোদা তাঁর আপন উদ্দেশ্যে কল্পনাকে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে অল্প শিক্ষিতদের ক্ষেত্রে তা ঘটে থাকে। মনে হয় খোদা নিজে নেমে এসে তাদের সাথে ছোট বাচ্চাদের মত ব্যবহার করবেন । যেমন পুরাতন নিয়মের সময় মন্ডলীর বয়স যখন খুব কম ছিল, তখন তিনি উদাহরন ও বাহ্যিক চিহ্ন দ্বারা দিক নির্দেশনা দিয়ে ছিলেন। এখানে অযুক্তিক কোন কিছু আমি দেখতে পাই না। যাদের আগ্রহী ও উদ্বিগ্ন আত্মার সমস্যা সমাধানে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে তারা তাদের বিচার করুন।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ মহা আত্মীক উল্লাসের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। এটা প্রমাণ করে না যে মাবুদ কাজ করছেন না! বেহেস্ত ও গৌরবের দর্শন লাভের পর কিছু কিছু লোক মনে হয় খুব বেশি আবেগ প্লাবুত হয়ে পড়েন । আমি এই রকম কিছু ঘটনার কথা জানি এবং এগুলো শয়তানের কাজ এমন ধারণা করার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাই না। কিন্তু আমাদের এটাও মনে করার প্রয়োজন নেই যে এগুলো নবীগণের দর্শনের মত অথবা প্রেরিত পৌলের বেহেস্তে উঠানোর মত।

মানুষের প্রকৃতিকে প্রচন্ড ভাবে আন্দোলিত করা হলে কি ঘটে তা বুঝার জন্য আমাদেরকে এই সমস্ত জিনিস বিবেচনা করতে হবে । আমি ইতিমধ্যেই প্রদর্শন করেছি যে, যে সমস্ত লোকের আত্মীক বিষয়ের গুরুত্ব এবং মসীহের মহব্বত ও সৌন্দর্যের বিষয়ে সঠিক উপলব্ধি রয়েছে তারা এটা দ্বারা খুব ভালভাবেই পরাভূত হতে পারে। সুতরাং যখন অনেক মানুষকে এমন উপলব্ধি প্রদান করা হয় তখন এটা বিস্ময়কর নয় যদি তাদের মধ্যে কয়েক জনের কল্পনা উত্তেজিত হয় যখন চিন্তা খুব তীব্র হয় এবং মসীহতে পূর্ণ থাকে যখন আত্মা অতি উল্লাসিত থাকে তখন দেহের অন্যান্য অংশগুলো প্রভাবিত হলে এবং এমনকি শক্তিহীন ও মুর্ছা যাওয়ার উপক্রম হলে বিস্ময়কর কিছু নয়। আমাদের কি অবাক হওয়া উচিত হবে যদি এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক মানুষের মস্তিক যারা এই সমস্ত জিনিস দ্বারা খুব সহজেই প্রভাবিত হয়, বেশি আন্দোলিত হয় এবং সমস্ত শক্তি, মন ও কল্পনার দিকে পরিচালিত হয় আমাদের কি অবাক হওয়া উচিত হবে ? কেউ কেউ এগুলোকে নবীদের দর্শন অথবা খোদার প্রকাশনা অথবা মাঝে মাঝে এগুলোকে খুব শীঘ্রই যা ঘটবে এর বেহেস্তী ইঙ্গিত হিসাবে গণ্য করে এগুলোর উপর খুব বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। যখন এই রকম ঘটে, যা আমি কিছু কিছু ঘটনা থেকে জানি এগুলো ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এরপরও আমি মনে করি মাঝে মাঝে এগুলো পবিত্র আত্মা থেকে হয়ে থাকে, যদিও সরাসরি ভাবে নয়। আমি যা বলতে চাই তা হল তাদের অসাধারণ মনোভাবে খোদার বিষয়ে তীব্র অনুভূতি যা এমন কল্পনা উৎপাদন করে তা পবিত্র আত্মা থেকে আসে । উল্লাসের সময়ও যদি মন পবিত্র চিন্তায় মগ্ন থাকে এবং আত্মীক বিষয় সমুহকে মহা মুল্যবান মনে করে তবে এই সমস্ত জিনিস খোদার আত্মা থেকেই হয়েছে। কিন্তু যে কল্পনা এর সাথে থাকে তা আকস্মিক তাই এতে এমন কিছু থাকতে পারে যা বিশৃংখল, ভ্রান্ত এবং মিথ্যা।

৫.যখন অনেক মানুষ অন্যদের উদাহরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

একটি কাজ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয় না যদি অনেক মানুষ অন্যদের উদহারন দ্বারা ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হয় । আমরা জানি যে খোদা এই দুনিয়াতে কাজ করার জন্য মাধ্যম ব্যবহার করেন এবং আমি প্রদর্শন করতে পারি যে এই মাধ্যমগুলো যতটা অন্যদের থেকে আসে তেমনি খোদা থেকেও আসে। এটা প্রমাণ করার দুইটি পন্থা আছে। প্রথমত: এটা কিতাবের বিধান। কিতাব আমাদেরকে বলে যে মানুষ অন্যদের ভাল উদাহরণ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এই কারণেই আসলে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে ভাল উদাহরন স্থাপন করার জন্য। (মথি.৫:১৬; ১ পিতর. ৩:১; ১তীম.৪:১২; তীত.২:৭)

এটা আমাদেরকে আদেশও করে অন্যদের দ্বারা যেন আমরা প্রভাবিত হই এবং তাদের অনুসরন করি। (২ করি.৮:১-৭;ইব্রা.৬:১২;ফিলি.৩:১৭; ১করি.৪:১৬;১১:১; ২থিষল.৩:৯; ১থিষল.১:৭)। অতএব, উদাহরনের ব্যবহার একটি পন্থা যা দ্বারা খোদা তাঁর উদ্দেশ্য সম্পাদন করে থাকেন। কিভাবে এটা প্রমাণিত হতে পারে যে মাবুদ কাজ করছেন না যখন তাঁর একটি কাজের পন্থা ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয়ত: এটা যুক্তিসংগত। যেমন আমাদের মন হয়ত অন্য একজন মানুষের কথা থেকে সত্য গ্রহণ করতে পাও্রে, তাই একই ভাবে আমরা হয়ত অন্যদের উদাহরন দ্বারা আরও বেশি করে প্রভাবিত হতে পারি। কথা ব্যবহৃত হয় অন্যদের কাছে আমাদের ধারণা পৌঁছে দেবার জন্য । কিন্তু অনেক সময় কাজ তা আরও বেশি পূর্ণাঙ্গারূপে করে থাকে। একটি পরিবর্তন ভাল নয় কারণ অন্যদের প্রতি যা ঘটেছে তা দেখে প্রভাবিত হয়েছে এই রকম বিতর্ক ভ্রান্ত। যদি কোন কথা নাও বলা হয় তথাপি একজন লোক শুধুমাত্র দেখে যে অন্যেরা প্রভাবিত হচ্ছে সে প্রভাবিত হয়ে থাকে যদি এটা দৃশ্যমান হয় যে তারা কি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। যখন কোন মানুষ দেখে যে অন্য একজন মানুষ শারীরিক ভাবে মারাত্মক কষ্ট ভোগ করছে সে কেমন কষ্ট ভোগ করছে এই বিষয়টি তার কাছে কথার চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একইভাবে কেউ অসাধারণ ও আনন্দদায়ক বস্তসমূহের বিষয়ে আরও বেশি শক্তিশালী ধারণা পেতে পারে যে এইগুলো উপভোগ করছে তার আচরণ দেখে

যা কথা কখনো প্রকাশ করতে পারে না। এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করুন, এটা কি সত্য নয়? কেবল মাত্র দুর্বল ও অজ্ঞ লোকেরাই উদাহরণ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যাদের চিন্তা শক্তি খুব প্রখর তারাও অন্যদের উদাহরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। শুধুমাত্র তা-ই নয় উদাহরণ পূর্ণ যুক্তিসংগত বিতর্ক দ্বারা তারা আরও বেশি সহজে প্রভাবিত হবে শুধুমাত্র যুক্তিসংগত বিতর্কের চেয়ে । অবশ্যই এটা খুবই স্পষ্ট । কেউ কেউ বলে যে ধর্মীয় প্রভাব যখন এভাবে উৎপন্ন করা হয় তখন সেই পরিবর্তন মেকী বলে প্রমাণিত হয় এবং দ্রুত তা অদৃশ্য হয়ে যায়। তা হতে পারে, কারণ মসীহ পাথরে ভূমির মত শ্রুতার কথা বলেছেন। কিন্তু এটাও সত্য যে এইভাবে উৎপন্ন প্রভাবও স্থায়ী হয় এবং উক্ত লোকটির নাজাতের ব্যবস্থা হয়।

এমন কোন মহা জাগরণ কখনো দেখা যায়নি যেখানে অন্যদের উদাহরন মানুষকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করেনি। রিফরমেশনের যুগে তা সত্যি ছিল এবং যে প্রেরিতদের কাজ পড়ে সে জানে এটা তখনও সত্য ছিল। শুধু মাত্র এক জন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়নি কিন্তু একটি শহর বা নগর অন্য একটি শহর বা নগর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছিল। "এতে মেসিডোনিয়া আর আখায়া প্রদেশের সব ঈমানদারগণের কাছে তোমরা একটা আদর্শ হয়েছ "(১ থিষল.১:৭,৮)। কেউ কেউ অভিযোগ করে যে কিতাব বলে কথা হল খোদার কার্য সম্পাদনের প্রধান পন্থা উদাহরণ নয়। কিন্তু এটা কোন গ্রহনযোগ্য যুক্তি নয় । খোদার কালাম হল প্রধান পন্থা যার মাধ্যমে অন্যান্য পন্থাগুলো কাজ করে এবং এগুলোকে ফলপ্রসু করা হয়। এমনকি কালাম ব্যতীত ধর্মীয় অনুষ্ঠানও ফলপ্রসু নয়। উদাহরণ কেবল তখনই ফলপ্রসু হয় যখন খোদার কালাম মনকে পরিচালিত করে এবং দিক নির্দেশনা দেয় । এটা ব্যতীত চোখ যা কিছু দেখতে পায় তা অর্থহীন। উদাহরণ দ্বারা খোদার কালাম প্রয়োগ ও প্রদর্শিত হয় যেমন: থিষলনীয়াতে যারা ঈমান এনেছিল তাদের উদাহরণ দ্বারা মেসিডোনিয়া ও আখায়ার অন্যান্য শহরে প্রভুর কালাম প্রচারিত হয়েছিল। কিতাব অনেক জায়গায় শিক্ষা দেয় যে উদাহরণ হল খোদার মন্ডলী বিস্তারের একটি বড় মাধ্যম। একটি উদাহরন হল রূত। রূত নয়মীকে মোব থেকে ইস্রায়েল পর্যন্ত অনুসরন করেছিল, সে তার মনস্থির করে ফেলেছিল যে সে নয়মীকে ছেড়ে যাবে না। তার পরিবর্তে রূত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নয়মী যেখানে যাবে সেও সেখানে যাবে এবং নয়মী যেখানে থাকবে সেও সেখানে থাকবে। (রূত. ১:১৬) নয়মীর বংশের লোকই হবে তার বংশের লোক এবং নয়মীর খোদাই হবে তার খোদা। রূত হল দাউদ ও মসীহের পুর্ব পুরুষ এবং তার এই কাহিনী কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কারণ সে হল মন্ডলীর নমুনা বা চিত্র। যখন সে মোব দেশ ও এর দেবতাকে ত্যাগ করল এবং ইস্রায়েল দেশে এসে ইস্রায়েলের খোদার উপর ঈমান আনল এখন আমাদের সামনে ইহুদী মন্ডলীর মন পরিবর্তন এর একটি নমুনা বা চিত্র আছে। প্রকৃতপক্ষে এটা প্রতিটি পাপীর মন পরিবর্তনের একটি চিত্র, কারণ প্রকৃতিগত ভাবে আমরা সবাই খোদা ও তাঁর লোকদের কাছে বিদেশী ও অপরিচিত । যখন আমরা মন পরিবর্তন করি তখন আমরা আমাদের নিজেদের বংশ ও পিতার বাড়ী ত্যাগ করি এবং সত্যিকারের ইস্রায়েলীয় ও ঈমানদারগণের সাথে সহ নাগরিক হই। জেরুজালেমের মেয়েদের উপর কনের পরিবর্তন দ্বারা উদাহরনের একই রকম ক্ষমতা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত: তারা তাকে এমন অসাধারণ অবস্থায় দেখে জাগ্রত হয়েছিল তারপর তারা মন পরিবর্তন করেছিল। (পরমগীত. ৫:৮,৯;৬:১) নিঃসন্দেহে এটি একটি পন্থা যার মাধ্যমে পাকরূহ ও কনে বলেন, "আস" (প্রকাশিত.২২:১৭)। কনের মধ্যে পাকরূহকে দিয়ে ইউহোন্না মন্ডলীকে বুঝিয়েছেন।

কিতাব ভবিষ্যদ্বানী করে যে যুগের শেষে যখন পবিত্র আত্মাকে ঢেলে দেয়া হবে তখন এভাবেই মন্ডলীতে খোদার কাজ সম্পাদিত হবে যা মন্ডলীর গৌরবময় সময়ের সূচনা করবে । কিতাবে প্রায়ই এই বিষয়ে বলা হয়েছে উদাহরণ স্বরূপ জাকারিয়া.৮:২১-২৩।

৬.যখন কিছু অবিবেচনাপূর্ণ ও অসংগত আচরণ দেখা যায়।

 এমন কি যারা অবিবেচনাপূর্ণ ও অসংগত আচরনের কারণে দোষী তারাও পবিত্র আত্মার কাজের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। আসুন আমরা মনে রাখি যে মাবুদ মানুষের উপর তাঁর রুহ ঢেলে দেন তাদেরকে পবিত্র বানানোর জন্য তাদেরকে কূটনৈতিক বানানোর জন্য নয়। যে কোন মিশ্র জন সমাবেশে, যেখানে কিছু লোক থাকে জ্ঞানী এবং কিছু জ্ঞানী নয়, কিছু যুবক এবং কিছু বৃদ্ধ, কিছু কম ক্ষমতাবান এবং কিছু বেশি ক্ষমতাবান, সেখানে কিছু লোক অবিবেচনাপূর্ণ আচরণ করতে পারে। এটি বিশেষ করে সত্য যখন তারা শক্তিশালী মানসিক প্রভাবের অধীন থাকে । খুব কম লোকই জানে কিভাবে উপযুক্ত আচরণ করতে হয় যখন তারা শক্তিশালী কোন আত্মীক বা প্রকৃতিগত আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয় । তা করার জন্য প্রচুর বিচক্ষনতা, মনের শক্তি ও দৃঢ়তার প্রয়োজন । কিন্তু এক হাজার অবিবেচনাপূর্ণ আচরণ প্রমাণ করে না যে একটি কাজ ভ্রান্ত। এমনকি যদি এই জিনিসগুলো সরাসরি কিতাবের পরিপন্থী হয়, খোদার কালাম বিষয়টি প্রমাণ করে না । মানব প্রকৃতি দুর্বল এবং এমনকি খোদা যখন আমাদেরকে নাজাত দিয়েছেন তখনও আমাদের মাঝে প্রচুর অন্ধকার ও পাপ ছিল। আমাদের এই পুরো ব্যাখ্যাটাই প্রয়োজন। নতুন নিয়মে এই বিষয়ে আমাদের কমপক্ষে একটি পরিস্কার উদাহরণ আছে এবং সেটি হল করিন্থীয় মন্ডলী।

প্রেরিতদের সময়ে খোদার আত্মার উপস্থিতি শক্তিশালী ছিল এবং বিশেষ করে তা করিন্থীয়তে। নতুন নিয়মে খুব কম মন্ডলী আছে যা পবিত্র আত্মার শক্তিশালী কাজের জন্য করিন্থীয় মন্ডলীর চেয়ে অধিক বিখ্যাত, যেখানে পাপীরা নাজাত পেত এবং অলৌকিক কাজের দান প্রচুর পরিমানে ছিল। তথাপি তাদেরকে জ্ঞানবান মন্ডলী বলা যেত না । আমরা জানি যে তারা ছিল জ্ঞানহীন,পাপুর্ণ এবং এমনকি প্রভুর ভোজও মন্ডলীর শৃংখলা এই সমস্ত বিষয়েও তাদের শৃংখলার অভাব ছিল । তাছাড়া ইবাদতে তাদের শ্রদ্ধার অভাব ছিল। তাদের শিক্ষকদের নিয়ে তাদের মধ্যে মারাত্মক মত বিরোধ ছিল এবং এমনকি খোদার অলৌকিক দান, পর ভাষায় কথা বলা ও ভবিষ্যদ্বানী দানকে তারা বিতর্কের বিষয় বস্তুতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। অতএব, যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে যদি আমরা জ্ঞানের অভাব এবং অসংগত আচরণ দেখতে পাই তাতে প্রমাণিত হয় না যে ঐ কাজটি ভ্রান্ত। প্রেরিত পিতর নিজেও তার আচরনে পাপপূর্ণ ভুলের অপরাধে দোষী ছিলেন। যদিও তিনি একজন মহান, পবিত্র ও অনুপ্রাণিত প্রেরিত ছিলেন, ক্ষমতাবান লোকদের মধ্যে একজন যাকে খোদা ব্যবহার করেছেন তাঁর মন্ডলী স্থাপনের জন্য এপরও তিনি মারাত্মক ভুল করেছেন। পৌল আমাদেকে এই বিষয়ে বলেন, “পিতর যখন এন্টিয়ক শহরে আসলেন তখন তার মুখের উপরেই আমি আপত্তি জানালাম কারণ তিনি অন্যায় করেছিলেন। ঈমানদার ইহুদীদের যে দলটি অইহুদীদের খৎনা করাবার উপর জোর দেয়, তাদের কয়েক জন ইয়াকুবের কাছ থেকে আসবার আগে পিতর অ-ইহুদীদের সংগে খাওয়া দাওয়া করতেন। কিন্তু যখন সেই দলের লোকেরা আসল তখন তিনি তাদের ভয়ে অ-ইহুদীদের সংগ ছেড়ে দিয়ে নিজেকে আলাদা করে নিলেন। এন্টিয়কের অন্যান্য ইহুদী ঈমানদাররাও পিতরের সংগে এই ভন্ডামীতে যোগ দিয়েছিল। এমন কি বানাবাসও তাদের ভন্ডামির দরুন ভুল পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন।” (গালাতীয়.২:১১-১৩) যদি এই মানুষটি মন্ডলীতে এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক, একজন প্রেরিত যিনি মন্ডলীর ভিত্তি স্থাপনকারীদের মধ্যে একজন যদি এমন ভুল করতে পারেন, আমরা কিভাবে অবাক হতে পারি যদি এর চেয়ে নীচু কেউ ভুল করে ? বিশেষ করে আমাদের উচিত নয় লোকদের উপর দ্রুত বিচার করা কেবল এই জন্যে যে এই সমস্ত লোকেরা অন্যদেরকে খুব সহজেই অধার্মিক বলে মনে করে । কিভাবে অন্যদের মাঝে ভন্ডামি সনাক্ত করতে হবে এতে তারা হয়ত ভুল করতে পারে। তারা হয়ত সম্পূর্ণ ভাবে নাও বুঝতে পারে পবিত্র আত্মা যে মাধ্যমগুলো ব্যবহার করেন তা কত ভিন্ন প্রকার হতে পারে । প্রকৃত ধার্মিকগণের অন্তরে কতটুকু পাপ ও দুর্বলতা থেকে যায় তা সঠিকভাবে পরিমাপ করতে তারা হয়ত ব্যর্থ হয়। তারা হয়ত নিজেদের অন্ধত্বের মাত্রা ও দুর্বলতা এবং অবশিষ্ট পাপ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়, হয়ত আত্মিক অহংকারের পথ প্রস্তুত করে। আমরা সবাই

স্বীকার করি যে প্রকৃত ধার্মিকগণের মধ্যে প্রচুর পরিমানে অন্ধত্ব ও পাপ থেকে যায় - তবে কেন আমাদের অবাক হওয়া উচিত যখন এটা নিজেই নিজেকে প্রকাশ করবে? এটি দুঃখজনক কিন্তু সত্য যে অনেক পবিত্র লোক এই ভুল করেছেন।

আমাদের বিশ্বাসে নাতিশীতোষ্ণ হওয়া একটি ভয়ানক বিষয়, আগ্রহ একটি চমৎকার জিনিস। তথাপি সমস্ত ঈমানদার গুণাবলীর মধ্যে আগ্রহকে সবচেয়ে বেশি কঠোরভাবে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষন করতে হবে। পাপ, বিশেষ করে অহংকারের পাপ খুব সহজেই এর সাথে মিশে যেতে পারে । প্রতি বারেই খোদার মন্ডলীতে সংশোধন ও আগ্রহের পুনর্জাগরণের সময় লোকজনের মধ্যে অনাবশ্যক বাড়াবাড়ির ঘটনা ঘটেছে। প্রেরিতদের সময় এমন হয়েছিল অপবিত্র মাংস নিয়ে যে সমস্ত ঈমানদার সহজে রেগে যায় এবং একে-অন্যের নিন্দা করে তারা আদৌ ঈমানদার নয়। কিন্তু প্রেরিত লক্ষ্য করে ছিলেন যে উভয়ই পবিত্র হওয়ার জন্য একটি সত্যিকারের আকাংখা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, “যে সব কিছু খায় সে প্রভুকে খুশী করবার জন্যই খায় কারণ সে আল্লাহকে শুকরিয়া জানায় যে সব কিছু খায় না সে প্রভুকে খুশী করবার জন্যই খায় না আর সেও আল্লাহকে শুকরিয়া জানায়” (রোমীয়.১৪:৬)। করন্থীয়তে তাদের একটি অভ্যাসের উন্নতি হল আর তা হল একজন পরিচর্যাকারীর প্রশংসা করা এবং অন্য জনের নিন্দা করা এবং তাদের অহংকারের কারণে মারাত্মক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এরপরও মাবুদ কাজ করতে ছিলেন এবং তাঁর কাজ সবচেয়ে চমৎকার পন্থায় এগিয়ে চল ছিল। এটা অনুসরন করে আদি মন্ডলী যখন বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং পবিত্রতার জন্য উদ্বিগ্ন ছিল তাদের প্রতি মন্ডলী শৃংখলা প্রয়োগের জন্য কিছু ঈমানদার অতি আগ্রহী হয়ে উঠে ছিল। অপরাধী যত অনুতপ্ত ও বিনয়ী হোক না কেন কিছু লোক তাদেরকে মন্ডলীতে আবার গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। আবার কিছু ঈমাসদার মূর্তি পুঁজকদের বিষয়ে এত উদ্বিগ্ন ছিল যে তারা মূর্তি পুঁজারীদের উপর অত্যাচার করতে শুরু করল। রিফরমেশন অনেক বাড়াবাড়ি ও কিছু অত্যাচার দেখেছে। এমনকি মহান কেলভিন সেখানে অপরাধী ছিল । ঐ সময় যখন সত্য ধর্মের উন্নতি ঘটেছিল তখন যারা ধর্মতত্বের কিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষন করত তাদেরকে সমালোচনা ও নিন্দার জন্যও অনেকে দোষী হয়েছিল। আসুন এই সমস্ত জিনিস যখন আমাদের দিনে ঘটে তখন আমরা যেন খুব দ্রুত বিচার না করি।

৭.যখন কিছু ত্রুটিপুর্ণ বিচার দেখা যায় অথবা শয়তানের বিভ্রান্তি।

যদি অনেক ভুলও করা হয় তথাপি মাবুদের আত্মা সেখানে কাজ করতে পারেন। এমনকি সেখানে প্রকৃত পক্ষে শয়তানের কিছু বিভ্রান্তি উপস্থিত থাকতে পারে । পবিত্র আত্মা যত শক্তিশালী ভাবে কাজ করুন না কেন তিনি আমাদেরকে প্রেরিতদের মত ভ্রান্তভাবে পরিচালিত করেন না। আমরা কোন ব্যক্তি বা তার মতবাদকে মন্ডলীর অভ্রান্ত পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না । যদি মহা পুনর্জাগরণের সময় শয়তানের বিভ্রান্তি সেখানে উপস্থিত থাকে, এই সিদ্ধান্ত নেয়া নিরাপদ নয় যে মাবুদ অনুপস্থিত। জেনিস ও জেমব্রেস মিশরে ভ্রান্ত অলৌকিক কাজ প্রদর্শন করেছিল তথাপি মাবুদ সেখানে ছিলেন আলোকিক কাজ করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে একই লোক হয়ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হতে পারে এবং এরপরও অন্যান্য বিষয়ে শয়তান দ্বারা ভ্রান্তভাবে পরিচালিত হতে পারে। যদি কেউ মনে করে যে এটা সত্য নয় তবে তার স্মরন করা উচিত যে প্রকৃত ঈমানদারগণের জীবনে এমন অনেক জিনিষ আছে যেখানে একটিকে অন্যটির পরিপন্থী বলে মনে হয় । অনুগ্রহ ও পাপ একই অন্তরে এসে বাস করে, পুরাতন মানুষ ও নতুন মানুষ একত্রে খুব সহজে একই ব্যক্তির মধ্যে বসবাস করে ; কিছুক্ষনের জন্য শয়তানের রাজ্য ও খোদার রাজ্য একই অন্তরে একত্রে অবস্থান করে ।

এটা সত্য এই রকম পুনর্জাগরণে অনেক আল্লাহ ভক্ত লোক খুব সহজেই বিশ্বাস করে যে তাদের অন্তরে যা উদিত হয় ও অনুভূত হয় তা সরাসরি খোদা থেকে আসে। অতীতের পুনর্জাগণের ক্ষেত্রেও তা সত্য ছিল। মাঝে মাঝে তারা মনে করে যে

খোদা তাদের কাছে ভবিষ্যত প্রকাশ করেছেন। মাঝে মাঝে তারা বিশ্বাস করে যে কি করতে হবে খোদা সরাসরি তাদের তা বলে দিয়েছেন। আমরা যেন এই সমস্ত ভ্রান্তি থেকে সিদ্ধান্ত না নেই যে এই পুনর্জাগরণ ভ্রান্ত।

৮. যখন কিছু লোক ধর্মীয় বিপথগামীতা অথবা পাপে পতিত হয়।

সবচেয়ে প্রভাবিত লোক বলে যাকে মনে হয় সে যখন ধর্মীয় বিপথগামীতা বা পাপে পতিত হয় তখনও মাবুদ হয়ত কাজ করতে পারেন। সব সময়ই কিছু নকল জিনিস থাকে কিন্তু এরপরও কিছু কিছু জিনিস আসল থাকে। আমাদেরকে অবশ্যই সংশোধনের সময়ও তা প্রত্যাশা করতে হবে।

মন্ডলীর ইতিহাস জুড়ে প্রতিটি মহা পুনর্জাগরণের সময় তা সত্য ছিল।

এমনকি প্রেরিতদের সময়ও তা সত্য ছিল; কেউ কেউ মারাত্মক ধর্মীয় বিপথগামীতায় প্রভাবিত হয়ে ছিলেন এবং অন্যেরা মহা পাপে পতিত হয়েছিলেন যদিও মনে হয়েছিল যে পবিত্র আত্মা খুব শক্তিশালী ভাবে তাদের মধ্যে কাজ করেছিলেন। তাদের অভিজ্ঞতা ও আচরণ এত বিশ্বাসযোগ্য ছিল যে প্রত্যেকে তাদেরকে প্রকৃত ভাই ও সহকর্মী হিসাবে গ্রহণ করত। তাদের মধ্যে সমস্যা আছে এমন সন্দেহ কেউ করত না যতক্ষন পর্যন্ত কেউ কেউ মন্ডলীর শিক্ষক ও পরিচালক ছিল। হ্যাঁ, এমনকি পবিত্র আত্মার অলৌকিক কাজের দানের আশীর্বাদও তাদের ছিল। (ইব্রানী ৬ দেখুন) একটি উদাহরন হল এহুদা যাকে অন্যান্য সমস্ত সাহাবীগণ সম্পুর্ণভাবে গ্রহণ করে ছিলেন। কেউ কোন সন্দেহ করেনি যতক্ষন পর্যন্ত সে মসীহের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে নিজের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করল। মসীহ নিজেও বাহ্যিক ভাবে তাকে একজন সত্যিকারের সাহাবী হিসাবে গণ্য করতেন। তিনি তাকে প্রেরিত বলে ডাকতেন, তাকে সুখবর প্রচার করার জন্য পাঠাতেন এবং তাকে পবিত্র আত্মার অলৌকিক দান সমুহ প্রদান করেছিলেন। যদিও মসীহ এহুদার সমস্ত কিছু জানতেন তথাপি তিনি একজন সব কিছু জানা বিচারক ও অন্তর অনুসন্ধানকারীর মত আচরণ করেননি। তার পরিবর্তে তিনি ঈমানদার মন্ডলীতে সাধারণ পরিচর্যাকারীদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এই দৃষ্টান্ত থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি যে আমরা অবশ্যই এমন ভান করব না যে আমরা অন্তর দেখতে পাই এবং এমন ভাবে আচরণ করব না যেন আমরা তা পারি। এর পরিবর্তে আমরা অবশ্যই যা দেখা যায় ও উম্মুক্ত সেই অনুসারে আমাদের কাজ পরিচালনা করব ।

প্রেরিতদের যুগের পর ধর্ম ত্যাগের অনেক ঘটনা ঘটেছিল অথচ এই লোকদেরকেই খোদার অনুগ্রহে পূর্ণ বলে মনে করা হত । সাত জন তদারককারীর মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ নিকোলাস। জেরুজালেমে ঈমানদারগণ তাকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ বলে মনে করত। এই জন্যেই বিশাল জামাতের মধ্য থেকে তাকে পছন্দ করা হয়েছিল একজন সেবক হবার জন্য (প্রেরিত. ৬:৩,৫)। পরবর্তীতে সে পতিত হল এবং একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতা হল যারা শত শত বিপথগামী মত ও মন্দ নিয়ম-কানুন অনুসরণ করত । তাদেরকে তার নাম অনুসারে নীকলায়তীয় ডাকা হত (প্রকা.২:৬,১৫)। পুনর গঠনের সময় অনেক লোক পুনর গঠনের সাথে যোগ দিয়ে ছিল অল্প সময়ের জন্য এবং তথাপি পরবর্তীতে ফিরে গিয়ে মারাত্মক বোকামীপূর্ণ ভ্রান্তি ও মন্দ নিয়ম কানুন অনুসরণ করেছিল।

পুনর্জাগরণের সময় একটি বিশেষ বিপদ হল যে যারা অল্প সময়ের জন্য অংশ গ্রহণ করে পরবর্তীতে তারা খামখেয়ালীপূর্ণ ও অযৌক্তিক ভ্রান্তিতে পতিত হয়। তারা অতি মাত্রায় আত্মীকতা ও পরিপক্কতা নিয়ে গর্ব করে এবং অন্য সবাইকে জাগতিক লোক বলে। সমালোচনা করে প্রেরিতদের সময়ে নষ্টিকবাদীরা তা করেছিল এবং কতিপয় বিরুদ্ধবাদীরা পুনরগঠনের সময় তা করেছিল।

অতএব, রিফরমারগণকে শুধুমাত্র রোমান কেথলিক মন্ডলীর সাথে সংগ্রাম করতে হয়নি কিন্তু যারা অনেক বেশি আলোর অধিকারী হিসাবে দাবী করেছিল তাদের সাথেও সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এই সমস্ত দলগুলো তাদের সমালোচনা করত যারা কিতাবের পক্ষে অবস্থান নিত তাদেরকে "আক্ষরিক" ও "বর্ণবিদ" বলে ডাকত। সহজ ভাবে এর অর্থ হল রিফরমারগণ শুধুমাত্র কিতাবের শব্দ ও অক্ষরগুলো জানত, কিন্তু খোদার আত্মাকে জানত না। যখনই সুখবরের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং ক্যাথলিকিজমকে ধ্বংস করতে লাগল তখন সর্বদাই এই সমস্ত লোকরা গমের জমিতে আগাছার মত বেড়ে উঠতে লাগল । এর ফলে অনেকেই পুনরগঠনকে উপহাস ও নিন্দা করেছিল এবং জাগতিক সুখবর প্রচারের কারণে লুথারের সমালোচনা করেছিল। তথাপি রিফরমারগণ প্রথম দিকে এই সমস্ত অভদ্র লোকদেরকে প্রচুর সম্মান করত । একই ঘটনা ইংল্যান্ডে ঘটেছিল যখন চার্লস এবং অলিভার ক্রমওয়েল এর মধ্যকার সময়ে প্রকৃত ধর্ম উন্নতি লাভ করতে ছিল। নিউ ইংল্যান্ডের বিশুদ্ধতম দিন গুলোতেও একই রকম সমস্যা ছিল।

আগাছার বীজ বপনে শয়তান সব সময়ই সক্রিয় তথাপি পবিত্র আত্মার কাজ হয়ত মহিমার সাথে এগিয়ে যেতে পারে ।

৯.যখন দোযখের ভয়াবহতার বিষয়ে বেশি প্রচার করা হয় ।

যদি প্রচারকগণ মহা আগ্রহ ও কোমলতার সাথে খোদার পবিত্র আইনের ভয়ংকরতার বিষয়ে প্রচার করেন, তথাপি খোদা হয়ত কাজ করতে পারেন। কিছু কিছু লোক অভিযোগ করে যে এটি আদৌ কোন পুনরজাগরণ নয়। তারা বলে যে প্রচারকগণ দোযখের আগুন ও খোদার আইনের ভয়ংকরতার বিষয়ে বেশি বেশি প্রচার করে লোকদেরকে কেবল ভয় প্রদর্শন করছেন। কিন্তু যদি আসলেই অফুরন্ত যন্ত্রনার দোযখ থেকে থাকে এবং যদি অনেক লোক সেখানে যাওয়ার মহা বিপদে পতিত হয়ে থাকে; তবে তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া উপযুক্ত কাজ। যদি এটা সত্য হয়ে থাকে যে তথাকথিত ঈমানদার দেশের অধিকাংশ মানুষ অবশেষে দোযখে যাবে কারণ এই বিষয়ে তারা কোন মনোযোগ দেয়নি। তবে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া ঠিক কাজই হবে । যত সম্ভব তাদেরকে সত্য বিষয়ে বলা উচিত। যদি আমি দোযখের যাওয়ার বিপদে পড়ে থাকি তবে যতটুকু জানা সম্ভব ততটুকু দোযখের ভয়ংকরতার বিষয়ে আমি জানতে চাই । যদি দেখা যায় যে দোযখের বাস্তবতা আমার কাছে কোন বিষয়ে বলে মনে হয় না এবং এই জন্য তা এড়ানোর জন্য আমি কোন চেষ্টাই করছি না তবে তিনিই সবচেয়ে দয়ালু ব্যক্তি যিনি আমাকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য প্রচুর চেষ্টা করেন। আমি আপনাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করি দুনিয়ার এই দুর্যোগে কি আপনারা এই পন্থা অলম্বন করবেন না ?

কল্পনা করুন আপনার ছেলেমেয়েরা একটি ঘরে আছে এবং ঐ ঘরে আগুন লেগেছে। তারা তাদের বিপদ সম্পর্কে জানে না এবং এমনকি আপনি সতর্ক করে দিলেও তারা তাতে মনোযোগ দিচ্ছে না। আপনি কি শান্ত ও অনুভূতিহীনভাবে তাদের সতর্ক করতে থাকবেন? অথবা আপনি কি চিৎকার করে আপনার সর্বাত্মক আগ্রহের সাথে তাদেরকে সতর্ক ও অনুরোধ করবেন না ? অবশ্যই আপনি তা করবেন ! আপনি যদি তা না করেন, তবে আমরা ধরে নিব যে আপনার নিজের মধ্যেই বিচার-বুদ্ধির অভার আছে । দুনিয়ার যে সমস্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেখানে মানুষ শান্ত ও অসতর্কভাবে আচরণ করে না। তারা শান্ত ও উদাসীন ভাবে অন্যদেরকে তাদের বিপদের বিষয়ে সতর্ক করে না।

আমরা খোদার সেবকের দাবী করি যে দোযখ কেমন আমরা তা জানি; শাস্তি প্রাপ্তদের অবস্থা আমরা দেখেছি এবং জানি তাদের অবস্থা কত ভয়াবহ এই জন্য তাদেরকে সতর্ক করা এবং তাদের প্রতি চিৎকার করা এড়িয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। যদি খোদার সেবকেরা শীতল ও অনুভূতিহীন ভাবে দোযখের বিষয়ে প্রচার করে, তবে তাদের আচরণ তাদের কথার বিরোধীতা কওে - এমনকি যদি ঐকথাগুলো সত্যের প্রতি বিশ্বস্তও থাকে। যেহেতু আমি আগে বলেছি যে কথার মত কাজেরও একটা ভাষা আছে। আমরা হয়ত বলতে পারি যে মানুষের বিপদ অতি মারাত্মক । এবং তাদের ভাগ্য অন্তহীন খারাপ । যখন

আমরা তা শীতল ও অনুভূতিহীন ভাবে বলি, তখন আমরা আমাদের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেই আমাদের কথার ভাষার চেয়ে আমাদের কাজের ভাষা অনেক বেশি শক্তিশালী। অবশ্যই আমি বলি না যে আমরা শুধুমাত্র খোদার আইন প্রচার করব অন্যান্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়া সম্পূর্ণ রূপে সম্ভব। আইনের সাথে সাথে সুখবরও প্রচার করতে হবে এবং সুখবরের পথকে প্রস্তুত করার জন্যই কেবল আইন প্রচার করতে হবে। খোদার সেবকদের প্রধান কাজ হল সুখবর প্রচার করা: " মসীহই শরীয়ত পূর্ণ করে তার শক্তি বাতিল করছেন যেন তাঁর উপর যারা ঈমান আনে তারা আল্লাহর গ্রহণযোগ্য হয়"। (রোম. ১০:৪) একজন খোদার সেবক ভুল করেন যদি তিনি আইনের ভয়াবহতার বিষয়ে খুব বেশি প্রচার করেন এবং তাই তার প্রভুকে ভুলে যায় এবং সুখবর প্রচারে অবহেলা করে। তারপরও আমি বলি অবশ্যই আইনের উপর জোর দিতে হবে এবং এটি ছাড়া সুখবর প্রচার অর্থহীন হয়ে পড়বে।

আসুন আমরা যেন এই অভিযোগ না করি যে এই পুনর্জাগরণের প্রচারগণ অতি ধর্মোন্মাদ। তারা উৎসাহী এবং একটি সত্যিকারের উৎসাহ খুবই চমৎকার সুন্দর। প্রকৃতপক্ষে উক্ত ব্যক্তির প্রকৃতির সাথে এটা খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ । হ্যাঁ, একজন প্রচারক হয়ত খুব বেশি জোরে কথা বলতে পারে না । কিন্তু কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে মানুষকে ভয় দেখিয়ে বেহেস্তের দিকে পরিচালিত করা ঠিক নয় কিন্তু আমি জবাব দেই যে মানুষকে দোযখ থেকে দূরে রাখার জন্য চেষ্টা করা ও ভয় দেখানো উচিত। মানুষ দোযখের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে; তাদের অবস্থা পড়ে যাওয়ার মত হয়েছে এবং তারা তাদের বিপদ সম্পর্কে জানে না। আগুন লেগেছে এমন একটি ঘর থেকে মানুষকে ভয় দেখিয়ে বের করা কি ঠিক নয় ?

কিছু কিছু ভয় খুবই যুক্তি সংগত ।

দ্বিতীয় খন্ড

কিছু কিছু বিষয় যা কিতাব বলে প্রমাণ করে যে মাবুদ কাজ করছেন।

সুচনা:

প্রথম খন্ডে আমি কিছু নেতিবাচক চিহ্নসমূহ প্রদর্শন করেছি যেভাবে একটি কাজকে আমাদের বিচার করা উচিত নয়। এখন আমর উদ্দেশ্য প্রদর্শন করা যে কিভাবে আমরা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে মাবুদ কাজ করছেন। আমি ঐ সমস্ত চিহ্নসমুহ প্রদর্শন করতে চাই যেগুলো কিতাবের ভাষায় পরিস্কার প্রমাণ যে মাবুদ কাজ করছেন । তখন আমরা এই সমস্ত চিহ্ন সমুহকে ব্যবহার করে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হওয়ার ভয় থেকে মুক্ত থেকে যে কোন কাজকে বিচার করতে সক্ষম হব।

যেহেতু আমি পুর্বেই বলেছি আমি প্রস্তাব করি শুধুমাত্র ঐ সমস্ত চিহ্ন সমুহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য যা ১ ইহোন্না ৪-এ দেওয়া হয়েছে। এটা এই জন্যে যে এই অধ্যায়টি উক্ত প্রশ্নটির বিষয়ে কিতাবের যে কোন অংশের চেয়ে অধিক পূর্ণাঙ্গ ও সহজ ভাবে আলোচনা করে । তাই আসুন উক্ত অধ্যায়ে যে ক্রম অনুসারে চিহ্নগুলো দেওয়া হয়েছে আমরা সেভাবে ঐগুলো আলোচনা করি ।

১.যখন প্রকৃত মসীহের প্রতি সম্মান দেখানো হয় ।

যদি কোন মানুষের মধ্যে প্রকৃত মসীহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয় তবে এটা একটি নিশ্চিত প্রমাণ যে মাবুদের আত্মা কাজ করছেন। প্রকৃত মসীহ দ্বারা আমি যা বুঝাতে চাই তা হল যে মসীহ একজন কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ছিলেন এবং জেরুজালেমের গেইটের বাইরে তাঁকে ক্রোসে বিদ্ধ করা হয়েছিল।

যে তিনি খোদার পুত্র এবং মানব জাতীর নাজাতদাতা, যেহেতু কিতাব তা ঘোষনা করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে প্রেরিত এই চিহ্নটি প্রদান করেন। "আল্লাহর রূহকে তোমরা এই উপায়ে চিনতে পারবে যে রূহ স্বীকার করে ঈসা মসীহ মানুষ হয়ে এসে ছিলেন সেই রূহই আল্লাহ থেকে এসেছে কিন্তু যে রূহ এই ঈসাকে অস্বীকার করে সেই রূহ আল্লাহ থেকে আসেনি।" এর গুরুত্ব ঈসা নামে একজন মানুষ ছিলেন স্বীকার করার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। কিতাবের কথামত যিনি পেলেস্টাইনে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং অনেক কাজ ও কষ্টভোগ করে ছিলেন। এর গুরুত্ব স্বীকার করা যে তিনি ছিলেন মসীহ যিনি খোদার পুত্র, যাঁকে পছন্দ করা হয়েছে নাজাদদাতা ও প্রভু হওয়ার জন্য। ঈসা মসীহের নামের অর্থ এই ।

আমরা জানি যে প্রেরিত তা-ই বুঝিয়েছেন কারণ ১৫ আয়াতে তিনি তা বলেছেন। তিনি এখনও সেই একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন।

চিহ্নসমুহ যে সত্যের আত্মা কাজ করছেন এবং তিনি বলেন," যে কেউ স্বীকার করে ঈসা ইবনুল্লাহ, আল্লাহ্ তার মধ্যে থাকেন এবং সেও আল্লাহর মধ্যে থাকে।" 'স্বীকার' করা শব্দটি গুরুত্বপুর্ণ। নতুন নিয়মে এই শব্দটি শুধুমাত্র স্বীকার করার চেয়ে অনেক বেশি কিছু বুঝায়। এর অর্থ হল কোন কিছু জানা এবং মহব্বত ও প্রশংসায় তা ঘোষনা করার জন্য ইচ্ছুক থাকা। উদাহরণ স্বরূপ মথি. ১০:৩২ বলে, " যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে স্বীকার করে আমিও আমার বেহেস্তী পিতার সামনে তাকে স্বীকার করব।" একই শব্দ রোমীয় ১৫:৯ এ ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু অনুবাদ করা হয়েছে প্রশংসা, "এই জন্য অন্য জাতিদের মধ্যে আমি তোমার প্রসংশা করব। আর তোমার সুনাম গাইব।" আবারও একই শব্দ ফিলিপীয়.২:১১তে অনুবাদ করা হয়েছে স্বীকার করা ।

"প্রত্যেকেই ঈসার সামনে হাঁটু পাতবে আর পিতা আল্লাহর গৌরবের জন্য স্বীকার করে যে ঈসা মসীহই প্রভু।" আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে ইহোন্না এখানে এর অর্থ তাই বুঝিয়েছেন যখন আমরা পরবর্তী অধ্যায়ের ১ আয়াতে তিনি যা বলেছেন তার দিকে দৃষ্টি দেই। " যারা ঈমান এনেছে ঈসা-ই সেই মসীহ আল্লাহ থেকেই তাদের জন্ম হয়েছে।" প্রেরিত পৌলও তা

নিশ্চিত করেন যেখান তিনি ১করি.১২:৩ এ সত্যের আত্মা ও মিথ্যার আত্মাকে সনাক্ত করার জন্য একই নিয়ম প্রদান করেন, " আল্লাহর রুহের দ্বারা কথা বললে কেউ বলে না ঈসার উপর গজব পড়ুক। আবার পাক-রূহের মধ্য দিয়ে না হলে কেউ বলতে পারে না ঈসাই প্রভু।" তাই লোকজন যদি তাদের মসীহের প্রয়োজনের কথা বুঝতে পারে এবং তাঁর দিকে পরিচালিত হয় অতীতে মসীহ উপস্থিত ছিলেন, যদি তাদের এই বিশ্বাস শক্তিশালী হয়, যদি তাদের মধ্যে পুর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি বিশ্বাস জন্মে যে তিনি খোদার পুত্র, যাঁকে পাঠানো হয়েছিল পাপীদের উদ্ধার করার জন্য। যদি তারা স্বীকার করে যে তিনি একমাত্র নাজাতদাতা এবং তাঁকে তাদের একান্ত প্রয়োজন, যদি তারা তাঁর গুরুত্ব আগের চেয়ে বেশি বুঝতে পারে এবং তাঁকে মহব্বত করে, আমরা হয়ত প্রায় নিশ্চিত হতে পারি যে পবিত্র আত্মা কাজ করছেন। এই কথা বলে, আমি স্বীকার করি যে আমরা হয়ত এখন নিশ্চিত হতে সক্ষম নই তাঁর কাজ এবং বিশ্বাস জন্মানো এই অন্তর্ভুক্ত লোকদেরকে উদ্ধার করেছে কিনা এটা একটি ভিন্ন প্রশ্ন। প্রেরিতদের নির্দিষ্ট কথাগুলো গুরুত্বপুর্ণ পবিত্র আত্মা প্রকৃত মসীহের কাছে সাক্ষ্য দেন যিনি মানুষ হয়ে এসে ছিলেন। কোন ভ্রান্ত, পরিবর্তীত মসীহের কাছে নয় যেমন রহস্যময় আদি যুগের মসীহ অথবা বর্তমান স্বাধীন যুগের । এই লোকেরা হয়ত তাদের নিজেদের ভ্রান্ত মসীহের প্রশংসা করতে পারে যেখানে অতীতের প্রকৃত মসীহের প্রতি তাদের আদৌ কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই । প্রকৃতপক্ষে যারা তাঁর কাছ থেকে দুরে সরে গেছে কিন্তু কোন ভ্রান্ত আত্মাই প্রকৃত মসীহের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে না অথবা মানুষকে তাঁর দিকে পরিচালিত করতে পারে না। একমাত্র খোদার আত্মা পারেন। বিষয়টি এই রকম কেন ? কারণ প্রকৃত মসীহের প্রতি অর্থাৎ বিশেষ করে নাজাতদাতা হিসাবে তাঁর প্রতি শয়তানের তিক্ত ও অপরিবর্তীত ঘৃনা রয়েছে। সে প্রচন্ডভাবে নাজাতের ইতিহাস ও মতবাদকে ঘৃনা করে। শয়তান কখনো মানুষের মনে মসীহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগানোর জন্য কাজ করবে না,

অথবা তার আদেশ সমুহকে মুল্যবান বলে মনে করার জন্য উৎসাহীত করবে না। যে আত্মা মানুষের মনকে " স্ত্রী লোকের বংশের" দিকে ফিরায় না এটা সাপের আত্মা যার মধ্যে আছে তাঁর প্রতি অপরিবর্তনীয় ঘৃনা। যে আত্মা গৌরবময় মিকাইলের বিষয়ে যিনি ফেরেশতাদের রাজপুত্র মানুষের মুল্যবোধকে বাড়িয়ে দেয় তা কোন প্রাচীন সর্পের আত্মা নয় যে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে । তাহলে এটাই প্রথম চিহ্ন যে পবিত্র আত্মা কাজ করছেন। ধার্মিক দুনিয়ায় যখন কোন কিছু ঘটে এবং আমরা এর দিকে দৃষ্টি দেই এবং বিচার করার প্রয়োজন হয় তখন প্রথম যে প্রশ্নটি আমরা অবশ্যই জিজ্ঞেস করব: এই লোকেরা কি প্রকৃত ঈসাকে আগের চেয়ে বেশি মহব্বত, সম্মান ও মুল্যায়ন করতে শুরু করছে ?

২.যখন শয়তানের রাজ্যকে আক্রমন করা হয়

অবশ্যই মাবুদের আত্মা কাজ করছেন যদি শয়তানের রাজ্যের স্বার্থকে বিরোধিতা করা হয়। এটা একটি নিশ্চিত চিহ্ন। শয়তানের রাজ্য পাপকে উৎসাহীত করে এবং মানুষকে উৎসাহীত করে জাগতিক লোভ-লালসা লালন করার জন্য । কিন্তু পবিত্র আত্মা তা করেন না। চুতর্থ ও পঞ্চম আয়াতে এই চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। "এই দুনিয়াতে যে আছে তার চেয়ে যিনি তোমাদের অন্তরে আছেন তিনি মহান। সেই ভন্ডেরা এই দুনিয়ার সেই জন্য তারা এই দুনিয়ার কথা বলে এবং দুনিয়া তাদের কথা শুনে।" প্রেরিত এখানে দু'টি বিপরীতধর্মী আত্মার দ্বারা যারা প্রভাবিত হয়েছে তাদের মধ্যে তুলনা করছেন। একটি সত্যের আত্মা এবং অন্যটি মিথ্যার। ইহোন্না পার্থক্যটা প্রদর্শন করেন এভাবে একটি আত্মা মাবুদের নিকট থেকে এবং তাই তিনি দুনিয়ার আত্মার বিরুদ্ধে বিজয়ী হন।

অন্য আত্মাটি জগতের বিষয় বস্তুর ব্যাপারে কথা বলে এবং উপভোগ করে। এখানে শয়তানের আত্মাকে বলা হয়েছে যে এই দুনিয়ার। মসীহ ও শয়তানের মধ্যে এটাই পার্থক্য । মসীহ বলেন আমার রাজ্যত্ব এই দুনিয়াতে নয় " কিন্তু শয়তানকে বলা

হয় এই দুনিয়ার প্রভু।” “দুনিয়া” বা “দুনিয়ার জিনিস” দ্বারা প্রেরিত কি বুঝিয়েছেন তা আমরা জানতে পারি তার নিজের কথা থেকেই অধ্যায়.২:১৫,১৬ “তোমরা দুনিয়া এবং দুনিয়ার কোন কিছু ভালবেসো না। যদি কেউ দুনিয়াকে ভালবাসে তবে সে পিতাকে ভালবাসে না কারণ দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে শরীরের কামনা, চোখের লোভ এবং সাংসারিক বিষয়ের অহংকার এর কোনটাই পিতার কাছ থেকে আসে না, দুনিয়া থেকেই আসে।” সাধারণ ভাবে তিনি যা বুঝতে চান তা হল পাপের সমস্ত বিষয় বস্তু যা সমস্ত মানুষের দুষন ও কামনাকে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের একমাত্র চাওয়া হল সন্তুষ্টি। তাই প্রেরিত এখানে যা বলেন তা থেকে আমরা নিরাপধে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে যদি মানুষের মধ্যে:

(ক) সাধারণ জিনিসের প্রতি ভালবাসার, জাগতিক আনন্দ-ফূর্তি লাভ ও সম্মানের প্রতি লালসা কমে

(খ) এগুলোর পিছনে আগ্রহ সহকারে দৌড়ানোর অভ্যাস ত্যাগ করা

(গ) সুখবরের মধ্য দিয়ে যে অনন্ত জীবন ও সুখ আসে তার প্রতি গভীর আগ্রহ থাকে ।

(ঘ) খোদার রাজ্য ও ধার্মিকতা আন্তরিকতার সাথে অন্বেষন করে

(ঙ) পাপের মন্দতা ও অপরাধের বিষয়ে এবং তা যে শোচনীয় অবস্থার দিকে পরিচালিত করে এই বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে ।

তাহলে মাবুদের আত্মা অবশ্যই কাজ করছেন। আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে শয়তান মানুষকে তাদের পাপের বিষয়ে চেতনা দিবে এবং তাদের চেতনাকে জাগ্রত করবে। আত্মার মধ্যে বিবেক হল খোদার প্রতিনিধি; এর আলোকে যদি আরও উজ্জ্বল করা হয় তবে তা শয়তানের কোন কাজে আসবে না। শয়তানের উদ্দেশ্যে হল বিবেককে নীরব ও ঘুম পারয়ে রাখা। যখন বিবেক তার চোখ ও মুখ উন্মুক্ত অবস্থায় জাগ্রত থাকে তখন শয়তান যা কিছু করতে চায় তা বাধা গ্রস্থ হয়। যখন শয়তান মানুষকে আরও পাপের দিকে পরিচালিত করতে প্রস্তুত তখন কি সে প্রথমে মানুষের চোখ খুলে দিবে যাতে তারা পাপের মন্দতা দেখতে পায়? পাপকে ভয় করতে সে কি তাদেরকে সাহায্য করবে ? সে কি তাদেরকে দেখিয়ে দিবে যে পাপের অপরাধ থেকে তাদের মুক্তির প্রয়োজন? অতীতের পাপের জন্য অনুতাপ করতে সে কি তাদেরকে সাহায্য করবে? তারা যা কিছু করে তাতে আরও বেশি সতর্ক হতে সে কি তাদের সাহায্য করবে, যাতে তারা নিশ্চিত হতে পারে যে এতে কোন পাপ নেই। ভবিষ্যতে পাপকে এড়িয়ে চলতে সে কি তাদের সাহায্য করবে এবং শয়তানের নিজের প্রলোভনকে এড়িয়ে চলতে তাদেরকে আরও বেশি সতর্ক করে তুলবে ? যদি কোন মানুষ চিন্তা করে যে শয়তান এভাবে কাজ করে আমি ভেবে অবাক হই মাথা তার কি কাজে আসে। কিন্তু কেউ কেউ হয়ত বিতর্ক করতে পারে যে শয়তান হয়ত কোন মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করতে পারে তাকে প্রতারণা করার জন্য তা হল তাকে তার পাপে নিমজ্জিত অবস্থায় চিন্তা করতে সাহায্য করা যে সে নাজাত প্রাপ্ত অবস্থায় আছে। এই রকম বিতর্ক মূল্যহীন। তা হল বিতর্ক করা যে মসীহ ভুল করেছিলেন যখন তিনি ফরিসীদের বলেছিলেন, “ শয়তান, শয়তানকে তাড়িয়ে দিবে না” (মথি.১২:২৫,২৬)। স্মরণ রাখবেন: ফরিসীরা বিশ্বাস করত যে মসীহের সেবা কাজে যে আত্মা কাজ করেছিল সে ছিল শয়তান। একজন মানুষের বিবেক যখন জাগ্রত অবস্থায় থাকে তখন দুনিয়াতে সেই সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ তাকে বোকা বানানো কঠিন। একজন পাপীর চেতনা যত বেশি জাগ্রত এটাকে শান্ত করা তত বেশি কঠিন যতক্ষন পর্যন্ত না এটা সত্যিকারভাবে পাপ থেকে মুক্তি পায়। একটি বিবেক মানুষের অপরাধের বিশালতার বিষয়ে যত বেশি সচেতন, তার নিজের ধার্মিকতায় সন্তুষ্ট হবার সম্ভাবনা তত কম । একবার যখন কোন মানুষ তার নিজের বিপদের দিকে তাকিয়ে সম্পূর্ণরূপে ভীত হয়ে পড়ে, উত্তম নিরাপত্তা ব্যতীত সে নিজেকে সত্যিকার ভাবে নিরাপদ ভাবতে পারে না।

এভাবে একটি চেতনাকে জাগ্রত করা হয় সম্ভবত: তাকে তার পাপে আবদ্ধ করে রাখার জন্য এর পরিবর্তে সম্ভবত: পাপ ও শয়তানকে বের করে দেওয়ার জন্য । তাই যখনই আমরা দেখি মানুষকে সচেতন করা হয়েছে:

ক) পাপের মন্দতার বিষয়ে

খ) পাপের বিরুদ্ধে খোদর রাগের বিষয়ে

গ) পাপের কারণে তাদের নিজেদের হারানো অবস্থা সম্পর্কে

ঘ) তাদের নিজেদের অনন্ত নাজাতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে

ঙ) তাদের খোদার করুণা ও সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে

চ) নাজাত অন্বেষনে তাদের খোদার আদেশ পালনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ।

আমরা নিশ্চিত ভাবে ধরে নিতে পারি যে মাবুদের আত্মা কাজ করছেন। হ্যাঁ, এমনকি যদি তাদের দেহ প্রভাবিত হয় এবং তারা চিৎকার অথবা আর্তনাদ করে অথবা মুর্ছা যায়। হ্যাঁ, এমনকি যদি তারা অচেতন হয়ে পড়ে অথবা অন্য কোন নাটকীয় পন্থায় প্রভাবিত হয়। ঐ সমস্ত জিনিস আদৌ বিবেচনা করবেন না ।

৩.যখন মানুষ কিতাবকে আরও বেশি মহব্বত করে:

যখন মানুষ পবিত্র কালামকে বেশি মহব্বত করার জন্য উৎসাহিত হয় এবং কিতাবের সত্য সমুহ ও তার খোদায়ী উৎস্যকে আরও গভীরভাবে বিশ্বাস করে তখন এটা নিশ্চিত যে মাবুদের আত্মা কাজ করছেন। প্রেরিত ষষ্ঠ্য আয়াতে আমাদেরকে এই চিহ্নটি প্রদান করেন। " আমরা আল্লাহর; যে আল্লাহকে জানে সে আমাদের কথা শোনে, কিন্তু যে আল্লাহর নয় সে আমাদের কথা শুনে না। এর দ্বারাই আমরা সত্যের রুহ ও ছলনার রুহকে চিনতে পারি।" যখন তিনি বলেন আমরা আল্লাহর তখন তিনি বুঝাতে চান, " আমরা যারা প্রেরিত আমাদেরকে খোদা পাঠিয়েছেন দুনিয়াকে তাঁর মতবাদ ও আদেশ শিক্ষা দেওয়ার জন্য"। এই যুক্তিটি তাদের সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদেরকে খোদা নিয়োগ করেছেন মন্ডলীকে তার বিশ্বাস ও অনুশীলনের নিয়ম সমুহ শিক্ষা দেওয়ার জন্য । এর মানে হল এটা সমস্ত প্রেরিত ও নবীগণকে অন্তর্ভুক্ত করে যাদেরকে খোদা তাঁর মন্ডলীর ভিত্তি বানিয়েছেন, সংক্ষেপে যাদেরকে তিনি কালাম লিখার জন্য তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন ।

শয়তান কখনো খোদার কালামের প্রতি এই রকম সম্মান জন্মানোর জন্য চেষ্টা করবে না। দিক নিদের্শনার জন্য খোদার প্রতি মনোযোগ দিতে একটি বিভ্রান্তির আত্মা মানুষকে উৎসাহীত করবে না ।

মন্দ আত্মা কখনো কান্না-কাটি করে না, " আইন ও সাক্ষির প্রতি" (ইশাইয়া. ৮:২০), মন্দ আত্মা ও তাদের শিক্ষাকে চিনে নেওয়ার জন্য এটাই খোদার পথ। শয়তান কখনো বলবে না যেভাবে ইব্রাহিম বলেছিলেন, " মুসা ও নবীদের লেখা কিতাব তো তাদের কাছে আছে ওরা তাদের কথায় মনোযোগ দিক"। (লুক.১৬:২৯) মসীহ সম্পর্কে বেহেস্ত থেকে যে কথা বলা হয়েছিল সে তাও বলবে না, " তার কথা শোন" (লুক.৯:৩৫)। বিভ্রান্তির আত্মা, যে মানুষকে প্রতারণা করতে চায় সে কি তাদেরকে খোদার অভ্রান্ত কালামের দিকে ফিরাবে? সে কি তাদেরকে ঐ কালাম আরও ভালভাবে জানার দিকে পরিচালিত করবে? অন্ধকারের রাজা কি তার অন্ধকার রাজ্যের উন্নয়নের জন্য মানুষকে সূর্য্যের আলোর দিকে পরিচালিত করবে ? শয়তান কিতাবকে কত বেশি ঘৃনা করে তা সে সব সময়ই প্রদর্শন করেছে; এর আলোকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য তার পক্ষে যা করা সম্ভব সব কিছু সে করেছে এবং মানুষকে এর কাছ থেকে দুরে রেখেছে। সে জানে এটা এমন নুর যা তার অন্ধকার রাজ্যের পতন ঘটাবে । তার উদ্দেশ্যে ও পরিকল্পনাকে ব্যর্থ ও পরাজিত করে দেওয়ার জন্য কালামের ক্ষমতা সম্পর্কে তার রয়েছে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা। এটা তার জন্য একটি নিত্য মহামারী । এটা মিকাইলের প্রধান অস্ত্র যা সে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করে; এটা পবিত্র আত্মার তরবারি যা শয়তানকে বিদ্ধ ও পরাজিত করে । এটা সেই মহা ও শক্তিশালী তরবারী

যা খোদা ব্যবহার করেন লেভিয়াথেন, কুটিল সর্পকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। এটা সেই ধারালো তরবারী যার সম্পর্কে আমরা পড়ি প্রকা.১৯:১৫-এ যা ঘোড় সোয়ারীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, যা দ্বারা তিনি তার শত্রুকে আঘাত করেন।

কালামের প্রতিটি কথা প্রাচীন সর্পের জন্য একটি যন্ত্রনা । সে শত সহস্রবার এর যন্ত্রনাদায়ক তীব্র আঘাত অনুভব করেছে। এই জন্য পবিত্র কালামের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধে লিপ্ত এবং এর প্রতিটি শব্দকে সে ঘৃনা করে। আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারি যে সে কখনো মানুষকে উৎসাহীত করবে না পাক কালামকে মহব্বত অথবা একে মুল্যায়ন করার জন্য। অতীত ইতিহাসে প্রায়ই দেখা গেছে যে অনেক অতি আগ্রহী ধার্মিক দল খোদার লিখিত কালামকে অবমূল্যায়ন করেছে। তারা অন্যান্য আরও কিছু কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে যা পাক কালামের উর্ধ্বে । আজকেও তা দেখা যায়। কিন্তু যখন মানুষ পাক কালামকে আরও বেশি মুল্যায়ন করে, কম নয়, তখন নিশ্চয়ই মাবুদের আত্মা কাজ করে।

৪. যখন মানুষ ভ্রান্তি থেকে দুরে সরে সত্যের দিকে পরিচালিত হয়।

ষষ্ঠ আয়াতে দু'টি বিপরীত ধর্মী আত্মার যে নাম দেওয়া হয়েছে তা হতে আমরা আত্মা সমুহের মধ্যে বিচার করার আর একটি উপায় শিক্ষতে পারি। একটিকে বলা হয়েছে 'সত্যের আত্মা' এবং অন্যটিকে 'মিথ্যার আত্মা'। এই শব্দগুলো খোদার আত্মা ও অন্য আত্মার মধ্যে একটি মারাত্মক পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করে যা তাঁর কাজকে অনুকরন করে । যদি আমরা দেখতে পাই যে একটি আত্মা কাজ করছেন এবং মানুষকে সত্যের দিকে পরিচালিত করছেন এবং যা সত্য সেই বিষয়ে তাদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাছেন আমরা হয়ত নিশ্চিত হতে পারি যে তিনি পবিত্র আত্মা। উদাহরন স্বরূপ, যদি মানুষ আরও অধিক সচেতন হয় যে একজন খোদা আছেন, অথবা মাবুদ একজন মহান খোদা যিনি পাপকে ঘৃনা করেন, অথবা তাদের নিজেদের জীবন খুব অল্প দিনের এবং তা যে কোন মুর্হূতে শেষ হয়ে যেতে পারে, অথবা আরও একটি জীবন আছে এবং তাদের আত্মা অমর, তখন আমরা হয়ত নিশ্চিত হতে পারি যে পাক রূহ কাজ করছেন।

যখন মানুষ অনুধাবন করতে পারে তাদের নিজের বিষয়ে খোদার কাছে হিসাব দিতে হবে এবং বুঝতে পারে যে তাদের প্রকৃতি ও অনুশীলন খুবই পাপপুর্ণ; যখন তারা বুঝতে পারে যে তারা নিজেরা অসহায় এবং নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে পারে না যখন খুব শীঘ্রই তাদেরকে সঠিক মতবাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় - তখন আমরা হয়ত নিশ্চিত হতে পারি যে পাকরূহই তাদের মাঝে কাজ করছেন। অন্ধকারের আত্মা নয় কিন্তু পাক রূহই মানুষকে আলোতে নিয়ে আসেন। মসীহ আমাদেরকে বলেন যে শয়তান মিথ্যাবাদী এবং সমস্ত মিথ্যার পিতা; এবং তার রাজ্য অন্ধকারের রাজ্য। শয়তানের রাজ্য অন্ধকার ও ভ্রান্তির দ্বারা টিকে আছে পাক কালাম এটাকে অন্ধকারের রাজত্ব ও শাসন বলে অভিহিত করে। (লূক.২২:৫৩; কল.১:১৩) ভুতদেরকে বলা হয় এই দুনিয়ার অন্ধকারের শাসনকর্তা। একমাত্র মাবুদ-ই আমাদেরকে সত্যের আলোতে নিয়ে আসেন এবং আমাদের অন্ধকার দুর করেন।

৫.যখন খোদা ও মানুষের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি পায়

যখন মানুষ খোদা ও মানুষকে সত্যিকার ভাবে মহব্বত করতে শুরু করে তখন হয়ত আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে পবিত্র আত্মা কাজ করছেন। আমরা যে অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করছি এর পরবর্তী অংশে প্রেরিত এই কথাই বলেছেন।

" প্রিয় সন্তানেরা, আমরা যেন একে অন্যকে মহব্বত করি, কারণ মহব্বত পাক রূহের কাছ থেকেই আসে। যাদের অন্তরে মহব্বত আছে পাক রূহ থেকেই তাদের জন্ম হয়েছে এবং তারা আল্লাহকে জানে।" (আয়াত. ৭) ইহোন্না এখনেও দু'প্রকার লোকদের কথা বলছেন যারা দু'টি বিপরীতধর্মী আত্মা দ্বারা পরিচালিত এবং তাদের মধ্যে তুলনামুলক পার্থক্য তুলে ধরছেন। মহব্বত হল একটি পন্থা যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি কার মধ্যে সত্যের আত্মা আছে। এটা বিশেষ করে স্পষ্ট ১২ এবং ১৩ আয়াতে।

"কেউ কখনো আল্লাহকে দেখেনি। যদি আমরা একে অন্যকে মহব্বত করি তাহলে বুঝা যাবে যে, আল্লাহ আমাদের অন্তরে আছেন এবং তাঁর মহব্বত আমাদের অন্তরে পুরোপুরিভাবে কাজ করছে। তার রূহ তিনি আমাদের দান করেছেন, আর এতেই আমরা জানতে পারি, যে আমরা তাঁর মধ্যে আছি আর তিনিও আমাদের অন্তরে আছেন।" এখানে প্রেরিত মহব্বত ও পবিত্র আত্মা নিয়ে এমন ভাবে কথা বলেন যেন তারা প্রায় একই জিনিস। তিনি বলেন যদি খোদার মহব্বত আমাদের অন্তরে বাস করে তাহলে পাক রূহ আমাদের অন্তরে বাস করেন। একই মন্তব্য করা হয়েছে ৩:২২,২৩ এবং ৪:১৬- তে। সত্যের আত্মার কাজের বিষয়ে মহব্বতকে তিনি শেষ চিহ্ন হিসাবে প্রদান করেন এবং মনে হয় এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ। তিনি এর প্রতি অন্য সমস্ত কিছুর চেয়ে বেশী মনোযোগ প্রদান করেন। তিনি আমাদেরকে বলেন খোদার প্রতি মহব্বত এবং আমাদের চারপাশের মানুষের প্রতি মহব্বত উভয়ই গুরুত্বপুর্ণ।

তিনি ৭,১১ এবং ১২ আয়াতে আমাদের চারপাশের মানুষের প্রতি মহব্বতের বিষয়ে লিখেছেন এবং খোদার প্রতি মহব্বতের বিষয়ে লিখেছেন ১৭,১৮ এবং ১৯ আয়াতে। ২০ এবং ২১ আয়াতে তিনি উভয় মহব্বতের বিষয়ে কথা বলেন, কারণ তিনি আমাদেরকে বুঝাতে চান যে খোদার প্রতি মহব্বত থেকেই মানুষের প্রতি মহব্বতের সৃষ্টি হয় । যদি মানুষের মধ্যে খোদার ও তাঁর গৌরবের বিষয় মহা চিন্তা থাকে তাহলে অবশ্যই পবিত্র আত্মা কাজ করছেন। যদি তারা মসীহের মহানুভতা বুঝতে পারে কিছু মাত্রায় যাতে তারা তাঁকে নিয়ে আনন্দ করতে পারে তবে অবশ্যই পবিত্র আত্মা কাজ করছেন। তারা হয়ত বলতে পারে যে প্রভু ঈসা মসীহ " দশ হাজারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ্য" এবং "সবচেয়ে বেশি মহব্বতময়"। তিনি তাদের কাছে মহামুল্যবান হয়ে পড়েন এবং তাদের অন্তর খোদার বিনামুল্য ও বিস্ময়কর মহব্বতে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যিনি তাঁর এক মাত্র পুত্রকে তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করতে পাঠিয়ে ছিলেন। তা হলে অবশ্যই এটা মাবুদের পবিত্র আত্মার কাজ হবে। " আমাদের প্রতি আল্লাহর মহব্বত এই ভাবে প্রকাশিত হয়েছে - তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন যেন আমরা তাঁর মধ্যে দিয়ে জীবন পাই। আমরা যে আল্লাহকে মহব্বত করে ছিলাম তা নয় কিন্তু তিনি আমাদের মহব্বত করে তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যেন পুত্র তাঁর নিজের জীবন কোরবানীর দ্বারা আমাদের গুনাহ দুর করে আল্লাহকে সন্তষ্ট করেন। এটাই হল মহব্বত, আমরা জানি আল্লাহ আমাদের মহব্বত করেন, আর তাঁর মহব্বতের উপর আমাদের বিশ্বাস আছে। তিনি আমাদের প্রথমে মহব্বত করেছিলেন বলেই আমরা মহব্বত করি।" (আয়াত. ৯:১০,১৬,১৯) যদি কোন আত্মা এই সমস্ত কারণে আমাদেরকে খোদার প্রতি মহব্বতে পূর্ণ কওে, তাহলে এটা অবশ্যই খোদার আত্মা। আমরা যদি খোদার গুণাবলী নিয়ে চিন্তা করতে আনন্দ বোধ করি যা সুখবর ও মসীহ প্রকাশ করেন এবং তাঁর সাথে সহভাগিতার জন্য আকাংখা করি এবং তাঁর মত গঠিত হওয়ার জন্য ইচ্ছুক হই, এমন ভাবে জীবন যাপন করি যাতে তিনি সন্তুষ্ট ও সম্মানিত হন তাহলে অবশ্যই এটা মাবুদের আত্মা। যখন একটি আত্মা মানুষের মধ্যে মারামারীর অবসান ঘটায় এবং শান্তি, শুভ কামনা, অনেক সেবা মুলক কাজ এবং আত্মার নাজাতের জন্য আকাংখার উন্নতি ঘটায়, এটা অবশ্যই মাবুদের আত্মা। যাদেরকে স্পষ্টত: খোদার সন্তান বলে মনে হয় যখন মানুষ তাদের সান্নিধ্যে আনন্দ বোধ করে এবং আমি যে সমস্ত মহব্বতের কথা বর্ণনা করেছি তা থেকে আমাদের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনাময় প্রমাণ থাকে যে তিনি হলেন পবিত্র আত্মা তিনি কাজ করছেন।

হ্যাঁ, একটি নকল মহব্বত তাদের মধ্যে দেখা যেতে পারে যারা মিথ্যা ও বিভ্রান্তির আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়। তথাপি এটা কোন মতেই এই অধ্যায়ে প্রেরিতের বর্ণিত সত্য ও ঈমানদার মহব্বতের মত নয়। উশৃংখল ধর্মোন্মাদের মধ্যে প্রায়ই একটি প্রকৃত একতা ও মায়া-মমতায় বন্ধন থাকে, কিন্তু তাও নিজের প্রতি মহব্বতের চেয়ে বড় কোন প্রমাণ নয়। তারা একে অন্যকে মহব্বত করে কারণ তারা নিজেদের স্বার্থে একমত হয় যা সবার কাছে তাদেরকে উপহাসের পাত্র করে তুলে । যেমন

উদাহরণ স্বরূপ প্রাচীন নষ্টিকস এবং ধর্মোন্মদরা রিফরমেশনের সময় আভির্ভূত হয়েছিল তারা একে অন্যের প্রতি মহব্বতের জন্য গর্ব করত।

এমন কি একটি দল নিজেদেরকে "মহব্বতের পরিবার" বলে অভিহিত করত। কিন্তু এই অনুচ্ছেদটি আমাদেরকে ঈমানদার মহব্বত সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত করে যাতে আমরা সত্যকে মিথ্যা থাকে আলাদা করতে পারি। প্রকৃত মহব্বত আসে মসীহতে আমাদের প্রতি খোদার বিনামুল্য ও স্বাধীন মহব্বতকে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে। আমাদের সম্পূর্ণ অযোগ্যতার একটি ধারণার মধ্য দিয়ে এটা আসে ৯,১০,১১ এবং ১৯ আয়াত দেখুন। প্রকৃত খোদায়ী ও অসাধারণ মহব্বত সমস্ত ভ্রান্ত মহব্বত থেকে আলাদা করা যায় কারণ ঈমানদারগণের চারিত্রিক গুণবালীর নমনীয়তা এর উপর আলো ছড়ায়। নিজকে বিসর্জন ও নিজের প্রতি ঘৃনার মধ্য দিয়ে এই প্রকৃত মহব্বত এসে থাকে।

ঈমানদারগণের মহব্বত একটি বিনীত মহব্বত। " মহব্বত সব সময় ধৈর্য্য ধরে, দয়া করে, হিংসা করে না, গর্ব করে না, অহংকার করে না, খারাপ ব্যবহার করে না, নিজের সুবিধার চেষ্টা করে না"। (১ করি.১৩:৪,৫)

অতএব, আমরা যখন দেখি একজনের প্রতি অন্য জনের মহব্বতে নিজের ব্যক্তিগত অযোগ্যতা ও আত্মীক ধৈন্যতার উপলব্ধি জড়িত থাকে, এটা একটি নিশ্চিত প্রমাণ যে মাবুদের আত্মা কাজ করছেন। যখন একজন মানুষের মধ্যে এই রকম মহব্বত থাকে তখন মাবুদ তার মধ্যে বাস করেন। ইহোন্না যে মহব্বতের কথা বলেন এটাকে খোদার মহব্বত বা মসীহের মহব্বত বলা হয় যা সত্যের আত্মার মহা প্রমাণ। (আয়াত ১২) ("আমাদের মধ্যে তাঁর মহব্বত পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে")। মসীহের উদাহরনের মধ্য দিয়ে আমরা জানি এটা কেমন মহব্বত তাঁর মহব্বত কেবল মাত্র বন্ধুদের প্রতি ছিল না, কিন্তু শত্রুদের প্রতিও ছিল এবং একটি মহব্বত যার সাথে নম্র ও বিনীত আত্মা ছিল । প্রভু মসীহ বলেন, " আমার কাছে থেকে শেখ কারণ আমার স্বভাব নরম ও নম্র" (মথি.১১:২৯)। মহব্বত ও নম্রতা দু'টি জিনিস যা শয়তানের স্বভাব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সবচেয়ে বড় কথা হল শয়তান অহংকার ও হিংসায় পরিপুর্ণ ।

প্রথম দুই খন্ডের উপসংহার

পবিত্র আত্মা কাজ করছেন এই বিষয়ে প্রেরিত আমাদেরকে যে সমস্ত চিহ্ন প্রদান করেছেন আমি তা এখন ব্যাখ্যা করেছি। কিছু কিছু কাজ আছে যা শয়তান পারলেও করবে না। সে মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করবে না এবং মানুষকে তাদের নাজাতদাতার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করবে না। সে মানুষকে এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত করবে না যে ঈসা খোদার পুত্র ও পাপীদের নাজাতদাতা, অথবা তাঁকে ভালবাসতে উৎসাহীত করবে না। সে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাবে না যে কিতাব খোদার কালাম এবং মনোযোগের সাথে তা অধ্যয়ন করার জন্য উৎসাহীত করবে না । মানুষের আত্মার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সত্যটি সে তাদের কাছে প্রদর্শন করবে না এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসবে না। আরও কিছু কাজ আছে যা শয়তান করতে পারে না এবং করবে না। সে মানুষকে খোদার প্রতি মহব্বত অথবা ঈমানদারগণের নম্রতার অথবা আত্মীক ধৈন্যতার আত্মা প্রদান করবে না; সে চাইলেও তা করতে পারবে না। তার মধ্যে যা নেই সে তা অন্যদেরকে প্রদান করতে পারে না, তার প্রকৃতিগুলোর সাথে পরিচিত নয়। তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে যখন মানুষের মনের উপর শক্তিশালী প্রভাব থাকে এবং যদি এই সমস্ত জিনিস পাওয়া যায় তাহলে আমরা নিরাপদে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে পবিত্র আত্মা কাজ করছেন। এখানে অন্য যা কিছু উপস্থিত থাকুক না কেন, মাধ্যম হিসাবে যে কোন লোক অন্তর্ভুক্ত থাকুক না কেন, যে কোন মাধ্যম ব্যবহার করা হোক না কেন (কারণ মাবুদ স্বাধীন এবং তিনি যা করেন সব কিছুই আমরা বুঝতে পারি না) এবং মানুষের দেহে যে পরিবর্তন-ই দেখা যাক না কেন, তা সত্য।

প্রেরিত যে সমস্ত চিহ্ন প্রদান করেছেন এগুলো একাই টিকে থাকতে ও নিজেদের সমর্থন করতে সক্ষম। তারা স্পষ্টত: খোদার হস্ত প্রদর্শন করে এবং হাজারো অভিযোগ যা অসাদৃশ্য ,অনিয়ম ও,ছোট-খাট ভ্রান্ত ব্যবহার অথবা এই বিষয়ের জন্য, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের বিভ্রান্তি ও অপবাদ থেকে আগত হাজারো ছোট খাট অভিযোগ মোকাবেলা করার জন্য সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট।

কিন্তু এই সমস্ত চিহ্নগুলো কি যথেষ্ট ?

কেউ কেউ বলবে এই চিহ্নগুলো যথেষ্ট নয় এবং ২ করিন্থীয়-তে পৌলের কথার প্রতি ইঙ্গিত করবে; " আসলে ঐ রকম লোকেরা তো ভন্ড সাহাবী এবং ঠগ কর্মচারী। নিজেদের মসীহের সাহাবী বলে দেখাবার উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের বদলে ফেলে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ শয়তানও নিজেকে নূরে পূর্ণ ফেরেশতা বলে দেখাবার উদ্দেশ্যে নিজেকে বদলে ফেলে" (১১,১৩,১৪)।

তারা যুক্তি দেখায় যে পৌল এখানে বলেছেন যে কোন রকম বিচার করা অসম্ভব কারণ শয়তান এমন ভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে। কিন্তু প্রেরিত ঐ কথা বলছেন না। ইহোন্না যে ভন্ড নবীদের কথা বলেছেন পৌল সেই একই রকম ভন্ড প্রেরিতদের কথা বলছেন যাদের মধ্যে শয়তান নুরের ফেরেশতার ছদ্মবেশ ধারণ করে । ইহোন্না সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ভাবে আমাদেরকে বলছেন ছদ্মবেশ ধারণ করার পরও কিভাবে সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করতে হবে। " প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা সব রূহকে বিশ্বাস করো না, বরং যাচাই করে দেখ, তারা আল্লাহ থেকে এসেছে কিনা।" ভন্ড নবীর আগমন হয়েছে, তিনি বলছেন, দুনিয়াতে অনেক লোকের আগমন হয়েছে যারা শয়তানের গোলাম যদিও তারা দাবী করে যে তারা খোদার নবী। তাদের মধ্যে শয়তান নুরের ফেরেশতার ছদ্মবেশ ধারণ করছে। আমি যে নিয়ম তোমাদেরকে প্রদান করছি তা ব্যবহার কর যাতে তোমরা বলতে পার কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা। যদি আমরা নতুন নিয়ম পরীক্ষা করে দেখি এই সমস্ত ভন্ড নবী ও প্রেরিতদের বিষয়ে আর কি বলা হয়েছে, তাহলে আমরা এমন কোন কিছু খোঁজে পাব না যা তার

বিরোধীতা করে। উদাহরণ স্বরূপ শয়তান নূরের ফেরেশতার ছদ্মবেশ ধারণ করে যখন অসাধারণ জ্ঞানের বিষয়ে অতি মাত্রায় গর্ব করা হয় (কল.২:৮; ১ তীম. ১:৬,৭; ৬: ৩-৫; ২তীম. ২:১৪-১৮; তীত. ১:১০,১৬)। মন্ডলীর প্রথম দিকে এই সমস্ত লোকদের অনুসারীরা নিজেদেরকে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হিসাবে 'নষ্টিক' বলে অভিহিত করত। শয়তান দর্শন, প্রকাশনা , নবী হিসাবে কথা বলা এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমে তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার অলৌকিক দান সমুহের অনুকরণ করত। অতএব,এই সমস্ত লোকদেরকে ভন্ড নবী ও প্রেরিত বলা হত (মথি.২৪:২৪ দেখুন)।

আবারও মহা পবিত্রতা ও আত্মীক কথা-বার্তার বিষয়ে মিথ্যা দাবী ছিল (রোম.১৬:১৭,১৮; ইফি.৪:১৪)। তাই তাদেরকে প্রতারণাপুর্ণ এবং পানি বিহীন কূয়া ও মেঘ বলা হত (২ করি.১১:১৩; ২ পিতর. ২:১৭; এহুদা ১২)।

চতুর্থত: সেখানে কুসংস্কারপুর্ণ ইবাদতের উপাদান ছিল তারা দাবী করত এগুলো প্রদর্শন করে তারা আরও বেশি পবিত্র (২:১৬-২৩)। এর ফলে তাদের মধ্যে একটি মিথ্যা ও তিক্ত আগ্রহ ছিল (গালা.৪:১৭, ১৮; ১ তীম.১:৬ এবং ৬:৪,৫)।

পঞ্চমত: সেখানে নম্রতার একটি বাহ্যিক প্রদর্শনী ছিল, যেখানে প্রকৃত পক্ষে নম্রতা থেকে তারা অনেক দুরে ছিল (কল.২:১৮,২৩)। কিন্তু পবিত্র আত্মার চিহ্ন হিসাবে যা বলা হয়েছে এগুলোর কোনটি কি সেগুলোকে প্রভাবিত করে?

একেবারেই না! যা করার জন্য আমি যাত্রা করেছিলাম তা ইতিমধ্যেই করেছি তা হল প্রদর্শন করা কিভাবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি মাবুদ কাজ করছেন কিনা। আমি যা বলেছি তা প্রয়োগ করার জন্য এখন আমি সামনের দিকে অগ্রসর হব ।

খন্ড –৩:

কতিপয় বাস্তব সিদ্ধান্ত

১. এই পুনঃজাগরণ প্রকৃত, আমার প্রথম অনুসিদ্ধান্ত এই: যা বলা হয়েছে তা হতে অস্বীকার করা অসম্ভব যে শেষের দিকে যে পুনঃজাগরণ দেখা গিয়েছিল সাধারণ ভাবে তা পবিত্র আত্মা হতে।

যে কোন বিষয়কে বিচার করার জন্য আমাদের কেবলমাত্র দু'টি জিনিস জানা প্রয়োজন। মুল ঘটনাগুলো আমাদের জানা প্রয়োজন এবং বিচার করার নিয়মগুলো। এই রকম ক্ষেত্রে নিয়ম হল খোদার কালাম যা ধারণ করে এবং আমি যা উপরে ব্যাখ্যা করেছি। নিয়ম কানুন এর প্রতি দৃষ্টিপাত করে আমরা অনেক সময় ব্যয় করেছি, তাই এখন আমাদের প্রয়োজন মুল ঘটনার সমুহের দিকে দৃষ্টি দেওয়া এবং জিজ্ঞেস করা নিউ ইংল্যান্ডের এই মহা পুনঃ জাগরণে আসলে কি ঘটছে?
আসলে কি ঘটছে কেবলমাত্র দু'টি উপায়ে আমরা জানতে পারি। একটি হল আমরা নিজেরা অনুসন্ধান করা এবং অন্যটি হল যারা নিজেদের জন্য অনুসন্ধান করেছে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা।

এই পুনঃ জাগরণের মুল বিষয় গুলো এত স্পষ্ট যে আমাদেরকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে মাবুদ কাজ করছেন অথবা সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে বিচারের জন্য ইহোন্নার প্রদত্ত নিয়মগুলো ভ্রান্ত। উদাহরন স্বরূপ, এই পুনঃ জাগরণে অনেক মানুষ তাদের মনোযোগ দুনিয়ার শূন্যতা থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। তার পরিবর্তে অনন্ত সুখের বিষয়ে তারা উদ্বিগ্ন এবং ভীষন ভাবে উদ্বিগ্ন। তারা আগ্রহের সাথে তাদের নাজাতের জন্য অনুসন্ধান করে; তারা সম্পূর্ণ ভাবে তাদের পাপ ও অপরাধের বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে। তাদের চেতনা জাগ্রত হয়েছে; খোদার রাগের ভয়ংকরতার বিষয়ে তারা অবগত এবং তাঁর অনুগ্রহের জন্য তারা মোনাজাত করছে, খোদা তাঁকে জানার জন্য যে পথ সমুহ আমাদেরকে প্রদান করছেন ঐগুলো সঠিক ভাবে ব্যবহার করার জন্য তারা আরও বেশি আগ্রহী। তারা খোদার কালামের জন্য বিশেষ ভাবে আন্তরিক: তারা তা পড়তে ও শুনতে এবং আগের চেয়ে আরও ভালভাবে জানতে ভালবাসে। পবিত্র আত্মা হল সত্যের আত্মা এবং অনেকেই এটা জানে যে যারা এই পুন:জাগরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে সত্যের বিষয়ে তাদের জ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছি। মানুষ পুর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে অনন্ত কালের জন্য যে সমস্ত জিনিস আসলেই সত্য ঐসমস্ত বিষয়ে সচেতন যে তাদেরকে অবশ্যই মরতে হবে, যে জীবন অল্প দিনের এবং নিশ্চিত; যে একজন মহান খোদা আছেন যিনি পাপ ঘৃনা করেন এবং যাঁর কাছে তাদের অবশ্যই হিসাব দিতে হবে, তিনি তাদেরকে অনন্তকালের জন্য বিচার করবেন; যে একজন নাজাতদাতা তাদের ভীষন প্রয়োজন। এটা তাদেরকে ঈসা, যাঁকে ক্রোসে দেওয়া হয়েছিল তাঁর মূল্য সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন করে তুলে এবং তাঁকে তাদের ভীষন প্রয়োজন এই বিষয়ে তাদেরকে আরও বেশি সচেতন করে তুলে। এর ফলে তারা আন্তরিকতার সাথে তাঁর খোঁজ করে।
এই সমস্ত জিনিস অবশ্যই সমগ্র দেশের অধিকাংশ মানুষ জানে, কারণ ঐগুলো ঘরের কোণে করা হয়নি। এই পুনঃজাগরণ দুরবর্তী কয়েকটি শহরে সীমাবদ্ধ কিন্তু সমগ্র দেশের অনেক জায়গায় তা ছড়িয়ে পড়েছিল – বিশেষ করে বড় বড় ও জন বহুল এলাকা গুলোতে। এই ক্ষেত্রে মসীহ এহুদাতে যে অলৌকিক কাজ করেছিলেন তা আমাদের মাঝেও করেছেন। এই পুন: জাগরণ বেশ কিছু দিন যাবৎ সচল ছিল, তাই কি ঘটছে তা পর্যবেক্ষন ও চিন্তা করে দেখার জন্য প্রচুর সময় ছিল। প্রত্যেকেই জানে কারা এর মধ্যে

অর্ন্তভূক্ত আছে একটি বিরাট বিষয় দেখতে পায় যে ইহোন্না যে নিয়ম প্রদান করেছেন সেই অনুসারে এটা প্রদর্শন করে যে মাবুদ কাজ করেছেন।

আমরা কি প্রতারিত (অথবা অন্যদের প্রতারণা করছি)

এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া অনেক সহজ যখন অনেক জায়গায়, অনেক মানুষের মধ্যে পুন: জাগরণ দেখা যায়। যদি কেবলমাত্র কয়েক জন লোক এতে অন্তর্ভূক্ত থাকত, তবে যুক্তি সংগত ভাবেই আমরা প্রতারণার সন্দেহ পোষন করতে পারতাম। কিছু লোক হয়ত দাবী ও ভান করতে পারে যা কখনো তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়নি এবং যে অভিজ্ঞতার কথা তারা কখানো জানে না। কিন্তু কাজটি যখন দেশের অধিকাংশ এলাকায় এবং সর্ব শ্রেণী ও বয়সের লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যখন অনেক সুস্থ্য ও বুদ্ধি মান লোক যারা সুশিক্ষিত ও যাদের সততা সুবিদিত তখন এই প্রস্তাব করা অযৌক্তিক যে যা ঘটছে এই বিষয়ে আমরা সঠিক বিচার করতে পারি না। মাসের পর মাস ধরে এই পুনঃজাগরণ চলতে ছিল। এই পুন:জাগরণে অন্তর্ভূক্ত লোকদেরকে যারা ভালভাবে চিনে তারা বিচার করতে সক্ষম এই সমস্ত লোক আত্মীক ভাবে জাগ্রত হয়েছে কিনা। একই ভাবে তারা বিচার করতে সক্ষম তারা কি কিতাব বেশি ভালবাসে না কম এবং নাজাতের বিষয়ে তারা আগের চেয়ে কম না বেশি উদ্বিগ্ন।

কিছু কিছু লোক অভিযোগ করে কারণ এটা তাদের কাছে ধর্মোন্মাদনার মত বলে মনে হয় । তারা বলে মানুষ নাজাত পেয়েছে কিনা তা বলা এত সহজ নয়। তাদের চিন্তানুসারে আমি প্রস্তাব করছি। আসুন অল্প সময়ের জন্য আমরা তা অনুমোদন করি। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তৈরী করা প্রয়োজন। এটা হতে পারে অহংকার অথবা অনুমান বলা যে আমরা নির্দিষ্ট কিছু সত্য বিশ্বাস করি এবং এগুলোর দ্বারা নাজাত পেয়েছি। কিন্তু এটা বললে অনুমান বা অহংকার হবে না যে এই সত্যগুলোর বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ! যদি কেউ প্রথম উক্তিটিকে চালাকি করে এড়িয়ে যেতে চায় কারণ এটি নাজাতের শক্তিশালী নিশ্চয়তার প্রতি ইঙ্গিত করে, তারপরও দ্বিতীয় উক্তির ক্ষেত্রে বাক পটুতা ব্যবহারের কোন অধিকার তাদের নেই। সৎ ও বিবেকবান লোকেরা প্রত্যাশা করতে পারেন এই বিষয়ে তাদের কথা যেন বিশ্বাস করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এমন কি প্রথম উক্তিটির ক্ষেত্রেও কম মানুষের চেয়ে বেশি মানুষেরই ভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু মানুষের মনের ও অন্তরের পরিবর্তন তাদেরকে তাদের নাজাতের দিকে পরিচালিত করেছে কিনা এই মুর্হূতে তা আলোচনার বিষয় নয়। যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে যদি এভাবে মসীহ ও কালামের প্রতি তাদের মহব্বত বৃদ্ধি পায় তাহলে এটি একটি নিশ্চিত প্রমাণ যে মাবুদের আত্মা কাজ করছেন। পবিত্র আত্মার কাজের পাত্র নাজাত পেয়েছে কিনা এই বিষয়েও কিতাবের নিয়ম সমুহ একই উত্তম ভাবে প্রয়োগ হয়।

এই পুন:জাগরণে অসন্তোষের কারণ সমুহ :

খোদার তত্ত্বাবধানে বিগত কয়েক মাসের অধিকাংশ সময় এই পুন:জাগরণে অন্তর্ভূক্ত লোকদের সাথে কাটিয়েছি। বিশেষ করে আমার অনেক সুযোগ ছিল দেখার ঐ সমস্ত জিনিস যা কিছু লোকের মধ্যে অধিকাংশ অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ – তা হল লোক জন কান্নাকাটি করছে, জোরে চিৎকার করছে এবং আরও অনেক কিছু।

আমি বেশ কয়েক মাস যাবৎ যা ঘটেছে এবং এর ফলে যা ঘটেছে উভয়ই দেখেছি। আমি জানি এদের মধ্যে কিছু লোক খুব ভালভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং যারা আগে ও তখন তাদের মধ্যে ছিল তারা উভয়ই প্রভাবিত হয়েছে। এই কারণে আমি আমার সাক্ষ্য প্রদানকে কর্তব্য বলে মনে করি যে মানুষের পক্ষে যতটুকু বলা সম্ভব ইহোন্নার পত্র থেকে আমি যতগুলো

চিহ্নের বিষয়ে উল্লেখ্য করেছি তার সবগুলো চিহ্ন এই পুনঃ জাগরণে বিদ্যমান। এটা সত্য যে উল্লেখিত প্রতিটি চিহ্ন অনেক লোকের মধ্যে উপস্থিত; এবং এটাও সত্য যে সেই একই অনেকের মাঝে সবগুলো চিহ্ন অতিমাত্রায় উপস্থিত। ঐ সমস্ত জিনিসে অন্তর্ভুক্ত লোকদের মধ্যে যারা প্রচুর অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে তারা সাধারণত দু'টির যে কোন একটি পন্থায় প্রভাবিত হয়েছে।

কেউ কেউ তাদের নিজেদের পাপ যখন দেখতে পেয়েছে তখন নিদারুন যন্ত্রনা ভোগ করেছে; অন্যেরা বেহেশতী বিষয় বস্তুর বিশালতা, বিস্ময় ও সৌন্দর্য এর উপলব্ধি দ্বারা পরাভূত হয়েছে। প্রতিটি দল সম্পর্কে আমাকে আলাদাভাবে বলতে দিন।

প্রথম দল : যারা নিজেদের পাপ দ্বারা কষ্ট পেয়েছে:

এই ক্ষেত্রে প্রায় সর্বদা তাদের নিজেদের বিষয়ে সত্যের প্রকৃত উলব্ধির দ্বারা যন্ত্রনা জাগ্রত হয়েছে। সেখানে খুব কম মানুষ ছিল যাদের যে কোন মাত্রার যন্ত্রনায় কৃত্রিমতা ছিল বলে মনে হয় সেখানে অনেক অনেক লোক ছিল যারা তা নিয়ন্ত্রন করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ছিল। তারা তাদের জ্ঞান হারিয়ে ফেলে নি । যারা তাদের যন্ত্রনার সময় কথা বলতে সক্ষম হয়েছিল তারা ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিল ঐ সময় কি ঘটেছিল এবং কেন তারা এত কষ্ট অনুভব করেছিল। পরবর্তীতেও তারা স্মরন করতে সক্ষম হয়েছিল কি ঘটেছিল এবং কেন ঘটেছিল। আমি খুব কম লোককেই জানি যারা তাদের তীব্র যন্ত্রনায় কিছুক্ষনের জন্য অল্পমাত্রায় তাদের বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল বলে মনে হয়; কিন্তু যদিও আমি কয়েকশত; হয়ত কয়েক হাজার লোককে দেখেছি যারা সম্প্রতি আত্মার এই রকম যন্ত্রনা অনুভব করেছে; আমি একজনকেও জানি না যে স্থায়ীভাবে বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে।

আমি জানি এটা সত্য যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবসাদের সাথে পাপের উপলব্ধি মিশ্রিত আছে বলে মনে হয়। যখন তা ঘটে তখন পার্থক্যটা একেবারে স্পষ্ট। এই সমস্ত লোকজন কেবলমাত্র সত্য দ্বারাই যন্ত্রনা পায় না কিন্তু শুন্য ছায়া এবং অদ্ভুত ধারণা তাদেরকে কষ্ট দেয় এবং শুধুমাত্র কিতাব অথবা বিচার বুদ্ধি দ্বারা এর সমাধান করা যাবে না।

কিছু কিছু লোক যাদেরকে আমার কাছে মনে হয়েছে পাপের বিষয়ে খাঁটি বিশ্বাস এবং এর ফলে কষ্টের মধ্যে আছে তারা খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি তাদের মধ্যে কি ঘটতে ছিল। তথাপি তাদের ক্ষেত্রে শেষ ফলাফল ভাল হয়েছে। অবশ্যই এগুলোর কোনটিই তাদেরকে বিস্মিত করবে না যাদের আত্মীক সমস্যায় পতিত আত্মার সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞতা আছে। এই সমস্ত লোকদের এই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নতুন এবং তারা জানে না কিভাবে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে হবে। কিছু লোক যারা প্রথমে জানত না কিভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে হবে অথবা কি বলতে হবে আরও পরীক্ষার পর তারা ভাল ভাবে নিজেদের অবস্থা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিল।

কেউ কেউ ধারণা করে যে মহা বিশ্বাসের কথা আমি বর্ণনা করেছি তা সাধারণ মানবীয় ভয় দ্বারা উৎপন্ন ছাড়া আর কিছু নয় কিন্তু আমাদের উচিত ভয় ও যন্ত্রনার মধ্যে একটি সক্ষম পার্থক্য তৈরী করা যা কতিপয় ভয়ানক সত্যের উপলব্ধি থেকে উৎপন্ন ভয়কে সত্য নিজেই সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ বলে প্রমাণ করতে পারে এবং একটি ভয় বা যন্ত্রনা যার কোন প্রকৃত কারণ নেই।

এই শেষ উক্ত ভয়টি দু'প্রকার ভয়ের যে কোন একটি হতে পারে। প্রথমত: মানুষ হয়ত এমন কিছু দ্বারা ভয় পেতে পারে যা সত্য নয়। অবসাদ ব্যতীত তা খুব কমই দেখেছি। কিন্তু দ্বিতীয়ত: অন্যেরা হয়ত কিছু বাহ্যিক জিনিস দেখে বা শুনে ভয় পেতে পারে যখন তারা জানে না এটা আসলে কি। এটা ভয়ানক কিছু তাই তারা ভয় পেতে পারে, কিন্তু তাদের মন কোন নির্দিষ্ট সত্য দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হয় না। আবারও বর্তমানের পুনঃ জাগরণের সাথে জড়িত যুবক বা বৃদ্ধদের মাঝে আমি তা খুব কমই দেখেছি।

পক্ষান্তরে, যারা এই পুন:জাগরণে খুব বেশি ভয় পেয়েছে তারা এর কারণ ভালভাবেই ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। তারা তাদের মহা অপরাধ এবং অনেক বেশি পাপ এর অনুভূতির কথা বলেছে। তাদের অন্তর কত খারাপ সেই কথা তারা বলেছে এবং তারা কত বেশি খোদাকে ঘৃনা করেছে এবং সমস্ত মন্দতাকে কত বেশি ভালবেসেছে। তারা বুঝতে পেরেছে তারা কতটা এক গুঁয়ে ছিল এবং তাদের অন্তর কত কঠিন; খোদার সামনে তাদের মহা অপরাধের উপলব্ধির কথা এবং সমস্ত পাপের উপযুক্ত ভয়ংকর শাস্তির কথা তারা বলে। প্রায়ই তারা দোযখে অনন্ত শাস্তির পরিস্কার ও স্পৃষ্ট ধারণা লাভ করে; একই সাথে তারা জানে যে তারা খোদার হাতে এবং পাপের বিরুদ্ধে তিনি খুবই রাগান্বিত, তাঁর রাগের বিশালতা তাদের কাছে খুবই ভয়ংকর, তারা বিশ্বাস করে তারা খোদাকে এত বেশি রাগান্বিত করেছে যে তাঁর রাগ বেরিয়ে আসতে প্রস্তুত। তারা মহা বিপদে আছে তারা বিশ্বাস করে, খোদা তাদের প্রতি আর ধৈর্য্য ধারণ করবেন না। এমনকি এই মুহূর্তে তিনি তাদের জীবনের ইতি ঘটাবেন এবং তাদেরকে ঐ দোযখে পাঠিয়ে দিবেন যা তারা খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে - এবং তারা নিজেদের জন্য কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না। তারা অধিক থেকে অধিকতর অনুধাবন করতে পারে তাদের অতীত আশাগুলো কতটা শূন্য ও অর্থহীন ছিল; তারা এমন কিছুর উপর আস্থা স্থাপন করেছিল যা কখনো তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। এখন খোদার করুণায়ই তাদের একমাত্র উপায় কিন্তু তিনি রাগান্বিত। অনেকে সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছে যে তারা সম্পূর্ণভাবে খোদার ক্রোধের নীচে এবং সম্পূর্ণভাবে তারা দোযখে যাওয়ার যোগ্য যা তারা প্রায় অনুভব করতে পারছে । যখন প্রতি মুহুর্তে তারা ভয় করে যে তাদের সামনে দোযখ খুলে যাবে। তথাপি তারা তাও অনুভব করে যে এটাই তাদের একমাত্র পাওনা এবং তারা জানে যে আসলেই খোদা প্রভু এবং তিনি যা চান তা-ই করতে সক্ষম। এই সমস্ত কিছুই যে সত্য ও কিতাব ভিত্তিক আমার তা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজনীয়তা খুব সামান্য এবং এই সমস্ত জিনিস বুঝার পর যে ভয় আসে তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

প্রায়ই এই সমস্ত লোকজন কিতাবের কোন অংশ পড়ে নীরব হয়ে পড়ে যা খোদার সর্বময় কর্তৃত্বের কথা বলে; এই সমস্ত আয়াত খোদার উপর ঈমান আনার জন্য তাদেরকে সাহায্য করেছে। আত্মার ভীষন কষ্টের পর তারা ন্যায় ও সর্ব কর্তৃত্বময় খোদার ইচ্ছার কাছে নিজেদেরকে সমর্পন করতে সক্ষম হয়েছে, এমনকি সুখবরের আলো দেখার পুর্বেই। এই সময় তাদের হয়ত শারীরিক শক্তি খুব একটা থাকে না এবং মনে হয়েছিল তাদের জীবন প্রায় শেষ - এবং তখন খোদার আলো তাদের অন্ধকারে আলো ছাড়িয়ে ছিল। গৌরবান্বিত নাজাতদাতা তাঁর বিস্ময়কর অনুগ্রহসহ যা এমনকি তাদের জন্যেও যথেষ্ট কিতাবের কয়েকটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। মাঝে মাঝে সেই আলো হঠাৎ করে তাদের অন্তরে প্রবেশ করেছে, মাঝে মাঝে খুব ধীরে ধীরে। কিন্তু এরপরও তা তাদের আত্মাকে মহব্বত, প্রশংসা, আনন্দ ও নম্রতায় পূর্ণ করে। তারা তাদের অদ্বিতীয় উদ্ধার কর্তাকে মহব্বত করতে শুরু করেছে এবং তাঁর সামনে নিজেকে শুধু অবনত করার জন্য আকাংখা করছে। তারা আরও আকাংখা করে অন্যেরা যেন তাঁকে দেখতে পায়, তাঁকে আলিঙ্গান করে এবং তাঁর দ্বারা উদ্ধার পায়। তারা তাঁর গৌরবের জন্য বেঁচে থাকতে চায় তথাপি তারা জানে যে তারা নিজেরা কিছুই করতে পারে না; তারা নিজেদেরকে মহা পাপী হিসাবে দেখে এবং নিজেদের অন্তরের বিষয়ে তারা খুবই সন্দেহ প্রবণ।

সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এই সমস্ত লোকদের কাছে এটা খুব পরিস্কার হয়ে যায় যে সত্যিই তাদের অন্তর পরিবর্তিত হয়েছে এবং খোদার অনুগ্রহকে অনুসরণ করার ফলে তা কাজ করেছ যেমনটি পুনর্জাগরণের বাহিরে মন পরিবর্তীত লোকদের মাঝে হয়ে থাকে। তারা একই রকম সমস্যা, প্রলোভন ও পরীক্ষা এবং শান্তি অনুভব করে থাকে। যদিও প্রধান পার্থক্যটা হল এই যে, তারা যে আলো উপভোগ করেছে এবং যে শান্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা প্রায়ই

সাধারণদের থেকে অতি বেশি মাত্রায় হয়ে থাকে। অনেক অনেক ছোট ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। ঘটনা ঘটেছে যা অনেকটা মার্ক.১:২৬ এবং ৯:২৬- এ আমরা যা পড়ি তার মত,যেখানে আমরা পড়ি, "সেই ভূত তখন লোকটাকে মুচরে ধরল এবং জোরে চিৎকার করে তার মধ্যে থেকে বের হয়ে গেল।" (সম্ভবত: এই আয়াতগুলো এখানে লিখা হয়েছে আমাদেরকে এই রকম ঘটনার জন্য প্রস্তুত করতে) কিছু কিছু লোক উদ্ধার পাওয়ার আগে বেশ কয়েক বার এই রকম যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে গমন করেছে; দুঃখজনক ভাবে অন্যেরা সেই একই রকম যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে গমন করেছে এবং কোন নাজাত উৎপাদন ছাড়াই তা অতিক্রান্ত হয়েছে।

এটা কি একটি বিরাট বিশৃংখলা ?

কেউ কেউ অভিযোগ করে যে সমস্ত কিছু একটি বিরাট বিশৃংখলা - অনেক লোক একত্রে বিরাট শব্দ তৈরী করে। এই জন্য এর মধ্যে খোদার কোন হাত নেই, তারা বলে, 'কারণ তিনি হলেন শৃংখলার মাবুদ কোন বিশৃংখলার মাবুদ নন'। 'বিশৃংখলা' কি তা তারা সঠিক ভাবে বুঝতে পারেনি। বিশৃংখলার সৃষ্টি তখন-ই হয় যখন আমরা কোন কিছু করি তা বাধাগ্রস্থ হয় এর ফলে উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জিত হয় না। কিন্তু আমাদের সমবেত ইবাদতের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য হল যাতে পাপীরা ঈমান আনে ও নাজাত পায়। আমি বিশ্বাস করি যারা নিজেদের সংযত করতে পারে এবং শব্দ না করেও থাকতে পারে তাদের তা করা উচিত; কিন্তু মাবুদ যদি এমন ব্যবস্থা করে থাকেন যে অনেক লোক নিজেদের সংযত করতে পারছে না আমি এটাকে আর বিশৃংখলা বলে মনে করি না; যদি আমরা মাঠে ইবাদতের জন্য মিলিত হই এবং তা বৃষ্টিতে বন্ধ হয়ে যায় তবে এটা বিশৃংখলা। আগামী রবিবারে আমাদের ইবাদত সভা খোদা যেন এমন ভাবে ভেঙ্গে দেন। আমাদের দুঃখীত হওয়া উচিত নয় যে আমাদের ইবাদত সভা বাধাগ্রস্থ হয়েছে যদি এর উদ্দেশ্যে - ঈমান আনয়ন ও মন পরিবর্তন ঐ বাধার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়। একজন লোক যে সম্পদ আনার জন্য যাত্রা করেছে সে নিজেকে প্রতারিত মনে করে না যদি সে তা মাঝ পথে পেয়ে যায়।

দ্বিতীয় দল: যারা খোদার মহানুভতার উপলব্ধিতে পরাভূত:

এখন সংক্ষেপে দ্বিতীয় দলের মধ্যে যারা আছে তাদের বিষয়ে আমাকে বলতে দিন। পাপের বিষয়ে চেতনা এবং শাস্তির ভয় দ্বারা যারা পরাভূত হয়েছে তাদের ছাড়াও পরবর্তীতে আমি অনেককে দেখেছি যারা উদ্ধার কর্তার গৌরবময় সৌন্দর্য এবং তাঁর মরনজয়ী মহব্বতের বিস্ময়কর উপলব্ধি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে তাদের শারীরিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এর সাথে ছিল তাদের নিজেদের তুচ্ছতা, নীচুতার এক অদ্ভুত অনুভূতি এবং অতি নম্রতা ও নিজের প্রতি ঘৃনার বহিঃ প্রকাশ। এটা শুধুমাত্র নতুন মন পরিবর্তনকারীদের মধ্যেই ঘটেনি। যাদের আমরা বিশ্বাস করি আগেই ঈমান এনেছিল বলে তারাও প্রচুর চোখের পানির সাথে অনেক আনন্দ ও মহব্বত লাভ করেছে। তারা খুব অনুতপ্ত ও বিনীত হয়েছিল যে তারা বেশি করে খোদার গৌরবে বাস করেনি। তারা নিজেদের অধ:পতন এবং তাদের অন্তরের মন্দতা আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছে। তারা আকাংখা করে ভবিষ্যতে আরও উত্তম ভাবে জীবন-যাপন করার জন্য, তথাপি নিজেদের অক্ষমতার বিষয়ে তারা পূর্বের চেয়ে বেশি সচেতন। অনেকে অন্যদের প্রতি করুণার দ্বারা পরাভূত হয়েছে এবং তাদের নাজাত কামনা করছেন।

এই বিস্ময়কর পুনঃজাগরণে এমন আরও অনেক জিনিস ছিল যা আমি উল্লেখ করতে পারতাম, যা আমি যে সমস্ত চিহ্নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছি সেগুলোর সাথে সামনজস্যপূর্ণ। যদি প্রেরিত ইহোন্না জানতেন কিভাবে পবিত্র আত্মার সত্যিকারের কাজকে চিহ্নিত করতে হয় তাহলে এটা হল তেমন একটি কাজ।

পুর্ববর্তী পুনঃজাগরণের সাথে তুলনা:

খোদার বিশেষ তত্ত্বাবধান আমাকে এমন একটি শহরে স্থাপন করে ছিল যেখানে মাবুদ পূর্বে একটি পুনঃজাগরণের কাজ করেছিলেন। এই শহরে বৃদ্ধ ও অতি শ্রদ্ধাভাজন এর সাথে দুই বছর কাজ করে আমি প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলাম। ঐ সময় আমি তার পরিচর্যার কালে পুন:জাগরণ দ্বারা প্রভাবিত অনেক লোকের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম । তাদের অভিজ্ঞতা সমস্ত কিতাব বিশ্বাসী ধর্মতত্ত্ববিদের মতবাদের সাথে সামন্জস্যপূর্ণ ছিল এবং শ্রদ্ধাভাজন সেবকগণ তা প্রকৃত পুন:জাগরণ হিসাবে গ্রহণ করে ছিলেন। এই নতুন পুন:জাগরণ একই শহরকে এবং অন্যান্য শহরকে প্রভাবিত করেছে এবং আমি সাক্ষ্য দিতে পারি যে এটা স্পষ্টত: পূর্ববতী পুন:জাগরণের মতই একটি কাজ এমনকি যদিও পরিস্থিতি ভিন্ন রকমের।

যদি সাধারণভাবে খোদা এতে কাজ না করে থাকেন তবে আমাদের কিতাবগুলো ফেলে দেয়া দরকার, প্রকাশিত ধর্মকে বাদ দেয়া এবং মন পরিবর্তন ও ঈমানদার অভিজ্ঞতার সমস্ত কথাবার্তা পরিহার করা প্রয়োজন ।

এই পুন:জাগরণের ত্রুটি

এই পুন:জাগরণের ত্রুটিগুলোর কারণ কি ? কিছু কিছু ক্ষেত্রে লোকজন বুদ্ধিপূর্বক কাজ করেনি। অনেকে লক্ষ্য করেছে সেখানে অনিয়ম ও কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় মৃত: অবস্থার পর এটা কি বিস্ময় কর? এটা প্রায় অনিবার্য যে প্রথম দিকে কিছু সমস্যা হবেই। খোদা যখন দুনিয়া সৃষ্টি করেছিলেন তখনই তিনি এটাকে নিঁখুত ভাবে তৈরী করেননি। সেখানে প্রচুর ত্রুটি ছিল, অন্ধকার এবং এমনকি সেখান জড়তা ও বিশৃংখলা ছিল যখন মাবুদ বলে ছিলেন, "আলো হোক"। তারপর মাবুদ যখন মিশর দেশ থেকে তাঁর লোকদেরকে দীর্ঘ বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করতে শুরু করে ছিলেন, সেখানে কিছুক্ষনের জন্য মিথ্যা আলৌকিক কাজ সত্য কাজের সাথে মিশ্রিত ছিল, ফলে মিশরীয়দের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং খোদার প্রকৃত কাজকে সন্দেহ করেছিল। যখন ইস্রায়েলের সন্তানেরা প্রথমে খোদার নিয়ম সিন্ধুক নিয়ে আসতে গেল, তারপর তারা যখন এটাকে অবহেলা করল এবং অনেক দিন তা অনুপস্থিত ছিল, তখন তাদের যা করা উচিত ছিল তা তারা করেনি (১ বংশা.১৫:১৩)।

যখন খোদার সন্তানেরা খোদার সামনে নিজেদের উপস্থিত করার জন্য আসল তখন শয়তান তাদের সাথে এসেছিল। যখন সোলায়মানের জাহাজগুলো সোনা ও রূপা বহন করে নিয়ে এল, তখন সেগুলো সাথে করে বানর ও ময়ূর এনেছিল। রাতের দীর্ঘ অন্ধকারের পর যখন সর্ব প্রথম সুর্যের আলো দেখা দেয় আমাদেরকে অবশ্যই কিছুক্ষনের জন্য আলো ও অন্ধকারের মিশ্রনকে প্রত্যাশা করতে হবে, সুর্যোদয়ের সাথে সাথেই আমরা দুপুর বেলার পূর্ণ উজ্জ্বলতা প্রত্যাশা করতে পারি না। যেমন ফল পাকার আগে সবুজ থাকে এবং ধীরে ধীরে তা পরিপক্ক হতে থাকে খোদার রাজ্যের বেলায়ও ঠিক তা-ই, যেহেতু মসীহ আমাদেরকে তা-ই বলেছেন (মার্ক. ৪:২৬-২৯)।

যখন আমরা মনে রাখি যে এই পুন:জাগরণ দ্বারা অধিকাংশ যুবকেরা প্রভাবিত হয়েছিল, তখন জ্ঞানের অভাব ও ভ্রান্তির উদাহরণ অনেকটা কম আশ্চার্যের বিষয়। সাধারনত: তারা কম অভিজ্ঞ এবং যৌবনের সমস্ত শক্তি তাদের আছে এই অতি বাড়াবাড়ি করার প্রবণতা তাদের মধ্যে আছে। শয়তান মানুষকে বন্দি করে রাখবে যতক্ষন সে পারে কিন্তু যখন সে তাদেরকে আর ধরে রাখতে পারে না তখন সে মানুষকে বাড়াবাড়ির দিকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। এইভাবে সে খোদার অসম্মান ও সত্য ধর্মের ক্ষতি করতে চায়।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে একটি কারণ প্রচুর সমস্যার জন্ম দিয়েছে তা হল অনেক জায়গায় মানুষ দেখতে পাচ্ছে যে যা ঘটছে তা তাদের সেবকগণ অনুমোদন করেন না। এই জন্য তারা সেবকগণের কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা চাইতে সাহস পায়

না (যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে তাদেরকে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার জন্য) এবং তাই পথ প্রদর্শকহীন। তাই এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় ঐ সময় যদি মানুষ রাখাল বিহীন মেষের ন্যায় পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

এই রকম পরিস্থিতিতে মানুষের সর্বদা পথ প্রদর্শকের ভীষন প্রয়োজন এবং প্রদর্শকদের প্রয়োজন অন্যান্য সময়ের চেয়ে আরও বেশি জ্ঞান।

এমনকি যে মন্ডলির সেবকগণ এই পুন:জাগরণকে অনুমোদন করে এবং তাতে আনন্দ বোধ করে তথাপি আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না এই অসাধারণ পরিস্থিতিতে সেবকগণ অথবা লোকজন জানে ঠিক কি করতে হবে। এটা নতুন, বিভিন্ন ঘটনাবলী যা ঘটছে তা বিচার করতে শেখার জন্য তাদের সময় ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। আমার নিজের লোকদের মধ্যে আমরা তার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

এই পুন:জাগরণ ছয় বছর আগে আমরা যে পুন:জাগরণ এর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা থেকে অনেক বিশুদ্ধ মনে হয়েছে। এটা অধিক বিশুদ্ধভাবে আত্মীক দোষন থেকে অধিক মুক্ত এবং কেবলমাত্র সামান্য অবিবেচনা দ্বারা নষ্ট হয়েছে। এটা খোদা ও মানুষের সামনে অধিক সম্পূর্ণ নম্রতা উৎপাদন করেছে। বিশেষ করে এক দিক থেকে পার্থক্যটা উল্লেখযোগ্য সেখানে পুর্বে তাদের আনন্দের ও অভিজ্ঞতার গভীরতা তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। খোদা তাদের চেয়ে কত বেশি মহান, তাই তারা নিজেদের অভিজ্ঞতায় খুব হাল্কা ভাবে কথা বলেছিল এখন আর ঐ রকম প্রবণতা সেখানে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে খোদার আদেশ অনুসারে তাদের আনন্দ অনেক পবিত্র ও শ্রদ্ধাপূর্ণ । জবুর ২:১১-এর মানে এই নয় যে এটা মহা আনন্দ নয়, অনেক ক্ষেত্রে অনেক বেশি আনন্দ হয়ে থাকে।

আমাদের মধ্যে অনেকে যারা পুর্ববর্তী পুনঃজাগরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তারা বর্তমানে আগের চেয়ে বেশি খোদার বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। কিন্তু তাদের আনন্দ তাদের নম্র করে; এটা তাদের অন্তরকে চূর্ণ করে এবং তাদেরকে ধুলিতে বসায়। যখন তারা তাদের আনন্দের কথা বলে তারা তখন হাসির সাথে বলে না বরং চোখের জলের বন্যার সাথে বলে। যারা আগে হাসত তারা এখন কাঁদে এবং তথাপি তারা সবাই স্বীকার করে যে তাদের আনন্দ আগের চেয়ে অধিক পবিত্র, মধুর ও বেশি। তারা অনেকটা ইয়াকুবের মত যখন মাবুদ বেথেলে তাকে দেখা দিয়ে ছিলেন বলে ছিল, "এই জায়গাটা কত ভয়ানক" । তারা মুসার ন্যায় যে খোদার গৌরব দেখার পর মাটিতে পড়ে সেজদা করে ছিল এবং তাঁর ইবাদত করেছিল।

২.আমরা অবশ্যই এই প্রকৃত পুনঃজাগরণকে বাধা দিব না।

আমার দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্ত এই আসুন আমরা সতর্ক হই এমন কোন কাজ করার ক্ষেত্রে যা কোন ভাবে এই পুন:জাগরণকে বাধা দিতে পারে,

পক্ষান্তরে এর উন্নতির জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। মসীহের শক্তি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আত্মার মহা ও বিস্ময়কর কাজের মাধ্যমে তাঁর সমস্ত উম্মতদের উচিত তাঁকে স্বীকার করা এবং তাঁর উপযুক্ত সম্মান তাঁকে দেয়া। যারা নিজেদের বিশ্বাসী বলে দাবী করে সব সময় তাদের মধ্য দিয়ে-ই খোদার কাজকে চেনা যায় না। প্রভু ঈসার সময়ে ইহুদীদের এবং তাঁর প্রেরিতদের দৃষ্টান্ত তা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। তাদের খুবই সতর্ক হওয়া উচিত যারা এই পুন:জাগরণকে প্রকৃত বলে স্বীকার করে না। যখন মসীহ এই দুনিয়াতে ছিলেন তখন এই দুনিয়া তাঁকে চিনত না। যারা নিজেদেরকে তাঁর লোক বলে দাবী করত তিনি তাদের কাছে এসেছিলেন, কিন্তু তারা তাঁকে গ্রহণ করেনি।

কিতাবে মসীহের আগমনের বিষয়ে অনেক ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে এবং এর জন্য অনেক প্রত্যাশা করা হয়েছে। তথাপি মসীহ এমন ভাবে আসলেন যার প্রত্যাশা তারা করেনি যা তাদের জাগতিক চিন্তা ভাবনার সাথে মিলে নি এই জন্য তারা

তাঁকে স্বীকার করতে পারেনি। তার পরিবর্তে তারা তাঁর বিরোধীতা করেছিল, তারা তাঁকে একজন পাগল বলে অভিহিত করেছিল এবং ঘোষনা করেছিল যে তিনি যে আলৌকিক কাজ করেছিলেন সেগুলো মন্দ আত্মার শক্তি বলে-ই করেছিলেন, খোদার আত্মা দ্বারা নয়।

তিনি যে আশ্চার্য কাজ করেছিলেন তাতে তারা বিস্মিত হয়েছিল এবং তারা জানত না এই বিষয়ে কি বলবে; কিন্তু তারা তাঁকে স্বীকার করবে না। প্রেরিতদের সময় যখন খোদার আত্মাকে এমন ভাবে ঢেলে দেওয়া হল তখন সেই একই ইহুদীরা তা বিশ্বাস করেনি। তারা এটাকে একটি ভ্রান্ত কাজ বরে গণ্য করত। তারা যা দেখেছিল তাতে তারা বিস্মিত হয়েছে কিন্তু তাদের মধ্যে কোন বিশ্বাস জন্মায় নি। যারা নিজেদের জ্ঞানের বিষয়ে বেশি নিশ্চিত ছিল তারাই এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে সবচেয়ে বেশি, এই বিষয়ে কিতাব বলে, "কাজেই আমি আবার চমৎকার কেরামতী দিয়ে এই লোকদের হতভম্ব করে দেব তাতে জ্ঞানীদের জ্ঞান নষ্ট হয়ে যাবে আর বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি অদৃশ্য হবে" । (ইশাইয়া.২৯:১৪) অনেক লোক যাদের ধার্মিকতা ও পবিত্রতার জন্য সুনাম ছিল তারা খোদা যা করতে ছিলেন সেটাকে ঘৃনা করেছিল।

কেন ?

কারণ তারা দেখতে পাচ্ছে এটা তাদের অবস্থান ও পদ মর্যাদাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং তাদের ধার্মিকতাকে নিন্দা করছে যা আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ। এই জন্য কেউ কেউ সরাসরি খোদার আত্মার কাজের বিরোধীতা করেছে এবং এটাকে শয়তানের কাজ বলে অভিহিত করেছে। এটা ছিল তাদের নিজেদের চেতনার পরিপন্থী; এবং এই জন্য তারা পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে অমার্জনীয় পাপে অপরাধী। যারা এই পুন:জাগরণকে প্রকৃত বলে স্বীকার করে না তারা এই পুন:জাগরণের বিরুদ্ধে যা কিছু বলে এবং করে তাতে তাদের সতর্ক থাকা উচিত।

এই দুনিয়াতে মসীহের রাজ্য স্থাপনের জন্য কিতাবের ভবিষ্যদ্বানী মসীহের আর একটি আত্মিক আগমনের কথা বলে। এটাও খোদার মন্ডলীর জন্য অনেক প্রত্যাশিত একটি বিষয়। কিতাব আমাদেরকে পরিচালিত করে বিশ্বাস করার জন্য যে, তাই দ্বিতীয় আগমন অনেক দিক থেকে আমাদের প্রভুর প্রথম আগমনের মতই হবে। এটা নিশ্চিত ভাবে সত্য যে মন্ডলীর হীন অবস্থা অনেকটা মসীহ যখন এসেছিলেন তখনকার ইহুদী মন্ডলীর মত। তাই এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যখন এই পুন:জাগরণ অনেকের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে এটাই মহা আশ্চর্যের বিষয় হত যদি ঘটনাটি এরকম না হত !

বর্তমানের এই পুন: জাগরণ মসীহের রাজ্য স্থাপনের আরম্ভ হোক বা না হোক আমি যা বলেছি তা হতে এটা স্পষ্ট যে পবিত্র আত্মা কাজ করছেন এবং সেই একই পন্থায়। আমরা হয়ত নিশ্চিত হতে পারি যে যারা এই পুন:জাগরণ এর বিরোধীতা করে চলছে এবং মসীহ যে কাজ করেছেন তা স্বীকার করতে প্রত্যাখ্যান করে তারা ইহুদীদের মতই খোদার অসন্তুষ্টিকে নিজেদের উপর ডেকে নিয়ে আসে, যারা মসীহকে স্বীকার করতে রাজী ছিল না। এটা বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রেও সত্য যারা তাঁর মন্ডলীর শিক্ষক। এই পথে হোঁচট খাওয়ার মত, অনেক বাধা আছে এবং এই কাজকে সন্দেহ করার মত অনেক প্রকৃত কারণ আছে এই রকম যুক্তি উপস্থাপনই তাদের জন্য সমাধান নয়। ইহুদী মন্ডলীর শিক্ষকগণ এতে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা খোঁজে পেয়ে ছিল এবং এগুলোকে অনতিক্রম বলে গন্য করেছিল। মসীহের বেহেস্তে উঠে যাওয়ার পর তাঁর বিষয়ে অনেক কিছু এবং তাঁর আত্মার অনেক কাজ তাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল; তারা নিশ্চিত ছিল যে তাদের অভিযোগের পক্ষে ভাল যুক্তি আছে। মসীহ এবং তাঁর কাজ ইহুদীদের কাছে হোঁচট খাওয়ার বিষয় ছিল কিন্তু মসীহ বলেছেন, " আর মোবারক সে-ই যে আমাকে নিয়ে মনে কোন বাধা না পায়"। (মথি.১১:৬) তাদের এই সমস্ত যুক্তির কারণে মসীহ অনেক দিন এহুদাতে কাজ করার আগেই তারা তাঁকে স্বীকার করতে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা খোদার দৃষ্টিতে নিজেদের উপর মহা অপরাধ নিয়ে

আসল। তাই মসীহ তাদের নিন্দ করলেন এই বলে যে যদিও, " আপনারা দুনিয়া ও আকাশের চেহারার অর্থ বুঝতে পারেন; অথচ এ কেমন যে আপনারা এখনকার সময়ের অর্থ বোঝেন না? যা ঠিক তা আপনারা নিজেরা ভেবে স্থির করেন না কেন?" (লূক ১২:৫৪-৫৭)

আমাদের যুগে মহান জেহোভা মহা পরাক্রমে আমাদের মধ্যে এসেছেন। তিনি অনেক উল্লেখ্যযোগ্য কাজ করেছেন। যারা তাঁর উপস্থিতি স্বীকার করতে প্রত্যাখ্যান করে তারা মহা অপরাধী।

এই রকম গৌরবময় অনুগ্রহ ও পরাক্রমের কাজে প্রভুর উপস্থিতি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দেশের প্রায় সর্বত্র এই রকম জনাকীর্ণ স্থানগুলোতে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁর উপস্থিতির অনেক প্রমাণ দিয়েছেন। তথাপি অনেক মানুষ তাঁকে গ্রহণ বা স্বীকার করে না; তাঁর অনুগ্রহপূর্ণ উপস্থিতিতে আনন্দ করার জন্য তারা সেখানে হাজির হয় না অথবা এই রকম আশীর্বাদের জন্য তাঁকে এমনকি একবার ধন্যবাদ পর্যন্ত দেয় না। যখন মাবুদ এত কিছু করেছেন সেখানে নীরব থাকা অবশ্যই তাঁর ক্রোধকে জাগিয়ে তুলবে। হ্যাঁ, গোপনে, নীরবে এই কাজের বিরোধীতা করা এবং নীরব থাকা একই রকম বিরোধীতা। এই রকম সেবকগণ খোদার কাজের পথে বাধা স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে যেহেতু মসীহ বলেছেন, "যদি কেউ আমার পক্ষে না থাকে তবে সে আমার বিপক্ষে আছে"। (মথি.১২:৩০)

যারা এখনও চিন্তা করছে এই পুন:জাগরণের বিষয়ে কি করবে এবং বিশেষ করে যারা ঘৃনা ভরে এই বিষয়ে কথা বলে তাদের প্রয়োজন ইহুদীদের প্রতি পৌলের কথা গুলো নিয়ে চিন্তা করা যারা এই পরিস্থিতে। "এই জন্য আপনারা সাবধান হন, যেন নবীদের বলা এই সব আপনাদের উপর না ঘটে; তোমরা যারা আল্লাহকে নিয়ে তামাশা করে থাক, তোমরা শোন তোমরা হত ভস্ব হও ও ধ্বংস হও; কারণ তোমাদের সময় কালেই আমি এমন একটা কিছু করতে যাচ্ছি যার কথা তোমরা কোন মতেই বিশ্বাস করবে না, কেউ বললেও করবে না"। (প্রেরিত.১৩:৪০-৪১) নিশ্চয়ই এই কথা শোনার পর তাদের ভয়ে কাঁপা উচিত। যারা মনে করে যে এই কাজটি সত্য হতে পারে না শুধুমাত্র এই জন্যে যে এটা খুব শক্তিশালী ও তীব্র তাদের উচিত সন্দেহ প্রবণ সমেরীয় সৈন্যদের কথা চিন্তা করা, যারা বলে ছিল, "মাবুদ যদি আসমানের দরজাও খুলে দেন তবুও কি এটা হতে পারে'? জবাবে আল ইয়াসা বললেন, 'তুমি নিজের চোখেই তা দেখেতে পাবে, কিন্তু তার কিছুই তুমি খেতে পারবে না।' " (২ বাদশাহনামা.৭:২) মঘ ও আগুনের স্তম্ভ মিশরীয়দের কাছে অন্ধকারের স্তম্ভের মত ছিল; যদি এই পুন:জাগরণ আপনার কাছে অন্ধকারের স্তম্ভ হয়ে থাকে সতর্ক থাকবেন এটা যেন আপনাকে আপনার ধ্বংসের দিকে পরিচালিত না করে, এমনকি যখন তা খোদার মন্ডলীতে আলো দান করছে। কেউ কেউ অপেক্ষা করেই সন্তুষ্ট এবং নিজেদেরকে এই চিন্তা দ্বারা সান্ত্বনা দেয় যে তারা বিচক্ষন এবং কি ঘটে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা দেখতে চায় যারা এই পুন: জাগরণের মধ্যে আছে তারা কি রকম ফল বহন করে।আমি এই সমস্ত লোকদের বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করি এই রকম ''বিচক্ষনতা" এই দেশে মসীহের আশ্চার্যজনক ও অনুগ্রহপূর্ণ উপস্থিতিকে উপলব্ধি করতে প্রত্যাখ্যান করাকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করে কি না ? তারা হয়ত ফল দেখার জন্য অপেক্ষা করছে কিন্তু তারা জানে না আসলে তারা কি জন্য অপেক্ষা করছে। যখন ফল আসে তখন তা চিনতে তারা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। যদি তারা খোদার নিখুঁত ও সমস্যাহীন কাজ দেখার জন্য অপেক্ষা করে তারা সেই বোকার মত যে নদীর পাড়ে বসে থাকে যতক্ষন পর্যন্ত না সমস্ত পানি বয়ে শেষ হয়ে যায়। বাধাহীন খোদার কাজ কখনো প্রত্যাশা করা যায় না। "অবশ্য সেই সব উসকানি আসবেই" (মথি.১৮:৭)। মাবুদ কখনো এই পর্যন্ত কোন পুন:জাগরণ পাঠাননি যাতে অনেক সমস্য ছিল না। মাবুদের কালাম এর ক্ষেত্রে যেমন তেমনি তাঁর কাজের বেলায়ও প্রথমত: এটাকে মনে হয়েছিল সমস্যাপূর্ণ, অদ্ভুত ও সামন্জস্যহীন জিনিসে পূর্ণ মসীহ ও তাঁর কাজ সব সময় এমন একটি পাথর ছিল ও থাকবে যা মানুষের হোঁচট খাওয়ার কারণ। নবী হোশেয় (অধ্যায়.১৪) খোদার মন্ডলীতে

ধর্মের গৌরবময় পুন:জাগরণের কথা বলেন। তিনি এমন একটি পুন:জাগরণের কথা বলেন যখন মাবুদ ইস্রায়েলীয়দের নিকট শিশিরের মত হবেন একটি পুন:জাগরণ যার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হবে এবং তারপর উপসংহারে বলেন, " জ্ঞানী কে ? সেই এই সব বিষয় বুঝুক। বুদ্ধিমান কেউ সে এই সব বিষয় জানুক। মাবুদের পথ সততার পথ সৎ লোক সেই পথে হাঁটে কিন্তু অন্যায়কারীরা হোঁচট খায়"। কি ঘটে তা দেখার জন্য যারা অপেক্ষা করছে তারা মনে করে যে ইতোমধ্যে তারা আরও ভালভাবে বিচার করতে পারবে। আমি তা বিশ্বাস করি না। এটা হতে পারে এই পুন:জাগরণের সাথে সম্পৃক্ত। বাধাগুলো হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেল। সম্ভবত: যারা প্রভাবিত হয়েছিল তাদের মধ্যে আমরা ধর্মদ্রোহীতা ও মহাপাপ এর ঘটনা দেখতে পাব। যদি এক ধরনের বাধা দুর করা হয় তবে অন্য ধরনের বাধা আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মসীহের কাজ এই গল্পটির মত: উদ্দেশ্য মুলক ভাবে সেখানে সমস্যার বস্তুগুলো দেয়া হয়েছে। খোদা আমাদের আত্মীক জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য সেগুলোকে এখানে রেখেছেন যাতে যারা অবিশ্বাসী বিপথগামী এবং বিদ্রোহী আত্মা " তারা যেন দেখেও না দেখে"। (লুক. ৮:১০) যে সমস্ত ইহুদী মসীহের আলৌকিক কাজ দেখেছিল তারা আরও ভাল প্রমাণ দেখার জন্য অপেক্ষা করেছিল যে তিনি-ই মেসাইয়া; তারা বেহেস্ত থেকে চিহ্ন দেখতে চেয়েছিল। তারা বৃথাই অপেক্ষা করেছিল। তাদের বাধা হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এগুলোর কোন শেষ ছিল না এবং তাদের অবিশ্বাস অধিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী হয়েছিল। অনেক মানুষ যারা কিতাবে বর্ণিত গৌরবময় পুন:জাগরণের জন্য মোনাজাত করতে ছিল তারা আসলে জানে না কি জন্য তারা মোনাজাত করছে। (আবারও, এটা কেবল ইহুদীদের মত যারা মসীহের আগমনের জন্য মোনাজাত করতে ছিল) যদি মাবুদ ঐ পুন:জাগরণ তাদের সময় পাঠাতেন তবে তারা তা স্বীকার করে নিত না অথবা বুঝতে পারত না। যারা নিজেদের সবচেয়ে সচেতন বলে দাবী করে হয়ত দেখা যাবে তারাই সবচেয়ে অসচেতন। মাবুদ কাজ করছেন তা স্বীকার করে নিতে এত দীর্ঘ প্রতীক্ষার ফলে তারা এই মহা আশীর্বাদ উপভোগ করতে ব্যর্থ হবে। তারা খোদায়ী নুর, অনুগ্রহ ও সান্ত্বনা লাভের সবচেয়ে মুল্যবান সুযোগ হারাবে যা মাবুদ ইতোপুর্বে কখনো নিউ ইংল্যান্ডকে দান করেননি। গৌরবময় ঝরণা উম্মুক্ত এবং অনেকে সেখানে সমবেত হয় ও তৃপ্ত হয়। তথাপি অন্যেরা দুরে বসে এত বেশি সময় অপেক্ষা করে যতক্ষন পর্যন্ত না ঝরণা বন্ধ হয়ে যায়। এটা আশ্চার্য জনক যে এই কাজের বিষয়ে যাদের মধ্যে সন্দেহ ছিল তারা আরও বেশি অনুসন্ধান করেনি। যদি তারা ঐ সমস্ত জায়গায় যেত যেখানে পুন:জাগরণ খুব শক্তিশালী যারা খুব স্পষ্টভাবে প্রভাবিত হয়েছে যদি তারা এসমস্ত লোকদের অনুসন্ধান করত (একজন বা দুইজন নয় কিন্তু অনেক) - তবে তাদের মধ্যে অবশ্যই বিশ্বাস জন্মাত।

অনেক এ শুধুমাত্র শুনে এই পুন:জাগরণের সমালোচনা করে মারাত্মক ভুল করেছে ! তাদের পক্ষে বরং অবিশ্বাসী গমলীয়েলের দৃষ্টান্ত অনুসরন করাই ভাল হত:

"এদের ছেড়ে দাও, কারণ এদের উদ্দেশ্য ও কাজকর্ম যদি মানুষ থেকে হয়ে থাকে তবে তা ধ্বংস হবে। কিন্তু যদি আল্লাহ থেকে হয়ে থাকে তবে তোমরা এদের থামাতে পারবে না। হয়তো দেখবে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছ"। (প্রেরিত.৫:৩৮-৩৯) আমি জানি না এই সন্দেহকারীদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মানোর জন্য আমি এখানে যা বলেছি তা যথেষ্ট কি না কিন্তু আমি আশা করি ভবিষ্যতে তারা গমলীয়লের সাবধানতা থেকে কিছু শিখতে পারবে। যদি তারা তা করে তবে তারা এই পুন:জাগরণের বিরোধীতা করবে না অথবা এমন কিছু বলবে না যা পরোক্ষভাবে এর দুর্নাম করে, এটা নিশ্চিত করার জন্য যে তারা পবিত্র আত্মার বিরোধীতা করছে না। পাকরুহ মানুষের অন্তরে পাকরুহের কাজের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলার চেয়ে বরং পিতা খোদা ও পুত্রের বিরুদ্ধে বলাই ভাল হবে।

এমন আর কিছুই নেই যা তাঁর নিকট হতে আমাদের নিজেদের আত্মায় রহমত প্রাপ্তীকে থামিয়ে দিতে পারে। যদি এখনো কেউ কেউ এই বিষয়ে খারাপ মন্তব্য করতে দৃঢ়প্রতীজ্ঞ হয়ে থাকে আমি হাত জোড় করে তাদের অনুরোধ করছি সাবধান হওয়ার জন্য যেন তারা অপ্রয়োজনীয় পাপে অপরাধী না হয়। অবশ্যই মাঝে মাঝে এমন হয়ে থাকে যখন পবিত্র আত্মা আমাদের মাঝে থাকেন এবং শক্তিশালী ভাবে কাজ করেন তখন এই রকম পাপ সংঘটিত হবার সম্ভবনা খুব বেশি। যদি এই পুন:জাগরণ চলতে থাকে তবে এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় হবে যদি এই পুন:জাগরণের বিরোধীদের মধ্যে কেউ কেউ এই পাপে অপরাধী না হয়। প্রকৃতপক্ষে, তারা হয়তো ইতোমধ্যে অপরাধী হয়েই গেছে। যারা ঈর্ষাবশত: এই পুন:জাগরণের বিরোধীতা করে এবং বলে যে এটা হল শয়তানের কাজ তারা অমার্জনীয় পাপ থেকে মাত্র একধাপ দুরে আছে।

আর ঐ এক ধাপ হল: তাদের নিজেদের চেতনা ও অন্তরের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ঐ পুন:জাগরণের বিরোধীতা করা এবং যখন অন্যেরা খুব সতর্ক প্রকাশ্যে এই কাজের বিরোধীতা অথবা সমলোচনা করার ক্ষেত্রে তথাপি আমি ভয় করি যে এই রকম সময়ে যারা নীরব থাকে (বিশেষ করে সেবকগণ) তারা নিজেদের উপর খোদার সেই ফেরেশতার অভিশাপ নিয়ে আসবে। “ মাবুদের ফেরেশতা বললেন, ‘মেরোসকে বদ্‌দোয়া দাও, ভীষন ভাবে বদদোয়া দাও সেখানকার লোকদের তারা কেউ যুদ্ধে মাবুদের সংগে যোগ দেয়নি, যোগ দেয়নি শক্তিশালীদের বিরুদ্ধে” (কাজীগণ.৫:২৩)।

যেহেতু মহান খোদা নিজেকে আশ্চার্য জনকভাবে এই দেশে প্রদর্শন করেছেন আমরা অবশ্যই প্রত্যাশা করব প্রত্যেকেই যেন এক একভাবে এ দ্বারা প্রভাবিত হয়। যারা আত্মীক ভাবে এটা হতে কোন উপকার না পায় অবশ্যই তারা আরও অপরাধী ও দুঃখী হবে।

এটা সব সময়-ই এই রকম; যদি এটা সন্তোষজনক বছর হয়ে থাকে এবং যারা গ্রহণ করে তাদের জন্য মহা অনুগ্রহের সময় হয়ে থাকে তবে অন্যদের জন্য এটা প্রতিশোধের দিন (ইশাইয়া.৫৯:২)। যখন খোদা তাঁর কালাম পাঠান তা ব্যর্থ হয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসে না আর তাঁর আত্মা তো না-ই। যখন মসীহ এহুদাতে ছিলেন, অনেকে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে; তথাপি তাদেরকে এর প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হয়েছিল। খোদা সমস্ত মানুষকে জানিয়েছেন যে মসীহ তাদের মধ্যে ছিলেন যারা এটা দ্বারা উপকৃত হয়নি তারা দুঃখীত হয়েছে। যখন মাবুদ নবী ইযিকিয়লকে ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন তিনি ঘোষনা করে ছিলেন যে তারা তার কথা শুনুক বা না শুনুক তারা জানে যে তাদের মধ্যে একজন নবী আছেন। আমরা হয়ত নিশ্চিত হতে পারি যে খোদা প্রত্যেকে জানাবেন যে নিউ ইংল্যান্ডে জেহোভা ছিলেন।

৩.পুন:জাগরণের বন্ধুগণ যেন সতর্ক থাকে।

আমার শেষ ও তৃতীয় অনুসিদ্ধান্ত অবশ্যই তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে যারা এই পুন:জাগরণের বন্ধু যারা এটা দ্বারা উপকৃত হয়েছে এবং এর উন্নয়নের জন্য আন্তরিক। খুব সতর্ক হওয়ার জন্য আমি আপনাদের সবাইকে আন্তরিকতার সাথে উৎসাহ দেই। সমস্ত ভ্রান্তি এবং অপব্যবহার এবং যা কিছু এই পুন:জাগরণের উজ্জ্বলতাকে ম্লান করে দেয় তা এড়িয়ে চলুন। যারা সমালোচনা করার জন্য শুধুমাত্র অজুহাতের খোঁজ করছে তাদেরকে আদৌ কোন সুযোগ দেবেন না। প্রেরিত তীতকে তার প্রচার ও ব্যবহার উভয়েই খুব সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন। (তীত.২:৭,৮) আমাদের সাপের মত জ্ঞানী এবং কবুতরের মত নির্দোষ হওয়া উচিত।

এই রকম রহমতের দিনে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের আচরণ যেন জ্ঞান পুর্ণ ও নির্দোষ হয়। আমাদেরকে অবশ্যই এই কথা মনে রাখতে হবে যে এই পুন:জাগরণের বড় শত্রু শয়তান আমাদেরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করার জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা করবে। যদি সে সফল হয় তবে এটা হবে তার জন্য এক বিরাট বিজয়। সে জানে এটা তার উদ্দেশ্যকে আরও সফল

করবে তার চেয়েও বেশি যদি সে অন্য একশতটি বিষয়ে বিজয়ী হতে পারে। আমাদের প্রয়োজন সতর্ক থাকা ও মোনাজাত করা, কারণ আমরা ছোট ছোট বাচ্চা মাত্র গর্জনকারী সিংহ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং পুরাতন সাপ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি চালাক। নম্রতা ও প্রভু ঈসা মসীহের উপর পুর্ণ নির্ভর আমাদের জন্য একটি সর্ব উত্তম সুরক্ষা।
আত্মীকভাবে অহংকারী হওয়ার ব্যাপারে আসুন আমরা সতর্ক হই, আসুন আমরা সতর্ক হই, আমরা যে আশা ধারণ, আশীর্বাদ ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার জন্য আমরা যেন অহংকারী না হই। এই রকম আশীর্বাদের পর আমাদের নিজেদের অন্তরের বিষয়ে আমাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যাতে আমরা এই চিন্তা করতে শুরু না করি যে আমরা খোদার সর্বোত্তম লোকদের মধ্যে আছি। আমরা অবশ্যই এই রকম ধারণা পোষন করব না যে এই মন্দ প্রজন্ম কে দিক-নির্দেশনা দেয়া ও নিন্দা করার জন্য আমরাই সবচেয়ে যোগ্য লোক। আমরা অবশ্যই এই রকম চিন্তা করব না যে আমরা নবী অথবা বেহেস্তের অসাধারণ দূত। যখন আমরা খোদার উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা লাভ করি তখন আমাদের দাম্ভিক হওয়া উচিত নয়। মুসা যখন খোদার সাথে পাহাড়ের উপর কথা বলে ছিলেন, তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে গিয়ে ছিল যা দেখে হারুন ও অন্যান্য লোকদের চোখ অন্ধকার হয়ে গিয়ে ছিল তথাপি মুসা নিজে তা দেখতে পাননি। (হিজরত.৩৪:২৩)

অহংকার আমাদের সবার জন্য একটি বিপদ মাবুদ দেখতে পেলেন এমনকি পৌল এই বিপদের মধ্যে ছিল। যদিও সম্ভবত: পৌল ছিল এই পর্যন্ত সমস্ত ধার্মিকগণের মধ্যে অন্যতম এবং যদিও তিনি তৃতীয় আকাশে মাবুদের সাথে কথা বলে ছিলেন (২ করি.১২:৭), - তথাপি তিনি অহংকারের বিপদের মধ্যে ছিলেন। অহংকার হল অন্তরের সবচেয়ে মন্দ সাপ এটা হল সর্ব প্রথম পাপ যা বিশ্ব ভ্রমান্ডে প্রবেশ করেছিল। এটা সম্পূর্ণ পাপের দালানের সবচেয়ে নীচু ভিত্তি এবং সমস্ত পাপের মধ্যে সবচেয়ে গোপনীয় ও প্রতারণাপূর্ণ পাপ। এটা সব কিছুর সাথে মিশতে প্রস্তুত।
মাবুদের কাছে এর চেয়ে বেশি ঘৃনার যোগ্য আর কিছু নেই। সুখবরের সমস্ত আত্মার পরিপন্থী আর কিছু নেই। অহংকারের মত আর কোন কিছু সুখবরের এত বেশি ক্ষতি করে না। অহংকারের মত আর কোন কিছুই ধার্মিকদের অন্তরে শয়তানের প্রবেশ পথকে উম্মুক্ত করে দেয় না। এটা ঘটতে আমি অনেক বার দেখেছি এবং অনেক বড় বড় ধার্মিকদের ক্ষেত্রে তা ঘটতে আমি দেখেছি কিছু বড় বড় অভিজ্ঞতার পর পরই শয়তান ধার্মিকদেরকে এ ভাবে আক্রমন করে এবং সেই ধার্মিকদেরকে ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করেছে। একমাত্র খোদাই তখন তাদের চোখ খুলে দিতে পারেন এবং দেখতে দেন যে এটা ছিল অহংকার যা তাদের সাথে প্রতরণা করেছে। আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু সাহায্য করার জন্য আমি কতগুলো নির্দিষ্ট ক্ষেত্র উল্লেখ করতে চাই যেখানে আমি মনে করি পুন:জাগরণের বন্ধুদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

(ক) মনের প্রচন্ড প্রভাবের উপর খুব বেশি আস্থা স্থাপন করবেন না।

পুন:জাগরণের কিছু প্রকৃত বন্ধু এই ভুল করেছে। তারা মনের যে কোন ভাবনা ও শক্তিশালী প্রভাবকে অনুসরণ করার জন্য অতি প্রস্তুত ছিল তারা এমন ভাবে আচরণ করেছে যেন তারা বেহেস্ত হতে সরাসরি প্রকশনা গ্রহণ করেছে খোদার মনের বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে যে সম্পর্কে কিতাব কিছুই বলে না। এই রকম দাবী করা আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহপুর্ণ প্রভাবের চেয়ে অনেক বেশি কিছু; এর অর্থ হল পবিত্র আত্মার দান এবং নবী ও প্রেরিতগণের প্রকৃত অনুপ্রেরণার দাবী করা। প্রেরিতগণ এগুলোকে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ থেকে পৃথক করেন।(১ করি. ৯:৩)
কেন মানুষ এই প্রভাবের উপর এত বেশি গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত এর একটি কারণ হল আসন্ন মিলেনিয়াম সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা পোষন। তারা বিশ্বাস করে যে গৌরবান্বিত সেই যুগে পবিত্র আত্মার অলৌকিক দানের কিছুটা মন্ডলীকে ফিরিয়ে

দেওয়া হবে। তারা এই দৃষ্টি ভঙ্গি ধারণ করে এর কারণ আমি মনে করি তারা পবিত্র আত্মার দু'টি ভিন্ন প্রভাবের প্রকৃতি অথবা মুল্যকে যথাযথ ভাবে বিবেচনা করেনি। তিনি দু'টি পন্থায় ঈমানদারগণের মধ্যে কাজ করেন একটি হল 'সাধারণ' ও 'করুণাপুর্ণ' পন্থা অন্যটি হল 'অসাধারণ' ও 'অলৌকিক'। প্রেরিত এই অনুচ্ছেদে যা শুরু হয়েছে ১করি.১২:৩১ দিয়ে প্রদর্শন করেন যে এটা হল সাধারণ ও অনুগ্রহের দান যা সবচেয়ে উত্তম ও বেশি গৌরবময়। পবিত্র আত্মার অলৌকিক দানের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "তোমরা সবচেয়ে দরকারী দানগুলো পাবার জন্য আগ্রহী হও। আমি তোমাদের এবার আরও ভাল একটা পথ দেখিয়ে দিচ্ছি "। (পবিত্র আত্মা যেভাবে আমাদেরকে প্রভাবিত করেন সেটাই হল সবচেয়ে উত্তম পন্থা।)

তারপর তিনি অগ্রসর হন এবং পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদেরকে প্রদর্শন করেন যে সর্বোত্তম পথ হল খোদার মহব্বতের দান। পুরো অধ্যায়টিতে তিনি প্রর্দশন করেন অনুপ্রেরণার চেয়ে মহব্বতকে আমাদের কত বেশি পছন্দ করা উচিত। অলৌকিক দানের চেয়ে অন্তরে নাজাতের অনুগ্রহ প্রদান করে মাবুদ অনেক বেশি তাঁর গুণাবলী আত্মাকে প্রদান করেন। দান নয় বরং অনুগ্রহ-ই খোদার সত্ত্বাকে প্রকাশ করে। আত্মা অনেক বেশি সুখী ও গৌরবান্বিত হয় যখন দানের পরিবর্তে অনুগ্রহ লাভ করে। অনুগ্রহ হল এমন একটি গাছ যা অনন্ত সুফল বহন করে। যাদের উত্তম দান আছে তাদের জন্য নাজাত ও খোদার অনন্ত সান্নিধ্য প্রতিজ্ঞা করা হয়নি, কিন্তু তাদের জন্য করা হয়েছে যারা খোদার অনুগ্রহ লাভ করেছে। প্রকৃত পক্ষে কোন মানুষের হয়ত অলৌকিক দান থাকতে পারে এবং তারপরও সে খোদার চোখে ঘৃনার যোগ্য এবং শেষ পর্যন্ত দোযখে যেতে পারে।

আত্মার প্রকৃত ধার্মিকতা ও অনন্ত জীবন পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের মধ্যে নিহীত মাবুদ এটা শুধুমাত্র তাঁর প্রিয় সন্তানদেরকে দান করে থাকেন। মাঝে মাঝে তিনি কুকুর ও শুকর এর প্রতি দান নিক্ষেপ করেছেন, যেমন তিনি বালাম, শৌল ও এহুদার প্রতি করে ছিলেন। আদি মন্ডলীর কিছু লোকের অলৌকিক দান ছিল যারা পরে অমার্জনীয় পাপ করেছিল। যেহেতু ইব্রানী.৬:৪-৬ তা বর্ণনা করে। অনেক দুষ্ট লোক বিচার দিবসে অনুরোধ করবে, ' প্রভু তোমার নামে কি আমরা নবী হিসাবে কথা বলিনি ? তোমার নামে কি ভুত ছাড়াইনি? তোমার নামে কি অনেক কেরামতী কাজ করিনি ?" নবী ও প্রেরিতদের অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল এবং তারা অলৌকিক কাজ করেছিলেন এটাই তাদের বড় সুবিধা ছিল না কিন্তু তাদের বড় সুবিধা ছিল যে তারা পবিত্র। তাদের অলৌকিক দানের চেয়ে তাদের অন্তরে অনুগ্রহ তাদেরকে সহস্রগুণ বেশি সম্মান দান করেছিল। রাজা বা নবী হওয়ার কারণে দাউদ আনন্দ করেনি কিন্তু তিনি আনন্দ করেছিলেন পবিত্র আত্মা তার মনকে পবিত্রতায় প্রভাবিত করছিল এবং তার কাছে খোদার নুর, মহব্বত ও আনন্দ প্রকাশ করেছিল। প্রেরিত পৌল অনেক দর্শন লাভ করে ছিলেন, ওহী ও অলৌকিক কাজের দান লাভ করে ছিলেন। অন্যান্য প্রেরিতগণের চেয়ে তার এগুলো বেশি ছিল। তথাপি তিনি মসীহের বিষয়ে আত্মিক জ্ঞানের উৎকর্ষতার তুলনায় সমস্ত কিছুকে ক্ষতি বলে গণ্য করেন। শয়তান তাদের অধীনতা স্বীকার করে এই জন্য নয় বরং তাদের নাম বেহেস্তে লিখা আছে বলেই মসীহ তাদেরকে আনন্দ করতে বলেন। বেহেস্তে তাদের নাম লিখা আছে এর প্রমাণ তাদের দানের মধ্যে দিয়ে আসেনি কিন্তু তাদের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে এসেছিল। অন্তরে অনুগ্রহ থাকা মীরয়মের গর্ভে যখন পবিত্র আত্মা দ্বারা ত্রিত্বপাকের দ্বিতীয় সত্ত্বা জন্ম নিয়েছিলেন তার চেয়ে বড় সুবিধা। (লূক.১১:২৭,২৮) আর দেখুন মথি. ১২:৪৭-৫০। পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া এবং অন্তরে খোদার মহব্বত থাকা বেহেস্তে প্রধান ফেরেশতা মিকাইলের সবচেয়ে বড় সুবিধা ও গৌরব একমাত্র তার মাধ্যমেই প্রাণীকূল স্বয়ং খোদা পিতা ও পুত্রের সাথে তাদের সৌন্দর্য ও সুখে সহভাগিতা করতে পারে। এর মাধ্যমে ধার্মিকগণকে খোদায়ী স্বভাবের অধিকারী বানানো হয় এবং তাদের মধ্যে মসীহের আনন্দকে পূর্ণ করা।

পবিত্র আত্মার সাধারণ বিশুদ্ধতার কাজের উদ্দেশ্যেই সমস্ত অলৌকিক কাজের দান প্রদান করা হয়, যেহেতু প্রেরিত ইফি.৪:১১, ১২,১৩ তে তা প্রদর্শন করেছেন, তাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই যদি না তারা তাদের উদ্দেশ্য অর্জন করতে

পারে; প্রকৃতপক্ষে যাদের এদের দ্বারা পবিত্র করা হয়নি তাদের জন্য এরা শুধু অমঙ্গল জনকই নয় এরা তাদের দুঃখ কষ্টকে বাড়িয়ে দিবে। প্রেরিতের মতে এটাই হল সর্বোত্তম পন্থা যার মাধ্যমে সর্বযুগে মাবুদ তাঁর আত্মা মন্ডলীকে প্রদান করেন এটা হল মন্ডলীর সবচেয়ে বড় গৌরব। এই গৌরবই দুনিয়ার মন্ডলীকে সবচেয়ে বেশি বেহেস্তের মন্ডলীর মত করে গড়ে তুলে; কারণ বেহেস্তে অবশ্যই নবী হিসাবে কথা বলা, পর ভাষা এবং সমস্ত অলৌকিক কাজের দান শেষ হয়ে যাবে। বেহেস্তে মাবুদ একমাত্র এই সর্বোত্তম পন্থায় তাঁর আত্মাকে প্রদান করেন তা হল চিরস্থায়ী প্রেম অথবা খোদায়ী মহব্বত যা কখনো ব্যর্থ হয় না।

অতএব, আসন্ন মিলেনিয়ামের গৌরবের এই অলৌকিক কাজের দানের প্রয়োজন নেই। ঐ দিন মন্ডলী অনেকটা বেহেস্তের মন্ডলীর মত নিখুঁত হবে এবং আমি মনে করি এই বিষয়েও মন্ডলী ঐ মন্ডলীর মত হবে অলৌকিক কাজের দান অদৃশ্য হয়ে যাবে। এরা হবে তারা ও চাঁদের আলোর মত যা খোদায়ী মহব্বতের সূর্যে বিলীন হয়ে যাবে। পবিত্র আত্মার প্রভাবে খোদায়ী মহব্বত আনয়নের সাথে তুলনায় প্রেরিত এইগুলোকে ছোটদের জিনিস পত্র হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এই জিনিষগুলো মন্ডলীকে দেওয়া হয়েছিল এর বাল্যকালে শুধুমাত্র সাহায্য করার জন্য। যখন মন্ডলীকে পূর্ণাঙ্গা নিয়ম দেওয়া হল এবং অনুগ্রহের সকল সাধারণ পন্থা প্রতিষ্ঠিত হল, এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে যেহেতু মন্ডলী উন্নত হয়ে পরিপক্ক ও পূর্ণাঙ্গারূপ ধারণ করছে ।

১করি.১৩:১১ বলে, " আমি যখন শিশু ছিলাম তখন শিশুর মত কথা বলতাম, শিশুর মত চিন্তা করতাম আর শিশুর মত বিচারও করতাম। এখন আমার বয়স হয়েছে তাই শিশুর আচার ব্যবহারগুলো বাদ দিয়েছি"। এই হল শিশুদের আচার ব্যবহার যার বিষয়ে তিনি পূর্ববর্তী তিন আয়াতে বলেছেন।

কেউ কেউ হয়ত ভাবতে পারে যে প্রেরিত বেহেস্তের বিষয়ে বলছেন যখন তিনি বলেন যে মন্ডলী যখন পরিপক্কতায় পৌঁছিবে তখন নবীদের কথা, পর ভাষা, প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাবে এবং মন্ডলী থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু তা হতে পারে না। তিনি চিন্তা করেছেন এই দুনিয়াতেই মন্ডলী পরিপক্ক অবস্থায় পৌঁছিবে কারণ তিনি এমন পরিপক্কতার কথা বলেন যেখানে দানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু বিশ্বাস, আশা ও মহব্বত চলতে থাকবে ।

তিনি যা থাকবে এবং যা ব্যর্থ, বন্ধ ও বিলীন হয়ে যাবে এর মধ্যে একটি তুলনা মূলক পার্থক্য করছেন (আয়াত-৮)। অলৌকিক কাজের দানগুলো বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু বিশ্বাস, আশা ও মহব্বত চলতে থাকবে। অতএব, তিনি যে মন্ডলীর কথা বলেছেন তা অবশ্যই এই দুনিয়ার এবং বিশেষ করে দুনিয়ার পরবর্তী বছর গুলোতে দু'টি প্রধান কারণে করিন্থীয় মন্ডলীর তা শোনা প্রয়োজন প্রথমতঃ কারণ তিনি ইতোমধ্যেই তাদেরকে বলেছেন যে তারা তখনও শিশু অবস্থায় ছিল (৩:২)। দ্বিতীয় কারণটি হল অন্য সমস্ত মন্ডলীর চেয়ে করিন্থীয় মন্ডলী অলৌকিক দানের ক্ষমতায় অধিকপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু যখন মন্ডলীর ঐগৌরবময় মিলেনিয়াম আসবে তখন আলোর উজ্জ্বলতা এত বেশি হবে যে এটাকে 'মুখোমুখী' দেখা বলে অভিহিত করা যাবে (আয়াত-১২) আরও দেখুন ইশাইয়া.২৪:২৩ এবং ৩৫:৭। তাই আমি প্রত্যাশা করি না মন্ডলীর গৌরবময় দিনের আগমনের সাথে সাথে অলৌকিক কাজের দান সমুহ আবার দেওয়া হবে এবং সেগুলো আবার দেওয়া হোক তা-ও আমি চাই না। আমার কাছে মনে হয় যে এগুলো ঐ দিনগুলোকে আরও গৌরবময় করে তুলবে না কিন্তু কমিয়ে দিবে। এক ঘন্টার এক চতুথাংশ সময় পবিত্র আত্মার সুমধুর প্রভাব উপভোগ করা এক বছর নবীদের দর্শন ও বানী লাভের চেয়ে অনেক উত্তম। এই প্রভাব সমুহ মসীহের খোদায়ী আত্মিক সৌন্দর্য তাঁর অনন্ত অনুগ্রহ এবং তাঁর মরনজয়ী মহব্বত প্রকাশ করে।

এগুলো আত্মায় বিশ্বাস,মহব্বত, সুমধুর সন্তুষ্টি ও মাবুদে আনন্দ জন্মায়। এই রকম দ্রুত বানী মন্ডলীর প্রথম দিনগুলোতে প্রয়োজন ছিল। এখন এগুলোর আর প্রয়োজন নেই। যেহেতু দুনিয়াতে মন্ডলীর অধিকতর গৌরবময় ও নিখুঁত অবস্থা নিকটে

আসছে। সারা দুনিয়া জুড়ে খোদার রাজ্য স্থাপনের জন্যেও এই অলৌকিক দানের প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে উত্তম পন্থায় কাজ করতে আমি খোদার এত বেশি ক্ষমতাকে দেখেছি যে আমি নিশ্চিত এগুলো ছাড়াই মাবুদ সহজে কাজ করতে পারেন।

এই জন্য আমি খোদার লোকদের আন্তরিকতার সাথে অনুরোধ করি তারা এই সমস্ত জিনিসের প্রতি কতটুকু মনোযোগ দেন সে বিষয়ে তারা যেন সতর্কতা অবলম্বন করেন। অনেক ক্ষেত্রে আমি ভাববানী ও সম্ভাবনাকে ব্যর্থ হতে দেখেছি। অভিজ্ঞতা হতে আমি জানি যদিও মনের উপর খুব শক্তিশালী ছাপ পড়ে যদি তা অনেক বড় ধার্মিকদের মনের উপর হয়ে থাকে এবং এমনকি যদি তা মহা আত্মীক ক্ষমতা ও খোদার সাথে সহভাগিতার সময়ে হয়ে থাকে এবং হ্যাঁ, এমনকি যদি কিতাবের কোন অংশ বিশেষ এর সাথে থাকে তথাপি এটা কোন নিশ্চিত চিহ্ন নয় যে বেহেস্তী বানী এমনকি আমি যে সমস্ত পরিস্থিতির কথা বলেছি তার সবগুলো পূর্ণ হওয়ার পরও আমি জানি এই রকম অনুপ্রেরণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। খোদা আমাদেরকে আলো হিসাবে কিতাব দিয়েছেন যা অন্ধকারে আলো ছড়ায়। যারা অনুপ্রেরণাকে অনুসরন করার জন্য নিশ্চিত ভাববানী ত্যাগ করে তারা ঘূর্নায়মান আলোকে অনুসরন করার জন্য ধ্রুব তারার দিক-নির্দেশনাকে পরিত্যাগ করেছে। এই জন্য এটা কোন আশ্চার্যের বিষয় নয় যে মাঝে মাঝে তারা দুঃখজনক বাড়াবাড়িতে পরিচালিত হয়।

(খ) আমরা যেন মানবীয় জ্ঞান ও অধ্যয়নকে অবহেলা না করি।

মুলত এটি আমার প্রথম আলোচ্য বিষয় হতে আগত হবে, যেহেতু আমরা সরাসরি কোন বানীর প্রত্যাশা করতে পারি না, তাই আসুন আমরা যেন মানবীয় জ্ঞানকে অবহেলা না করি। যারা বলে যে পরিচর্যা কাজে মানবীয় জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা খুব সামান্য বা আদৌ নেই তারা যা বলছে সেই বিষয়ে তারা কোন চিন্তা করেনি যদি তারা করত তবে তারা তা বলত না। এই বিষয়ে এখন তাদেরকে চিন্তা করতে দিন মানবীয় জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নেই এই কথা বলার অর্থ হল একটি শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই অথবা একটি শিশুর চেয়ে একজন বয়স্ক লোকের যে বেশি জ্ঞান আছে তার কোন মূল্য নেই। যদি এটা সত্য হত তবে চার বছর বয়সের একটি বাচ্চা খোদার মন্ডলীতে একজন ত্রিশ বছর বয়সের সুশিক্ষিত লোকের মত উপযুক্ত শিক্ষক হতে পারবে। এই শর্তে যে তাদের উভয়েরই একই রকম অনুগ্রহ আছে। এর অর্থ হত এই যে খোদার মন্ডলীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা উভয়ই সম পরিমান কাজ করতে পারবে। কিন্তু আমরা যদি স্বীকার করি যে বয়স্কদের অনেক বেশি ক্ষমতা আছে এবং শিশুদের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করতে সক্ষম ভাল কথা এর অর্থ হল যদি তাদের জ্ঞান আরও বৃদ্ধি পায় তারা আরও বেশি সুফল বয়ে আনতে সক্ষম হবে। অবশ্যই এই শর্তে যে তাদের অনুগ্রহ একই রকম থাকবে অবশ্যই আমাদের জ্ঞান যত বেশি থাকবে তত বেশি কাজ করতে আমরা সক্ষম, আমাদের পছন্দ অনুসারে ভাল অথবা মন্দ এটা খুবই স্পষ্ট যা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারে না যে মাবুদ প্রেরিত পৌলের মানবীয় জ্ঞানকে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করেছিলেন এবং মুসা ও সোলায়মানের বেলায়ও তিনি তা করে ছিলেন। তারপর যদি জ্ঞান সাধারণ পন্থায় অর্জন করতে হয় তবে সেটাকও অবহেলা করা উচিত নয় এর অর্থ হল অধ্যয়ন যা অবহেলা করা যাবে না। অন্যদেরকে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে অধ্যয়ন এক বিরাট সাহায্য । যদিও কিছু কিছু মানুষ তাদের অন্তর মাবুদের আত্মার পূর্ণতায় অধ্যয়ন ছাড়াই খুব সফলভাবে কথা বলতে সক্ষম হয়েছিল তথাপি এটা অন্যদের অধ্যায়ন প্রত্যাখ্যান করাকে গ্রহণ যোগ্য বলে অনুমোদন করে না। এটা হল আমাদের নিজেদের ইবাদতখানার চূড়া হতে নিক্ষেপ করার সমতুল্য এই বিশ্বোসে যে খোদার ফেরেশতাগণ আমাদের ধরে ফেলবেন যেখানে নিচে নামার আর একটি ধীর রাস্তা রয়েছে। এটা প্রচারকদেরকে তাদের উপস্থাপনার যত্ন নিতেও সাহায্য করে সুশৃংখল ধর্মোপদেশ উপলব্ধি ও স্মৃতির জন্য সহায়ক।

(গ) আসুন আমরা অন্যদেরকে বিচার করার ক্ষেত্রে সতর্ক হই।

আর একটি জিনিস ঈমানদারগণের সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হল অন্যদেরকে বিচার করার বিষয়টি। কিতাব কি আমাদেরকে এই অধিকার দিয়েছে যে যারা নিজেদের ঈমানদার বলে দাবী করে আমরা তাদেরকে ভন্ড ও সত্যিকারের ঈমানদার নয় বলে ঘোষনা করতে পারি ? যদি কিতাব দিয়ে থাকে তবে কিসের ভিত্তিতে ? অন্যদেরকে বিচার করার বিষয়ে কিতাবে প্রায়ই আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, অতএব, আমাদেরকে যে নিয়ম দেওয়া হয়েছে সেগুলো আমাদেরকে খুব যত্নের সাথে পর্যবেক্ষন ও বিবেচনা করতে হবে। আমরা দেখব যে যারা নিজেদের ঈমানদার বলে দাবী করে এবং ভালভাবে জীবন যাপন করে তাদেরকে অঈমানদার বলে ঘোষনা করতে মসীহ নতুন নিয়মে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। যেহেতু তিনি নিষেধ করেন তাই তাঁর শিষ্যগণের তা করা উচিত নয় তারা নিজেদেরকে যত বেশি যোগ্য বলে মনে করুক না কেন এবং তা যত দরকারী-ই মনে হোক না কেন। এটা এমন একটি বিচার যার বিচারক একমাত্র খোদা, আমাদেরকে তা দাবী করতে নিষেধ করা হয়েছে। মানুষের অন্তর বিচার করা একমাত্র খোদার কাজ। " তুমি তাকে মাফ করো ও সেইমত কাজ করো তার সব কাজ অনুসারে বিচার করো কারণ তুমি তো তার দিলের অবস্থা জান কেবল তুমিই সমস্ত মানুষের দিলের খবর জান"। (১ রাজা. ৮:৩৯) এটা শুধুমাত্র মানুষের মনের উদ্দেশ্য নয় যা আমরা বিচার করতে পারি না আমরা খোদার সামনে তাদের অন্তরের অবস্থা ও বিচার করতে পারি না তা হল যারা ঈমানদার বলে দাবী করে তারা ঈমানদার কি না। এটা নিম্নলিখিত আয়াত সমুহ থেকে স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় (১ বংশ.২৮:৯; গীত.৭:৯, ১০,১১; গীত.২৬; হিতো. ১৬:২; ১৭:৩;২১:২ আয়ুব. ২:২৩,২৪,২৫ প্রকা. ২:২২;২৩; রোমীয়. ১৪:৪-এ এই রকম বিচার নিষেধ করা হয়েছে। ("তুমি কে যে অন্যের চাকরের বিচার কর ? সে দাঁড়িয়ে আছে না পড়ে গেছে তার মালিকই বুঝবেন"।) এবং ইয়াকুব.৪:১২ (" মাত্র একজনই আছে যিনি শরীয়ত দেন ও বিচার করেন। তিনিই রক্ষা করতে পারেন এবং ধ্বংস করতে পারেন। তুমি কে যে তোমার প্রতিবেশীর দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছে ?") ১করি.৪:৩,৪ (" আমার বিচার তোমরাই কর বা আদালত করুক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এমনকি আমিও আমার নিজের বিচার করি না")। আদেশ দ্বারা শক্ত ভাবে বলা হয়েছে এই রকম বিচারকে প্রশ্রয় না দিতে যা শেষ দিবসের বিচারের অধীন যেমন উদাহরণ স্বরূপ (১ করি. ৪:৫)।

(" সেই জন্য প্রভুর আসবার আগে অর্থাৎ সেই ঠিক করা সময়ের আগে তোমরা কোন কিছুরই দোষ ধরতে যেয়ো না।

অন্ধকারে যা লুকানো আছে যা লুকানো আছে তিনিই তখন তা আলোতে আনবেন এবং মানুষের দিলের গোপন উদ্দেশ্যগুলোও প্রকাশ করবেন। সেই সময়ে আল্লাহর কাছ থেকেই যে যার পাওনা প্রশংসা পাবে।") ভন্ড যাদের বেশ খোদা বক্তদের মত কথা বলে তাদেরকে ধার্মিকদের মধ্য থেকে আলাদা করা হল যেভাবে মেষ থেকে ছাগলকে আলাদা করা হয় এবং এই জন্যেই বিচার দিবস। এই জন্য কে খাঁটি নয় এই চূড়ান্ত বিচার নিজের হাতে তুলে নেওয়া একটি মরাত্মক ভুল। আমরা প্রকৃত ধার্মিক ও খোদা ভক্তদের পৃথক করার জন্য কোন সীমা রেখা টেনে দিতে পারি না অথবা মেষ থেকে ছাগল ও গম থেকে আগাছ পৃথক করতে পারি না এবং তা করার চেষ্টা করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

খেতের মালিকের অনেক গোলাম মনে করে যে তারা তা করতে সক্ষম। কিন্তু প্রভু তাদেরকে বলেন, " না, শ্যামা ঘাস তুলতে গিয়ে তোমরা হয়তো ঘাসের সংগে গমও তুলে ফেলবে। ফসল কাটার সময় তিনি তা সঠিক ভাবে করবেন" (মথি.১৩:২৮-৩০)। এই গল্পে যাদের কাজ হল শষ্য ক্ষেত্রের দেখাশুনা করা তারা লুক.২০-এ যারা অবশ্যই আঙুর বাগানের দেখাশুনা করবে তারা একই রকম। তারা ফসলের মালিকের গোলাম তারা সুখবরের পরিচর্যাকারী, আমাদের যুগে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মথি.১৩ এর গল্প পুর্ণ হয়েছে যখন মানুষ ঘুমিয়ে ছিল তখন শয়তান আগাছার বীজ বপন

করেছিল এবং মন্ডলী একটি দীর্ঘ নিদ্রামগ্ন সময়ের মধ্যে দিয়ে গমন করেছে এখন ফসল বৃদ্ধি পাচ্ছে যেহেতু ধর্ম পুনরুজীবিত হয়েছে এবং কিছু কিছু

গোলাম বলতেছে, " আস আমরা গিয়ে আগাছাগুলো তুলে ফেলি"। আমি জানি যে কিছু মানুষ যারা ধর্মের কিছুটা ক্ষমতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তারা নিজেদেরকে এই কাজ করার উপযুক্ত লোক বলে মনে করে ; কোন একজন মানুষের সাথে তাদের শুধুমাত্র কয়েক মিনিট আলাপ করা প্রয়োজন এবং তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা আমাকে প্রদর্শন করেছে যে তা ভুল। একটা সময় ছিল যখন আমি বুঝতে পারিনি মানুষের অন্তর অনুসন্ধানের কতটা অতীত। এখন আমি আগের চেয়ে কম অনুকূল ও বেশি অনুকূল উভয়ই। আমি দুষ্টদের মাঝে অনেক জিনিস দেখতে পাই যা নকল পবিত্রতা বলে মনে হয় এবং খোদা ভক্তদেরে মধ্যে অনেক জিনিস যা তাদেরকে এখনোও জাগতিক বলে প্রদর্শন করে এবং অনেক আত্মীক ভাবে মৃত; ভন্ড যা আমার পূর্বের স্বপ্নের চেয়েও বেশি। যতই দিন যাচ্ছে আমি ততই কম অবাক হই কেন মাবুদ মানুষের অন্তর বিচার করার অধিকার নিজের হাতে রাখলেন, এবং আদেশ করেন ফসল কাটবার আগে যেন কেউ এই কাজে হাত না দেয়। আমি খোদার জ্ঞানের ও আমাদের প্রতি তাঁর মঙ্গালতার প্রশংসা করি যে তিনি এই মহা কাজ অসহায় দুর্বল ও ক্ষীন দৃষ্টি সম্পন্ন প্রাণীদের হাতে ছেড়ে দেননি। আমি অন্ধত্ব, অহংকার, পক্ষপাতিত্ব, পুর্বসংস্কার ও অন্তরের প্রতারণায় এত পূর্ণ যে এই কাজের দায়িত্ব এমন একজনকে তিনি দিয়েছেন যিনি এই কাজের জন্য অনন্ততভাবে অধিক উপযুক্ত। এটা সত্য যে কিছু লোকের কথাবার্তা এবং তারা যে অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয় তা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। আমরা এমন চিন্তা করতে পারি না যে তারা খোদার সন্তান নয়। তাদের বিষয়ে সবচেয়ে উত্তম চিন্তা করতে আমরা বাধ্য; তথাপি আমরা অবশ্যই কিতাবকে প্রতিষ্ঠিত হতে দিব। কিতাব আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে ধার্মিকদের আত্মীক জীবনের সমস্ত কিছু লুকানো। (কল.৩:৩,৪) তাদের খাবার হল লুকানো মান্না তাদের খাবারের জন্য মাংস আছে যা অন্যেরা জানে না; বাহিরের কোন লোক তাদের আনন্দকে বুঝতে পারে না। অভ্যন্তরীন সৌন্দর্য্য কেবলমাত্র অন্তরেই দেখা যায় (১পিতর.৩:৪) এবং একমাত্র খোদা সেই অন্তর দেখতে পান। মসীহ তাদেরকে একটি নতুন নাম প্রদান করেছেন এবং একমাত্র তারাই তা জানে (প্রকা.২:১৭)। যার অন্তরের খৎনা করানো হয় সে-ই প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, এবং তার প্রশংসা মানুষের কাছ থেকে নয় বরং খোদার কাছ থেকেই আসে। একমাত্র খোদ-ই বলতে পারেন যে সে প্রকৃত সত্য ইস্রায়েলীয় যেহেতু প্রেরিত ১ করি.৪:৫-এ একই রকম বর্ণনা দ্বারা তা পরিস্কার করেছেন। এখানে তিনি বলেন যে কে প্রকৃত ঈমানদার তা বিচার করা একমাত্র খোদার অধিকার এবং বিচার দিবসে তিনি তা করবেন; তিনি আরও বলেন, "সেই সময়ে আল্লাহর কাছ থেকেই যে যার পাওনা প্রশংসা পাবে"।

এহুদার বিষয়টি একটি উল্লেখ যোগ্য সতর্কবানী। যদিও সে অনেক দিন অন্যান্য সাহাবীদের সাথে ছিল এবং তাদের অভিজ্ঞতা ছিল খাঁটি তারপরও মনে হয়নি তারা কল্পনা করতে পেরেছিল যে সে একজন প্রকৃত সাহাবী নয় যতক্ষন পর্যন্ত না সে তার খারাপ ব্যবহার দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করল। অহী থোফলের ঘটনাটিও খুব উল্লেখযোগ্য। দাউদ তাকে সন্দেহ করত না যদিও তিনি (দা:) খুব জ্ঞানী ও পবিত্র লোক ছিলেন। দাউদ কিতাব খুব ভাল জানতেন; তিনি তার শিক্ষকদের চেয়েও বেশি জানতেন এমনকি বৃদ্ধ লোকদের চেয়েও তিনি বেশি জানতেন তার উচু ক্ষমতায় তিনি খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি একজন মহা নবী ছিলেন এবং অহী থোফলের সাথে ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল, তারা ছিল পরম বন্ধু এবং ধর্মীয় ও আত্মীক বিষয়ে অন্তরঙ্গা সঙ্গী ছিল। সে যে ভন্ড ছিল দাওদ কেবল তা-ই বুঝতে পারেনি একজন প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি হিসাবে তার উপর নির্ভর করত।

তিনি তার সাথে আত্মীক যোগাযোগ উপভোগ করতেন এবং তিনি তাকে একজন বড় ধার্মিক লোক বলে গণ্য করতেন। অন্য যে কোন লোকের চেয়ে দাউদ তাকে আত্মীক বিষয়ে তার পথ প্রদর্শক বানিয়েছিল কিন্তু অহীথোফল আদৌ কোন ধার্মিক লোক ছিল না। সে ছিল একজন মন্দ খুন পিপাসু দুষ্ট হতভাগ্য লোক। " তার মধ্যে চলছে ধ্বংসের কাজ; জুলুম আর ছলনার কাজ শহরের চকে লেগেই আছে যে আমাকে অপমান করছে সে যে আমার শত্রু তা নয়; তাহলে আমি সহ্য করতে পারতাম যে আমার চেয়ে নিজেকে বড় করেছে সে যে আমার বিপক্ষের লোক তা নয় তাহলে আমি তার কাছ থেকে লুকাতাম কিন্তু তা করেছ তুমি আমারই সমান একজন মানুষ, আমার দিলের সাথী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের মধ্যে গভীর যোগাযোগ সম্বন্ধ ছিল; আল্লাহর ঘরে এবাদতকারী দলের মধ্যে আমরা এক সংগে হাঁটা চলা করতাম।" (গীত.৫৫:১৪) অতএব, এটা কল্পনা করা সম্পূর্ণ ভুল যে যাদের ঈমানদার বলে মনে হয় তাদের মধ্যে বিচার করার ক্ষমতা ও অধিকার মানুষের আছে। মন্ডলী সাধারণ নিয়ম শৃংখলা যা মাবুদ মন্ডলীকে প্রদান করেছেন তা ব্যতীত তাদের কে অন্য কোন ভাবে বাদ দেওয়ার কোন অধিকার কারো নেই। যারা খোদার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সত্যিই আগ্রহী আমি তাদেরকে বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। আমি নিশ্চিত যে যারা আত্মার সেবায় ব্যাপক ভাবে নিয়োজিত তারা ধীরে ধীরে তাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমার সাথে একমত হবে এমনকি যদিও এখন তারা আমার কথা শুনে না।

ঘ.আসুন আমরা বিতর্কের বিষয়ে সতর্ক থাকি

আমি এই গৌরবময় পুন:জাগরণের বন্ধুদেরকে মাত্রাতিরিক্ত বিতর্ক এড়িয়ে চলার জন্য অনুরোধ করি। মাত্রাতিরিক্ত বিতর্ক চলতে থাকলে রাগ ও হিংসার জন্ম হয়। বিশেষ করে সাধারন মোনাজাত ও প্রচারে অত্যাচারের বিষয়ে খুব বেশি বলা হয়। যদিও অত্যাচার যা হয়েছে তার চেয়ে দশগুণ বেশি হত তারপরও আমি মনে করি এই বিষযে এত বেশি না বলাই সবচেয়ে উত্তম হবে। ঈমানদাররা হল মেষের মত যারা আঘাত পেলেও অভিযোগ ও চিৎকার করতে অভ্যস্ত নয়। তাদের পক্ষে মুখ না খুলে আমাদের প্রিয় নাজাতদাতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বোবা হয়ে থাকা ভাল, তাদের শুকরের মত হওয়া উচিত নয় যাকে একটু স্পর্শ করলেই চেঁচামেচি করতে শুরু করে। যখন সমেরীয়রা আমাদের বিরুধীতা করে এবং গ্রামে প্রবেশ করতে না দেয় তখন আমরা যেন বেহেস্তের আগুনের বিষয়ে বলতে ও চিন্তা করতে অতি তৎপর না হই। খোদার আগ্রহী গোলামদের উচিত পৌল এক যুবক গোলামকে যে দিক-নির্দেশনা ২ তীম. ২:২৪-২৬-এ দিয়ে ছিলেন সেইগুলোর বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা, " যিনি প্রভুর গোলাম তার ঝগড়া করা উচিত নয় বরং তাকে সকলের প্রতি দয়ালু হতে হবে। তার অন্যদের শিক্ষাদানের ক্ষমতা এবং সহ্যগুণ থাকতে হবে। যারা তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাদের তাকে নম্রভাবে শিক্ষা দিতে হবে। সেই শিক্ষা যেন তিনি এই আশায় দেন যে আল্লাহ তাদের তওবা করবার সুযোগ দেবেন যাতে আল্লাহর সত্যকে তারা গভীরভাবে বুঝতে পারে। তার ফলে তারা ইবলিসের ফাঁদ থেকে পালিয়ে আসবে, কারণ ইবলিস তার ইচ্ছা পালন করাবর জন্য তাদের ধরে ছিল"। (২ তীম.২:২৪-২৬) অবশেষে আমি কিছু সমাপনী উপদেশ বাক্য উপস্থাপন করতে চাই। যারা প্রভু ঈসা মসীহকে ভালবাসে এবং তাঁর রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় আমি তাদের বিনীত ভাবে পরামর্শ দিব তিনি আমাদেরকে জ্ঞানে যে চমৎকার নিয়ম দিয়েছেন তাতে সতর্কভাবে মনোযোগ দেওয়ার জন্য।

"কেউ পুরানো কোর্তাতে নতুন কাপড়ের তালি দেয় না। কারণ পরে সেই পুরানো কাপড় থেকে নুতন তালিটা ছিঁড়ে আসে আর তাতে সেই ছেঁড়াটা আরও বড় হয়। পুরানো চামড়ার থলিতে কেউ টাটকা আংগুর রস রাখে না রাখলে থলিগুলো ফেটে গিয়ে সেই রস পড়ে যায় আর থলিগুলোও নষ্ট হয়। লোকে নতুন চামড়ার থলিতেই টাটকা আংগুর রস রাখে তাতে দুটাই রক্ষা পায়"। (মথি. ৯:১৬,১৭)

আমি ভীত কারণ মানুষ এই কথাগুলোর প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার ফলে এই দেশের কিছু কিছু অংশে আংগুর রস পড়ে যাচ্ছে। যখন এটা সত্য যে আমি বিশ্বাস করি আমরা অতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছি যে ধর্মীয় জিনিসগুলো করার একটা পন্থা আছে এবং তা আমাদের ধর্মকে অধ: পতনের দিকে পরিচালিত করে অনুষ্ঠানিকতায় পরিণত করেছে তথাপি একই সময় আমাদের ঐসমস্ত জিনিস এড়িয়ে চলা উচিত যা অতি মহান। এগুলো মানুষকে হতবাক করতে এবং মানুষকে কথাবার্তার বিতর্কে লাগিয়ে দিতে অতি তৎপর এবং তাই সত্য ধর্মের ক্ষমতার অগ্রগতিকে বাধা দেয়।

এর ফলে কিছু কিছু লোক এই কাজের বিরোধীতা করে এবং তা অন্যদের মনকে দখল করে রাখে এবং অনেককে সন্দেহ ও সংকোচ দ্বারা হতবুদ্ধ করে রাখে। ফলে মানুষ অতি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অর্থহীন জিনিসের দিকে ফিরে। তাই যা সাধারণ আচার ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন তা এড়িয়ে চলা উচিত যদি তা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না হয়। এভাবে আমরা প্রেরিত পৌলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারব সত্য ধর্মের ক্ষমতাকে ছড়িয়ে দেওয়াতে যার সফলতা সবচেয়ে বেশি। " ইহুদীদের জয় করবার জন্য আমি ইহুদীদের কাছে ইহুদীদের মত হয়েছি। যদিও আমি মুসার শরীয়তের অধীনে নই তবু যারা শরীয়তের অধীনে আছে তাদের জয় করাবর জন্য আমি তাদের মত হয়েছি। আবার শরীয়তের বাহিরে যারা আছে তাদের জয় করবার জন্য আমি শরীয়তের বাইরে থাকা লোকের মত হয়েছি। অবশ্য এর মানে এই নয় যে আমি আল্লাহর দেওয়া শরীয়তের বাইরে আছি ; আমি তো মসীহের শরীয়তের অধীনেই আছি। ঈমানে যারা দুর্বল তাদের কাছে আমি সেই রকম লোকের মতই হয়েছি। যেন মসীহের জন্য তাদের সম্পূর্ণভাবে জয় করতে পারি। মোট কথা, আমি সকলের কাছে সব কিছুই হয়েছি যেন যে কোন উপায়ে কিছু লোককে উদ্ধার করতে পারি। এই সব আমি সুসংবাদের জন্যই করেছি যেন এর দোয়ার ভাগী হতে পারি"। (১ করি. ৯:২০-২৩)

পাপীরা রাগান্বিত খোদার হাতে

"সময় হলেই শত্রুদের পা পিছলে যাবে"।

(দ্বিতীয়.৩২:৩৫)

এই আয়াতে মাবুদ দুষ্ট ও অবিশ্বাসী ইস্রায়েলীয়দের প্রতিশোধের ভয় প্রদর্শন করেন। তারা ছিল খোদার লোক। তারা খোদার আইন জানত এবং তাঁর প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে তারা পাপের জন্য কোরবানী দিত। তারা দেখেছে কিভাবে মাবুদ অলৌকিক ভাবে কাজ করেছেন। তথাপি এই সমস্ত কিছুর পরও ২৮ আয়াত বলে যে তাদের মধ্যে কোন আত্মীক বিচক্ষনতা ছিল না। তারা এমন একটি বাগানের মত ছিল যা মালির সমস্ত পরিশ্রমের পরেও কেবলমাত্র বিষাক্ত ফল উৎপাদন করত, যা পূর্ববর্তী দু'টি আয়াতে বর্ণিত আছে। আমার আলোচ্য অংশ হিসাবে যে কথাগুলো আমি পছন্দ করেছি । ("সময় হলেই শত্রুদের পা পিছলে যাবে") তা দুষ্ট ইস্রায়েলীয়দের জন্য যে শাস্তি ও ধ্বংস বর্ণিত হয়েছে এই প্রসঙ্গে নিম্ন লিখিত চারটি বিষয় আরোপ করে।

প্রথম: তাদেরকে ধ্বংসের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা এমন একজন ব্যক্তির মত ছিল যে পিচ্ছিল জায়গার উপর দিয়ে হাঁটছে অথবা দাঁড়িয়ে আছে। যে সর্বদা পতিত হওয়ার বিপদের মধ্যে আছে। এই আলোচ্য অংশে পা পিছলে যাওয়ার যে চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে সেই একই চিত্র গীত.৭৩:১৮-তে ব্যবহার করা হয়েছে, "তুমি সত্যিই তাদের পিছলা জায়গায় রেখেছ আর ধ্বংসের মধ্যে ফেলেছ"।

দ্বিতীয়ত: এটা আরোপ করে যে তাদের ধ্বংস হঠাৎ করে যে কোন সময় আসতে পারে। যে লোক পিছিল জায়গার উপর দিয়ে হাঁটে সে সর্বদা পতিত হওয়ার বিপদের মধ্যে থাকে। সে বলতে পারে না পরবর্তী মুহূর্তে সে পড়ে যাবে না দাঁড়িয়ে থাকবে; যদি সে পড়ে যায় তবে কোন সতর্কবানী ছাড়া সে তখনই পতিত হয়। আবারও তা বর্ণনা করা হয়েছে গীত.৭৩:১৮,১৯-এ " তুমি সত্যিই তাদের পিছলা জায়গায় রেখেছ আর ধ্বংসের মধ্যে ফেলেছ। কেমন হঠাৎ তারা ধ্বংস হয়ে যায় আর ভয় জাগানো বিপদের মধ্যে একে বারে শেষ হয়ে যায়"।

তৃতীয়ত: এটা গুরুত্ব আরোপ যে কারো ধাক্কা দেওয়া ছাড়াই তাদের মধ্যে পড়ে যাওয়ার প্রবণতা আছে। যে লোক পিছিল জায়গার উপর দিয়ে হাঁটে অথবা দাঁড়িয়ে থাকে তাকে ধাক্কা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তার নিজের ওজনই তার পতনের কারণ। চতুথত: এটা গুরুত্ব আরোপ করে যে তারা ইতোমধ্যেই পতিত হয়নি এর একমাত্র কারণ খোদার নির্ধারিত সময় এখনও আসেনি। আলোচ্য অংশটি বলে যে যখন সেই নির্ধারিত সময় আসবে তখন তাদের পা পিছলে যাবে। ঐ মুহূর্তে তাদেরকে পড়ে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। খোদা তখন তাদেরকে পিছিল জায়গায় আর ধরে রাখবেন না। তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিবেন এবং যে মুহূর্তে তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিবেন ঠিক তখনই তারা ধ্বংসের মধ্যে পতিত হবে। এই আলোচ্য অংশ থেকে যে মূল বিষয়টি আমি বের করতে চাই এবং আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাই তা হল একটি মাত্র জিনিস দুষ্টদেরকে এক মুহূর্তের জন্য দোযখের বাইরে রাখছে, তা হল এটা খোদাকে সন্তুষ্ট করছে তাদেরকে বাইরে রাখার জন্য। যখন আমি বলি এটা একমাত্র জিনিস আমি বলতে চাই যে মাবুদ স্বাধীন কর্তৃত্বের অধিকারী এবং তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন। যখন আমি বলি এটা মাবুদকে সন্তুষ্ট করে তখন আমি বলতে চাই যে তাঁর উপর অন্য কোন নিয়ন্ত্রন নেই। ঐ লোকটিকে পড়ে যেতে দেওয়া তাঁর জন্য কোন কঠিন কাজ নয়। আমি আরও একটু ব্যাখ্যা করতে চাই।

১. যে কোন মুহূর্তে দুষ্টদের দোযখে নিক্ষেপ করতে মাবুদের ক্ষমতার অভাব নেই।

কেউ খোদাকে বাধা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তিনি দুষ্টদের দোযখে ফেলে দিতে কেবল সক্ষম নন, বরং এটা তাঁর জন্য খুব সহজ একটি কাজ। মাঝে মাঝে দুনিয়ার কোন শাসক তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীকে দমন করতে চায় কিন্তু কাজটি তার কাছে কঠিন বলে মনে হয়। হয়ত বিদ্রোহকারী তার জন্য একটি শক্তিশালী দুর্গ নির্মান করেছে অথবা তার অনেক অনুসারী আছে। কিন্তু খোদার ক্ষেত্রে তা এই রকম নয়। এমন কোন শক্তিশালী দুর্গ নেই যা মানুষকে তাঁর ক্ষমতা থেকে রক্ষা করতে পারে। যত বেশি শত্রুই তাঁর বিরুদ্ধে একত্রিত হোক না কেন তারা তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। খুব বেশি হলে তারা ঘূর্নিঝড়ের সম্মুখে হালকা তুষের বিশাল স্তুপের মত, অথবা ধ্বংসকারী আগুনের সামনে খড়ের বিশাল স্তুপের মত। মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে চলা কোন কীটকে পা চাপা দেওয়া আমাদের জন্য খুব সহজ কাজ। একটি চিকন সুতা দিয়ে ভারী বস্তু ঝুলানো থাকলে সেটাকে কেটে দেয়া আমাদের জন্য কঠিন কিছু নয়। মাবুদের জন্যও তা তেমন সহজ যে কোন মুহূর্তে তাঁর ইচ্ছানুসারে শত্রুকে দোযখে ফেলে দেওয়া। যখন তিনি কথা বলেন তখন দুনিয়া পর্যন্ত কাঁপে; আমরা কি মনে করি যে আমরা তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারব?

২.দুষ্টরা দোযখে যাওয়ার যোগ্য।

খোদা হলেন ন্যায়-পরায়ন খোদা কিন্তু তাদেরকে দোযখে পাঠানোর ক্ষেত্রে ন্যায়-পরায়নতা তাঁকে বাধা দিবে না। পক্ষান্তরে ন্যায়-পরায়নতা চিৎকার করে বলে যে পাপকে অনন্তকালের জন্য শাস্তি দেওয়া উচিত। ভূমি যা উৎপাদন কর সেই বিষয়ে খোদার ন্যায় বিচার বলে 'সাদুমের আংগুর গাছ' (আয়াত-৩২) "এই জন্য তুমি গাছটা কেটে ফেল। কেন এটা শুধু শুধু জমি নষ্ট করবে "? (লুক. ১৩:৭) যে কোন সময় আঘাত আনার জন্য খোদার তরবারি প্রস্তুত একমাত্র খোদার ইচ্ছা এটাকে বিলম্বীত করছে । এই মুর্হুতে তাদের পা কে পিছলে যাওয়া থেকে বিরত রাখছে খোদার করুণা, খোদার ন্যায় বিচার নয়।

৩.তারা ইতোমধ্যেই দোযখের শাস্তির অধীনে আছে

খোদার আইন হল অপরিবর্তনীয় ধার্মিকতার আইন এবং ইতিমধ্যেই এটা শাস্তি ঘোষনা করেছে। ঐ শাস্তি হল, " যে ঈমান আনে না তাকে দোষী বলে আগেই স্থির করা হয়ে গেছে " (ইহোন্না.৩:১৮)। প্রতিটি অঈমানদার ব্যক্তি দোযখের যাত্রী। আমরা বলতে পারি এটা তার উপযুক্ত বাড়ী। ঈসা কিছু লোককে বলেছিলেন, "আপনারা নীচু থেকে এসেছেন" (ইহোন্না ৮:২৩) এবং সেই দিকেই তারা অগ্রসর হচ্ছে। ন্যায় বিচার দাবী করে যে পাপীদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং খোদার কালাম প্রতিজ্ঞা করে যে উপযুক্ত সময় অবশ্যই আসবে।

৪.মাবুদ ইতোমধ্যেই তাদের উপর রাগান্বিত যেমনটি তিনি হবেন যখন তারা দোযখে থাকবে।

যখন দুষ্টুরা দোযকে শাস্তি ভোগ করে তার কারণ মাবুদ তাদের উপর রাগান্বিত। এই মুর্হুতে কিছু লোক দোযখে পতিত হচ্ছে না এর কারণ এই নয় যে মাবুদ তাদের উপর রাগান্বিত নন। প্রকৃত পক্ষে এই মুর্হুতে যারা দুনিয়াতে আছে এবং জীবিত আছে তাদের কারো কারো উপর মাবুদ আরও বেশি রাগান্বিত (এবং এমনকি এই জামাতে যারা প্রচার শুনছেন তাদের কারো উপর) তাদের কারো কারো চেয়ে যারা এই মুর্হুতে দোযখের আগুনে জ্বলছে। এটা এই জন্য নয় যে মাবুদ তাদের মন্দতার বিষয়ে উদাসীন; ইতোমধ্যেই তাঁর রাগ তাদের বিরুদ্ধে জ্বলছে। ইতোমধ্যেই সেই অতল গর্ত তৈরী করা হয়েছে, আগুন প্রস্তুত, অগ্নিকুন্ড উতপ্ত এবং তাদেরকে গ্রহণ করতে সক্ষম। আমরা যা কিছু কল্পনা করি না কেন মাবুদ 'আমাদের মত' নন।

৫.তাদের উপর ছোঁ মারার জন্য এই মুর্হুতে শয়তান প্রস্তুত।

যখনই মাবুদ অনুমতি দিবেন তখনই সে চিরকালের জন্য তাদেরকে তার নিজের করে নিতে প্রস্তুত। তারা তার অধীন, তাদের আত্মা তার দখলে এবং তারা তার রাজ্যের সদস্য।

কিতাব আমাদেরকে বলে যে, "এরা তার নিজের সম্পদ" (লূক.১১:২১)। শয়তানরা হল লোভী, ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় যারা তাদের শিকার দেখতে পায় কিন্তু এই মুর্হুতে নাগাল পাচ্ছে না। মাবুদ-ই তাদেরকে পিছু টেনে ধরে রাখেন। যদি তিনি তাঁর হাত সরিয়ে নেন তবে ঐ মুর্হুতে-ই তারা দুষ্টদের আত্মার উপর ছাপিয়ে পড়বে।

৬.ইতিমধ্যেই দোযখ দুষ্টদের মাঝে বাস করে।

ইতিমধ্যে-ই প্রতিটি জাগতিক মানুষের মাঝে দোযখের আগুনের বীজ আছে। তার অন্তরে এমন পাপ সমুহ আছে যদি মাবুদ এগুলোকে ধরে না রাখতেন এগুলো প্রকাশিত হত যেভাবে শাস্তি প্রাপ্তদের আত্মায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। কিতাবে দুষ্টদের আত্মাকে উত্তাল সাগরের সাথে তুলনা করা হয়েছে (ইশাইয়া .৫৭:২০)।

একই সময়ে তাদের মন্দতাকে নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য মাবুদ তাঁর মহা শক্তি ব্যবহার করেন; কিন্তু মাবুদ যদি তাঁর ক্ষমতাকে সরিয়ে নেন তবে তাদের মন্দতা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে ফেলবে। পাপ হল আত্মার দুঃখ ও ধ্বংস, মানুষের অন্তরের দুষন সীমা হীন। যদি খোদার সর্বশক্তিমান ক্ষমতা পাপকে দমন না করত এটা এক মুর্হুতে আত্মাকে আগুনের চুলায় পরিণত করত, গন্ধক ও আগুনের একটি কুন্ডলী।

৭.এমনকি মানুষ যখন নিজেকে নিরাপদ মনে করে তখনও সে বিপদের মধ্যে থাকে।

যদিও একজন মানুষকে সুস্থ্য স্বাস্থ্যের অধিকারী মনে হয়, যার কাছাকাছি কোন বিপদ নেই তথাপি পরবর্তী মুহূর্তে সে অনন্ত কালে প্রবশে করতে পারে। সে হয়ত অত্যাসন্ন কোন বিপদ আসতে নাও দেখতে পারে এবং তথাপি এটা সেখানে থাকতে পারে। আমরা সবাই ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে এই রকম হয়ে থাকে। এমন অনেক কিছু আছে যে বিষয়ে আমরা কখনো চিন্তা করিনি তা এই দুনিয়া থেকে মানুষের জীবনকে ছিনিয়ে নিতে পারে। অঈমানদারগণ দোযখের অতল গর্তের উপর একটি পঁচা তক্তার উপর দিয়ে হাঁটছে এবং সেই তক্তার অনেক জায়গা এত দুর্বল যে যা তাদের ওজন বহন করতে সক্ষম নয়। যদি মাবুদ যে কোন মুর্হতে কোন মানুষের জীবনের অবসান ঘটাতে চান তবে এই কাজ করার জন্য এত বেশি পন্থা আছে যে নিশ্চিত ভাবে মাবুদের এর জন্য কোন অলৌকিক কাজের প্রয়োজন নেই এবং স্মরন রাখবেন যে, সমস্ত কিছু মাবুদের নিয়ন্ত্রনের মধ্যে আছে প্রতিটি রোগ, প্রতিটি পন্থা যা মৃত্যু ঘটাতে পারে তার আদেশ মাবুদ-ই দিয়ে থাকেন।

৮.মানুষের সমস্ত সাবধানতা ও যত্ন মানুষকে এক মুর্হুতের অতিরিক্ত জীবন দান করতে পারবে না।

আবারও আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করে যে এটা সত্য। একজন জ্ঞানী লোক একজন বোকা লোকের মতই সহজে মারা যায় শেষ পর্যন্ত কোন যত্ন বা সাবধানতা কোন প্রকার পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না। আমরা জানি যে জ্ঞানী ব্যক্তিদের গড় আয়ু বোকা লোকদের গড় আয়ুর চেয়ে বেশি নয়। কিতাব এই কথা বলে যে, "বোকা যেমন মরে যায় জ্ঞানী লোকও তেমনি মরে যায়" (উপদেশক. ২:১৬)।

৯.একজন মানুষ দোযখকে এড়ানোর জন্য হয়ত খুব বেশি প্রত্যাশা করতে পারে কিন্তু সে তা এড়াতে পারবে না যদি সে মসীহকে প্রত্যাখ্যান করে-ই চলে।

যারা দোযখের কথা শোনে তারা প্রত্যেকেই মনে করে এই ভাবে অথবা অন্য ভাবে তারা দোযখকে এড়িয়ে যেতে পারবে। তারা মনে করে হয়ত তাদের নিজেদের ভাল কাজ তাদেরকে রক্ষা করবে। তারা তাদের ভাল কাজের উপর আস্থা রাখে যা

তারা করেছে অথবা করতেছে। অথবা সম্ভবত: তারা প্রত্যাশা করে এক দিন তারা ভাল কাজ করবে যা তাদেরকে দোযখ থেকে রক্ষা করবে। এবং প্রত্যেকেই কল্পনা করে যে সে ব্যর্থ হতে পারে না। সে হয়ত শোনতে পারে যে শুধুমাত্র অল্প সংখ্যক নাজাত পায় এবং যারা মারা গেছে তাদের অধিকাংশ-ই ইতোমধ্যে দোযখে আছে কিন্তু তারপরও সে মনে করে সে সফল হবে যেখানে অন্যেরা ব্যর্থ হয়েছে। সে নিশ্চিত তাকে সেই যন্ত্রনার জায়গায় পাঠানো হবে না তা নিশ্চিত করার জন্য সে মনস্থির করে।

কিন্তু এই রকম লোকেরা বোকা এবং নিজেদের ঠকাচ্ছে। যখন তারা নিজেদের কাজ ও পরিকল্পনার উপর আস্থা রাখে তখন তারা ছায়ার উপর ভরসা করে। এটা সত্য যে যারা মারা গেছে তাদের অধিকাংশ-ই এই মুর্হূতে দোযখে আছে; কিন্তু এটা এই জন্য নয় যে বর্তমানে যারা জীবিত আছে তাদের চেয়ে তারা বেশি বোকা ছিল। এটা এই জন্য নয় যে তারা যথেষ্ট সচেতন ছিল না অথবা দোযখকে এড়ানোর জন্য তারা পরিকল্পনা করেনি। আমরা যদি একজন একজন করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম তারা কত জন দোযখে যাওয়ার প্রত্যাশা করেছিল যখন তারা এই বিষয়ে শুনেছিল তারা অবশ্যই বলত, ‘না আমি খুব বেশি সতর্ক হওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্পবন্ধ ছিলাম আমি এই রকম সতর্কতা পূর্ণ পরিকল্পনা করেছিলাম; আমি মনে করেছিলাম আমি যথেষ্ট ভাল মানুষ যে দোযখ এড়াতে পারবে। কিন্তু মৃত্যু এমন হঠাৎ করে আসল যে আমি এর প্রত্যাশা করিনি, এটা একটি চোরের মত এসেছিল। আমার প্রতি খোদার রাগ খুব দ্রুত বর্ষিত হয়েছে। আমি ছিলাম একজন বোকা মানুষ। এমনকি দোযখকে এড়ানোর জন্য যখন আমি কিছু কাজ করার বিষয়ে স্বপ্ন দেখতে ছিলাম তখন হঠাৎ মৃত্যু আমাকে তার নিজের করে নিল’।

১০.খোদা কোন অঈমানদার ব্যক্তিকে আর এক মুর্হূত দোযখের বাইরে রাখতে বাধ্য নন।

তিনি কোথাও এমন কোন প্রতিজ্ঞা করেননি যার কারণে তিনি তা করতে বাধ্য। মসীহের উপর ঈমান ব্যতীত তিনি কাউকে অনন্ত জীবনের অথবা অনন্ত মৃত্যু থেকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেননি।

একটি অনুগ্রহের চুক্তি আছে; যেখানে মাবুদ অনেক মহা ও অনুগ্রহপূর্ণ ওয়াদা করেছেন। কিন্তু সেই ওয়াদাগুলো কেবল মাত্র তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা এই চুক্তির অধীনে আছে; তা হল যারা এই ওয়াদাগুলোর উপর ঈমান রাখে এবং প্রভু ঈসা মসীহকে বিশ্বাস করে।

যারা ঈমান আনে না এবং বিশ্বাস করে না এই ওয়াদাগুলোতে তাদের আদৌ কোন অংশ নেই। যতক্ষন পর্যন্ত একজন লোক মসীহতে বিশ্বাস না করে, মাবুদ ঐ ব্যক্তিকে আর এক মুহূর্ত অনন্ত দোযখের বাইরে রাখতে বাধ্য নন। এই পর্যন্ত আমি যা বলেছি তার মুল কথা হল এই সমস্ত অঈমানদার মানুষকে মাবুদ তাঁর হাতে দোযখের অতল গর্তের উপর ধরে রেখেছেন। প্রকৃতিগত ভাবে সমস্ত মানুষ সেই দোযখে যাওয়ার যোগ্য।

পাপীদের উপর মাবুদ রাগান্বিত এবং যতক্ষন পর্যন্ত তারা মসীহের উপর ঈমান না আনে তাদের জন্য কোন নিরাপত্তা নেই। এই রকম কিছু নেই যাতে তারা ধরতে পারে; একটি মাত্র জিনিস তাদেরকে দোযখের বাইরে রাখে আর তা হল মাবুদের সময় এখনো আসেনি কিন্তু এটা আসছে এবং তাদের পা পিছলে যাবে।

খন্ড-২: প্রয়োগ

এটা একটি ভয়াবহ বিষয়। এই জন্য অঈমানদারগণকে তাদের পাপ থেকে জাগ্রত করা কাজে আসতে পারে। নিশ্চিত থাকুন, আমি যা বর্ণনা করেছি তা প্রতিটি মানুষের জন্য সত্য, যে প্রকৃত ঈমানদার নয়। আপনার নীচে বিস্তৃত আছে একটি শোচনীয় অনন্তকাল, জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদ।

খোদার রাগের আগুন ইতোমধ্যেই জ্বলে উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে গেছে আপনাকে গ্রহণ করার জন্য দোযখের মুখ হা করে আছে এবং এমন কিছু নেই যার উপর আপনি দাঁড়াতে পারেন, এমন কিছু নেই যাতে আপনি ধরতে পারেন। বাতাস ছাড়া আপনার ও দোযখের মাঝখানে আর কিছু-ই নেই একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা আপনাকে ধরে রাখছে। আপনি হয়ত এই বিষয়ে অবগত নন। আপনি জানেন (অবশ্যই) যে আপনি দোযখের মধ্যে নন, কিন্তু আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন না যে তার কারণ হল খোদা। তার পরিবর্তে আপনি অন্যান্য কারণ সমুহকে দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো হল আপনার নিজের ভাল স্বাস্থ্য যে সাবধানতা আপনি অবলম্বন করেন এমন অনেক কিছু। কিন্তু অবশেষে এগুলোর কোন-ই মুল্য নেই; যদি মাবুদ তার হাত সরিয়ে নেন তবে বাতাস যেমন কোন ব্যক্তিকে উপরে ধরে রাখতে পারে না তেমনি এগুলোও আপনার পতন ঠেকাতে পারবে না। আপনার নিজের পাপই আপনাকে সীসার মত ভারী করে তুলেছে। যদি খোদা আপনাকে যেতে দেন, তবে পাপের ওজন আপনাকে দোযখে নামিয়ে দিবে। আপনার সুস্বাস্থ্য আপনার নিজের সাবধানতা এবং এমন কি আপনার সর্বোত্তম ধার্মিকতা আপনাকে উপরে ধরে রাখতে পারবে না যেমন মাকরসার জাল পাথরকে উপরে ধরে রাখতে পারে না। যদি এটা মাবুদের স্বাধীন সন্তুষ্টি না হত, তবে এই দুনিয়া আপনাকে এক মুর্হূতও ধরে রাখত না। এমনকি সৃষ্টি জগৎ আপনার পাপের প্রতি প্রতিবাদ জানায় এবং এর সাথে আর্তনাদ করে ।

যদি সূর্য পারত তবে আপনার উপর আলো দান থেকে বিরত থাকত, যেহেতু আপনি পাপ ও শয়তানের সেবা করেন। যদি দুনিয়া পারত তবে এটা আপনাকে খাদ্য ও পানীয় দান বন্ধ করে দিত; কারণ এই সমস্ত ভাল দানগুলো আপনি ব্যবহার করছেন আপনার কামনাকে তৃপ্ত করার জন্য। যে বাতাস দিয়ে আপনি দম নিচ্ছেন তা আপনা কর্তৃক ব্যবহৃত হতে অনীহা প্রকাশ করত; কারণ এটা আপনাকে জীবিত রাখছে খোদার শত্রুদের সেবা করার জন্য, খোদা যা কিছু তৈরী করেছেন সব কিছুই উত্তম এবং তা দিয়ে খোদার সেবা করতে মানুষের জন্য তৈরী করা হয়েছিল। অন্য কোন উদ্দেশ্যে এটা ব্যবহৃত হতে আগ্রহী নয়। দুনিয়া নিজেও আপনাকে বমি করে বের করে দিত, যদি খোদা এটাকে বাধা না দিতেন।

এই মুর্হূতে ঝড়ো বৃষ্টি আপনার মাথার উপর আছে; যে মেঘ বৃষ্টি বহন করে না; কিন্তু খোদার রাগ আপনার উপর পতিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত; একমাত্র মাবুদ এই পতনকে ঠেকিয়ে রাখছেন। মাবুদের রাগের ঘুর্নিঝড় শুরু হওয়ার জন্য প্রস্তুত তথাপি কয়েক মুর্হূতের জন্য মাবুদ এটাকে পিছু টেনে ধরে রাখছেন। যদি তিনি পিছু টেনে ধরে না রাখতেন তবে ঘুর্নি-বাতাস যেমন সহজে গ্রীস্মকালে শস্য মাড়াই এর উঠানে তুষকে ধ্বংস করে ফেলে তেমনি ভাবে আপনি ধ্বংস হয়ে যেতেন।

মাবুদের রাগ হল একটি বিশাল হ্রদের মত যাকে একটি শক্তিশালী বাঁধের মাধ্যমে আটকে রাখা হয়েছে, সেই বাঁধের পিছনের পানির উচ্চতা ও গভীরতা বাড়তে থাকে যতক্ষন পর্যন্ত না গেইট খুলে দেওয়া হয়। যত বেশি সময় ধরে এই পানি প্রবাহকে বেধে রাখা হয় তত বেশি দ্রুত ও শক্তিশালী ভাবে এটা প্রবাহিত হবে যখন গেইট খুলে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, এটা সত্য যে এই পর্যন্ত মাবুদ আপনার পাপের বিচার করেন নি। কিন্তু আপনার অপরাধ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং প্রতিদিন আপনার প্রতি খোদায়ী রাগের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শক্তিশালী হচ্ছে । একমাত্র মাবুদ এটাকে আটকে রাখছেন যদি এক মুর্হূতের জন্য খোদা তাঁর হাত সরিয়ে নেন তবে গেইট খুলে যাবে এবং খোদার রাগের বন্যা সর্বশক্তি নিয়ে

আপনার উপর বর্ষিত হবে। এমনকি আপনি যদি দশ হাজারগুণ বেশি শক্তিশালী হন অথবা দোযখের শয়তানের চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী হন, তথাপি আপনি সেই বন্যার সামনে দাঁড়াতে পারবেন না।

খোদার রাগ একটি ধনুকের মত যা ইতোমধ্যেই বাঁকা করা হয়েছে এবং যার দড়িতে একটি তীর লাগানো। ন্যায় বিচার ধনুকটি বাঁকা করেছে এবং তীরটি আপনার হার্টের দিকে তাক করেছে এবং একমাত্র খোদা সেই তীরটিকে উড়ে আসা থেকে বিরত রাখছেন। তথাপি মাবুদ রাগান্বিত! মাবুদ প্রতিজ্ঞা করেননি যে তিনি সব সময়ই সেই তীরটি পিছু টেনে ধরে রাখবেন এবং যে কোন মুহূর্তে এটা উড়ে আসতে পারে। আপনাদের যাদের আত্মায় মাবুদের পবিত্র রূহের ক্ষমতার মাধ্যমে কখনো ঈমান আসেনি, আপনদের যাদের কখনো নতুন জন্ম হয়নি এবং নতুন সৃষ্টিতে পরিণত করা হয়নি; আপনাদের যাদের পাপের মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়নি - তারা রাগান্বিত খোদার হাতে আছেন। যত বারই আপনি আপনার জীবন পুনঃগঠন করেন না কেন; আপনি যত ধার্মিকই হয়ে থাকেন না কেন; তা যথেষ্ট নয়। এই মুহূর্তে একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি আপনাকে অনন্তকাল স্থায়ী ধ্বংস থেকে রক্ষা করছে। এই মুহূর্তে আপনি হয় এটা বিশ্বাস করবেন না কিন্তু ধীরে ধীরে আপনি বিশ্বাস করবেন যে আমি যা বলেছি তা সত্য। আপনি সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করবেন। আপনাদের কারো কারো বন্ধু-বান্ধব বা প্রতিবেশি ইতোমধ্যেই মারা গেছেন; তারা একদিন আপনাদের মতই ছিল এবং একদিন হঠাৎ করে মৃত্যু তাদের উপর আসল তারা এর প্রত্যাশা করে নি; তারা "শান্তি ও নিরাপত্তার কথা" বলতে ছিল কিন্তু এখন তারা জানে যে তারা হালকা বাতাস ও শুন্য ছায়ার উপর ভরসা করেছিল তাদেরকে রক্ষা করার জন্য। যে খোদা এই মুহূর্তে আপনাকে দোযখের অতল গর্তের উপর ধরে রাখছেন (যেমন আমরা একটি মাকড়সাকে আগুনের উপর ধরে রাখতে পারি) আপনাকে ঘৃনা করেন-১ এবং আপনার পাপের জন্য ভীষন রাগান্বিত। আগুনের মত তাঁর রাগ জ্বলছে। শুধুমাত্র দোযখে ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোন কিছুর যোগ্য বলে তিনি আপনাকে দেখতে পান না। তিনি এত পবিত্র যে তাঁর দৃষ্টিতে তিনি আপনাকে সহ্যও করতে পারছেন না। আপনি তাঁকে এত বেশি অসন্তুষ্ট করেছেন যে ইতিপূর্বে কোন বিদ্রোহী গোলাম তার মালিককে তা করেনি - তথাপি তাঁর হাতই আপনাকে রক্ষা করে চলছে। শুধুমাত্র তাঁর কারণেই আপনি গত রাতে দোযখে পতিত হননি। শুধুমাত্র তাঁর কারণেই আপনি আজ সকালে জেগে উঠেছেন এবং এখন পর্যন্ত আপনাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়নি। এমনকি আজ সকালে এই জামাতে বসে থাকা অবস্থায় আপনার পাপপূর্ণ মনোভাবে দ্বারা তাঁকে আরও রাগান্বিত করেছেন এরপরও তাঁর হাত শুধুমাত্র তাঁর হাত-ই আপনাকে দোযখে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।

এই মুহূর্তে এমনকি এখন তাঁর হাত-ই আপনাকে ধরে রাখছে। হে পাপীগণ! চিন্তা করুন আপনারা কেমন ভয়াবহ বিপদের মধ্যে আছেন, স্মরন রাখবেন দোযখ হল রাগের জলন্ত কুন্ড এটা প্রশস্ত ও তলবিহীন গর্ত। স্মরন রাখবেন যে একমাত্র খোদার হাত আপনাকে এই গর্তের উপর ধরে আছেন, যিনি রাগান্বিত। স্মরন রাখবেন এই মুহূর্তে যারা দোযখে আছে তাদের অনেকের মত খোদা আপনার উপর রাগান্বিত। কল্পনা করুন আপনাকে একটি চিকন সুতা দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং দোযখের আগুনের শিখা ইতিমধ্যেই ঐ সুতাটিকে স্পর্শ করছে এবং যে কোন মুহূর্তে এটা সম্পূর্ণ ভাবে পুড়ে যাবে এবং আপনি পতিত হবেন।

তথাপি আপনার কোন নাজাত দাতা নেই; এমন কিছু নেই যাতে আপনি ধরতে পারেন, আপনি নির্ভর করতে পারেন, আপনি কখনো এমন কিছু করেননি অথবা করতে পারবেন না আপনাকে রক্ষা করতে পারে, অথবা আপনাকে আর এক মুহূর্ত রক্ষা করার জন্য মাবুদকে উৎসাহিত করতে পারে।

এটা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি চাই আপনি বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয় গুলো নিয়ে চিন্তা করুন।

প্রথমত: শুধুমাত্র চিন্তা করুন আপনার উপর যিনি রাগান্বিত তিনি কে। আমরা অনন্ত খোদার রাগের বিষয়ে কথা বলছি। যদি তা কেবল মাত্র কোন মানুষের রাগ হত, এমনকি দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষের তবে এটা এত বেশি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় ছিল না।

মানুষ হয়ত রাজার রাগকে খুব ভয় করতে পারে বিশেষ করে যারা পূর্ণাঙ্গা সম্রাট এবং প্রজাদের জীবন তাদের হাতে। এই জন্য পাক কিতাব বলে,"বাদশাহর রাগ সিংহের গর্জনের মত: তাঁকে যে রাগায় সে নিজের প্রাণকে বিপদে ফেলে"। (মেসাল.২০:২) আদি যুগের কিছু রাজা ভয়ংকর কিছু জিনিস উদ্ভাবন করেছিল যে সমস্ত প্রজা তাদেরকে রাগায় তাদেরকে অত্যাচার করার জন্য। তথাপি এই পর্যন্ত সমস্ত রাজাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল যত ক্ষমতাবান এবং বড়-ই সে হোক না কেন, দুনিয়া ও বেহেস্তের মহান ও সর্বশক্তিমান রাজা ও স্রষ্টার তুলনায় সে অতি দুর্বল। মাবুদের তুলনায় দুনিয়ার রাজারা ঘাস ফরিং এর ন্যায় এবং খুব অল্পই আঘাত করতে পারে।

তাদের মহব্বত এবং ঘৃনা খুবই নগন্য; এগুলো কোন বিষয় নয়। রাজাদের রাজার রাগ তাদের চেয়ে অনেক বিশাল যেমন তার মর্যাদা তাদের চেয়ে বেশি। প্রভু মসীহের কথাগুলো স্মরন করুন, "বন্ধুরা আমার, আমি তোমাদের বলছি যারা শরীর ধ্বংস করার পরে আর কিছুই করতে পারে না তাদের ভয় করো না। কাকে ভয় করবে আমি তোমাদের তা বলে দিচ্ছি। তোমাদের হত্যা করবার পরে জাহান্নামে ফেলে দেবার ক্ষমতা যাঁর আছে তাঁকেই ভয় করো। জ্বী, আমি তোমাদের বলছি, তাঁকেই ভয় করো"। (লূক ১২:৪,৫)

দ্বিতীয়ত : স্মরন রাখবেন যে আপনাকে যা ভয় দেখায় তা হল তাঁর রাগের ভয়ংকরতা। পাক কিতাব প্রায়ই মাবুদের রাগের বিষয়ে বলে উদাহরনস্বরূপ ইশাইয়া.৫৯:১৮, " লোকেরা যা করেছে তা-ই তিনি তাদের ফিরিয়ে দেবেন; তাঁর বিপক্ষদের উপর রাগ ঢেলে দেবেন আর শত্রুদের কুকাজের শাস্তি দেবেন "। ইশাইয়া.৬৬:১৫ এমন আর একটি উদাহরণ, "দেখ মাবুদ আগুনের মধ্যে আসবেন আর তাঁর রথগুলো ঘুর্নি বাতাসের মত আসবে। তাঁর রাগ তিনি ভয়ংকর ভাবে প্রকাশ করবেন, আর তাঁর বকুনি আগুনের শিখায় প্রকাশিত হবে"। আরও অনেক জায়গায় এই রকম লেখা আছে এবং এগুলো চুড়ান্ত সীমায় পৌঁছে। প্রকা.১৯:১৫ যেখানে আমরা পড়ি, "এই আংগুর মাড়াই করবার গর্ত হল সর্বশক্তিমান আল্লাহর ভয়ংকর গজব"। এইগুলো ভয়ংকর ভয়কে জাগ্রতকারী কালাম ! যদি এখানে শুধু বলা হত 'খোদার গজব' তবে ভয়কে জাগ্রত করার জন্য যথেষ্ট হত কিন্তু এটা হল খোদার ভয়ংকর গজব। খোদার গজব ! এটা কত ভয়ংকর এটাকে ব্যাখ্যা করার মত ভাষা কারো জানা আছে ? কিন্তু এখানে আরও বাকী আছে।

কারণ এটা হল 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ভয়ংকর গজব' এর অর্থ হল খোদার গজবের এই প্রদর্শনী তাঁর সর্বময় ক্ষমতার অনেকটা প্রকাশ করবে। বলা যেতে পারে যে সর্বশক্তিমান নিজেই রাগান্বিত এবং এইজন্য খোদার সর্বশক্তিকে আহ্বান করা হয়েছে। যেমন মানুষ উত্তেজিত হলে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে। হায়, তাহলে এর পরিনাম কি হবে! ঐসমস্ত অসহায় সৃষ্টির অবস্থা কি হবে যাদেরকে অবশ্যই তা ভোগ করতে হবে। কে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে। আপনাদের মধ্যে যারা এই কথা শুনছেন কিন্তু এখনও ঈমান আনেন নি বিষয়টি নিয়ে ভালভাবে চিন্তা করুন। যদি মাবুদ তাঁর গজবের ভয়ংকরতা দ্বারা শাস্তি দিয়ে থাকেন, স্পষ্টভাবে এর অর্থ হল সেখানে কোন প্রকার করুণা থাকবে না।

সেখানে কোন মুক্তি নেই। এমন কি যখন মাবুদ দেখবেন আপনি কত কষ্ট ভোগ করছেন এবং আপনি কত দুর্বল এবং আপনি যেন অনন্ত দুঃখের মধ্যে পতিত হয়েছেন, তথাপি তিনি তা বন্ধ করবেন না। করুণা এতে হস্তক্ষেপ করবে না; শাস্তি প্রশমিত হবে না, তাঁর রাগের ভয়ংকর ঘুর্ণিঝড় আদৌ দিক পরিবর্তন করবে না। আপনার শাস্তির একমাত্র সীমা হবে এই যে কঠিন ন্যায় বিচার যা দাবী করে তার বাইরে আপনাকে আদৌ শাস্তি দেওয়া হবে না। তাঁর রাগ সহ্য করা আপনার পক্ষে খুব

কঠিন শুধুমাত্র এই কারণে তিনি নিজেকে সংযত করবেন না। "কাজেই আমি রাগে জ্বলে উঠে তাদের সংগে ব্যবহার করব আমি তাদের মমতার চোখে দেখব না বা তাদের রেহাই দেব না। তারা আমার কানের কাছে চিৎকার করলেও আমি তাদের কথা শুনব না"। (হেজফিল.৮:১৮) মাবুদ নিষ্ঠুর নন: তিনি একজন করুণাময় খোদা। এই মুহূর্তে আপনাকে করুণা করার জন্য তিনি প্রস্তুত। আজ হল করুণার দিন; আপনি যদি এখন করুণার জন্য চিৎকার করতে চান, তবে উৎসাহীত হোন। তিনি তা শুনবেন। কিন্তু একবার যখন করুণার দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন সবচেয়ে দুঃখপূর্ণ চিৎকার ও আর্তনাদ অর্থহীন হয়ে পড়বে। আপনি হারিয়ে যাবেন আপনাকে শাস্তি দেওয়া ছাড়া তখন খোদার পক্ষে আপনার জন্য কিছুই করার থাকবে না। শুধুমাত্র এই কারণেই আপনার অস্তিত্ব বজায় থাকবে: ক্রোধের পাত্র হিসাবে যাকে ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। কিতাব বলে মাবুদ তাদের যন্ত্রনায় করুণায়পূর্ণ না হয়ে বরং তাদেরকে নিয়ে তামাসা করবেন এবং হাসবেন। (মেসাল.১:২৫,২৬) কিতাবের এই ভয়ানক কথাগুলো নিয়ে একটু ভাবুন, " আমি একাই আংগুর মাড়াই করেছি; জাতিদের মধ্যে কেউ আমার সঙ্গে ছিল না। আমি রাগ হয়ে তাদের পায়ে দলেছি এবং ক্রোধে তাদের পায়ে মাড়িয়েছি তাদের রক্তের ছিটা আমার পোশাকে লেগেছে আর সমস্ত কাপড়ে দাগ লেগেছে"। (ইশাইয়া.৬৩:৩) আর কোন বর্ণনাই এই তিনটি জিনিসকে অধিক স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে পারবে না: ঘৃনা, বিদ্বেষ এবং ভয়ংকর রাগ। আপনি যদি তখন খোদার কাছে করুণার জন্য মোনাজাত করেন তিনি করুণা করবেন না তার পরিবর্তে তিনি আপনাকে পায়ের নীচে মাড়াবেন। তিনি জানেন যে আপনি তা বহন করতে সক্ষম নন, কিন্তু এতে তিনি বিরত হবেন না; তিনি করুণাহীন ভাবে আপনাকে তাঁর পায়ের নীচে চূর্ণ করবেন এবং আপনার রক্ত তাঁর পোশাকে ছিটকে পড়বে।

তৃতীয়ত: মাবুদের রাগ কেমন তা প্রদর্শন করার জন্যেই দোযখের শাস্তিকে ঐভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। এটা যেমন খোদার উদ্দেশ্যে তাঁর মহব্বত কত মহত তা সমস্ত সৃষ্টিকে প্রদর্শন করা, তেমনিভাবে এটাও তাঁর উদ্দেশ্যে তাঁর রাগ কত ভয়ংকর তা প্রদর্শন করা। মাঝে মাঝে দুনিয়ার রাজাগণ তা করতে চায়; তাদের শত্রুদের উপর ভয়ংকর শাস্তি আরোপ করে তারা প্রদর্শন করে তাদের রাগ কত মারাত্মক । রাজা বখতে নাসার এর একটি দৃষ্টান্ত তিনি ছিলেন ক্যালডীয় সম্রাজ্যের অহংকারী সম্রাট এবং তার রাগ কত ভয়ংকর তা তিনি শদ্রক, মৈশক ও অবেদ-নগোরকে প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন।

তাই সে আদেশ দিল অগ্নিকুন্ডকে যেন স্বাভাবিকের চেয়ে সাত গুণ বেশি উত্তপ্ত করা হয় - তা হল সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা যা মানবীয় কৌশল তৈরী করতে পারে। মাবুদ ও তাঁর শত্রুদের শাস্তির মধ্য দিয়ে তাঁর রাগের ভয়াবহতা প্রদর্শন করতে চান, " ঠিক সেই ভাবে আল্লাহ তাঁর গজব ও কুদরত দেখাতে চেয়েছিলেন ; তবু যে লোকদের উপরে তাঁর গজব নাজেল করবেন, খুব ধৈর্য্যের সংগে তিনি তাদের সহ্য করলেন"। (রোমীয়.৯:২২) আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারি যে তিনি তা ভালভাবেই করবেন কারণ এটা তাঁর উদ্দেশ্য। সর্বশেষে যখন বিশ্বভ্রমান্ডকে তাঁর রাগ প্রদর্শন করা হবে তখন সমগ্র বিশ্বভ্রমান্ড দেখতে পারবে তার রাগ কত ভয়াবহ। "তোমাদের নিঃশ্বাস আগুনের মত করে তোমাদের পুড়িয়ে ফেলবে। লোকেরা হবে পুড়িয়ে ফেলা চুনা পাথরের মত এবং কেটে ফেলে আগুনে দেওয়া কাঁটা ঝোপের মত। তোমরা যারা দুরে আছ, আমি যা করেছি তা শোন; তোমরা যারা কাছে আছ আমার শক্তিকে স্বীকার করে নাও। সিয়োনের গুনাহগার বান্দারা ভীষন ভয় পেয়েছ: আল্লাহর প্রতি ভয়হীন লোকদের কাঁপুনি ধরেছে"। (ইশাইয়া .৩৩:১২-১৪)

আপনার প্রতি এমনটি ঘটবে যদি আপনি অঈমানদার-ই রয়ে যান। আপনার শাস্তি ভোগের মধ্য দিয়ে মাবুদের অসীম ক্ষমতা বিশ্বভ্রমান্ডের কাছে প্রদর্শিত হবে। পবিত্র ফেরেশতা ও স্বয়ং মেষশাবকের সামনে আপনাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং আপনি যখন এমন ভাবে কষ্ট ভোগ করতে থাকবেন তখন যারা বেহেশতে আছে তারা দেখতে পাবে। তখন তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর রাগ ও ভয়ংকরতা কেমন তা জানতে পারবে। তখন তারা তাঁর মহা ক্ষমতা ও মর্যাদার জন্য তাঁর

ইবাদত করবে। "প্রত্যেক অমাবস্যায় ও প্রত্যেক বিশ্রামবারে সমস্ত লোক আমার সামনে এসে আমার এবাদত করবে। তারা বের হয়ে সেই সব লোকদের লাশ দেখবে যারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ছিল। যেসব পোকা তাদের লাশ খায় সেগুলো মরবে না ও যে আগুন তাদের পোড়ায় তা নিভাবে না আর তারা সমস্ত মানুষের ঘৃনায় পাত্র হবে"। (ইশাইয়া.৬৬:২৩-২৪)
চতুর্থতঃ স্মরন রাখবেন যে এই রাগ চিরস্থায়ী। এক মুর্হূতের জন্য সর্বশক্তিমান মাবুদের রাগের ভয়ংকরতার অভিজ্ঞতা অসহনীয়; কিন্তু আপনাকে অবশ্যই অনন্তকালের জন্য তা ভোগ করতে হবে যদি আপনি অঈমানদার হয়ে থাকেন। এই ভয়ংকর শাস্তির কোন শেষ নেই। যখন আপনি সামনের দিকে তাকাবেন তখন দেখতে পাবেন দীর্ঘ অনন্তকাল। এটা এত দীর্ঘ যে আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না; এটা আপনার অন্ত:সত্ত্বাকে বিস্মিত করবে এবং আপনাকে হতাশায় পূর্ণ করবে। আপনি নিশ্চিত ভাবে জানবেন যে দীর্ঘ অনন্ত কাল আপনার সামনে রয়েছে; কোটি কোটি বছর এবং ঐ সমস্ত বছর গুলোতে আপনাকে অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতিশোধ ভোগ করতে হবে। আপনি কোটি কোটি বছর ধরে সেই প্রতিশোধ ভোগ করার পর আপনি জানবেন যে আপনি অনন্তকালের অতিক্ষুদ্র অংশ অতিক্রম করেছেন। সত্যিই আপনার শাস্তি হবে অনন্ত। কে বলতে পারে ঐ অবস্থায় একটি আত্মা কেমন অনুভব করবে। আমরা যা কিছু বলতে পারি তার সমস্ত কিছু ঐ বিষয়ে খুব অল্প ধারণাই প্রদান করে; এই সত্য অবর্ণনীয়। এটা অবোধগম্য। খোদার রাগের ক্ষমতা সম্পর্কে কে জানে? এই রকম মহা ক্রোধ ও অনন্ত দুঃখের বিপদে দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা বাস করা কত ভয়ংকর বিষয় কিন্তু এটা এই জামাতের অঈমানদারগণের জন্য একটি দুঃখজনক সত্য। আপনি যত নৈতিক, ধার্মিক, কঠিন হোন না; আপনি যদি নতুন জন্ম লাভ না করে থাকেন, তবে আপনি এখনো হারানো অবস্থায় আছেন। হায়, আপনাকে এই বিষয়ে ভাবতে হবে আপনি বৃদ্ধ বা যুবক যা-ই হোন না কেন। এখানো বিশ্বাস করার মত যুক্তি আছে যে এখন এই জামাতে যারা আছেন যারা এ ধর্মোপদেশ শ্রবণ করছেন তাদের অনেকে অনন্তকালের জন্য এই শোচনীয় অবস্থা ভোগ করবেন। আমরা জানি না তারা কারা অথবা কোথায় বসে আছেন, অথবা তারা কি চিন্তা করছেন। হয়ত এই মুর্হূতে তারা খুব আরাম অনুভব করছেন, তারা এই সমস্ত কিছুই শুনছেন কিন্তু এতে তারা চিন্তিত হন না। এমনকি এখনও তারা নিশ্চিত যে আমি অন্য কারো সম্পর্কে কথা বলছি। আমরা যদি জানতাম যে এই জামায়াতের মধ্য থেকে একজন, কেবলমাত্র একজনকে অনন্তকালের জন্য দোযখ যন্ত্রনা ভোগ করতে হবে, এটা চিন্তা করা কত ভয়ানক ব্যাপার। আমরা যদি জানতাম সে কে তাদেরকে দেখা কত ভয়ংকর বিষয়! অবশ্যই আমরা সবাই তার জন্য ভীষন কান্না-কাটি করতাম ! কিন্তু শুধুমাত্র একজন নয়। অনেকে আছে আমি নিশ্চিত তারা দোযখেও এই ধর্মোপদেশের কথা স্মরন করবে।
আসুন আমরা নিশ্চিত হই, কিছু লোক অতি অল্প সময়ের মধ্যে এমনকি এই বছর শেষ হবার আগেই দোযখে থাকবে। প্রকৃত পক্ষে, এখন যারা খুব ভাল অনুভব করছে সম্পূর্ণ নিশ্চিত তাদের কেউ কেউ আগামী কালের সকালের আগেই দোযখে থাকবে। এমনকি যারা অনেক দিন যাবৎ দোযখের বাইরে আছে প্রকৃতপক্ষে খুব শীঘ্রই সেখানে পোঁছাবে; যদি আপনি ঈমান না আনেন। আপনার ধ্বংস ঘুমিয়ে পড়েনি; এটা খুব দ্রুত আসবে এবং হয়ত হঠাৎ করে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল যে আপনি এখনো দোযখে পোঁছাননি। আপনি যাদের চিনতেন যারা আপনার চেয়ে বেশি খারাপ ছিল না তারা ইতোমধ্যেই দোযখের যন্ত্রনা ভোগ করছে। তথাপি আপনি জীবিত আছেন; এবং মাবুদের ঘরেই আছেন। আপনার জন্য নাজাতের একটি সুযোগ আছে। দোযখে শাস্তি প্রাপ্ত অসহায় আত্মাগুলো আপনার সামনে যে সুযোগ আছে তা কিভাবে নিত এখন আপনার সামনে কত বড় সুযোগ আছে - একটি অসাধারণ সুযোগ। প্রভু ঈসা মসীহ করুণার দরজা প্রশস্ত ভাবে খুলে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট ভাবে উচু কণ্ঠে পাপীদের ডাকছেন এবং অনেকে তাঁর কাছে আসছে।

অনেকেই খোদার রাজ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। প্রতিদিনই পুর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিন থেকে মানুষ আসছে। যারা অতি সম্প্রতি আপনাদের মত-ই হারানো অবস্থায় ছিল তারা এখন অবর্ণনীয় আনন্দ উপভোগ করছে। মসীহের প্রতি মহব্বতে তাদের অন্তর পূর্ণ যিনি তাদের মহব্বত করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর নিজ রক্ত দিয়ে ধুয়ে তাদের পাপ থেকে পরিস্কার করেছেন। তারা খোদার গৌরবের আশায় আনন্দ করছেন। এমন একটি দিনে পিছনে পরিত্যাক্ত হওয়া কত ভয়ংকর বিষয়। দেখতে পাওয়া যে কত মানুষ মহা ভোজ সভায় আনন্দ করছে আর আপনি তখন অনাহারে আছেন। দেখতে পাওয়া যে অন্যেরা যখন আনন্দে গান গাইছে তখন আপনার অন্তর দুঃখে পূর্ণ। এই রকম অবস্থায় আপনি কিভাবে আর এক মুর্হুত থাকতে পারেন ?

আপনি কি জানেন না যে আপনার আত্মা ঐ সমস্ত মানুষের আত্মার মতই মুল্যবান যারা পাশের শহরে আছে, যেখানে প্রতি দিন প্রচুর লোক মসীহের কাছে জমায়েত হয়? এখানে অনেক লোক আছে যারা বহুদিন জীবন যাপন করেছে এবং এখনও নতুন জন্ম লাভ করে নি। মাবুদের প্রতিজ্ঞা গুলোর কাছে তারা অচেনা; জীবন ভর তারা কিছুই করেনি কিন্তু শুধু মাবুদের রাগ বৃদ্ধি করেছে যা তারা অবশ্যই ভোগ করবে। হায়! জনাব, আপনি কেমন বিপদের মধ্যে আছেন? আপনাদের অপরাধ বিশাল; আপনাদের অন্তর খুব কঠিন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আপনার বয়সের অধিকাংশ লোক এই মুর্হুতে খোদার করুণায় পার পেয়ে যাচ্ছে ? আপনাদের জেগে উঠা প্রয়োজন। খুব বেশি দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই জেগে উঠুন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর ভয়ংকর গজব আপনি বহন করতে পারবেন না।

এখানে অন্যান্য পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ই আছে, যারা এখনো যুবক। আপনি কি এই মহা সুযোগ অবহেলা করবেন যা মাবুদ প্রদান করেছেন, এমনকি যদিও আপনাদের বয়সের অনেকেই এর সুবিধা গ্রহণ করছেন? এই মুর্হুতে আপনার জন্য একটি বিশেষ সুযোগ আছে। কিন্তু আপনি যদি এই সুযোগ হাত ছাড়া করেন শীঘ্রই তা আপনার জন্য অন্যান্যদের মত হবে যারা তাদের সমস্ত যৌবনকাল পাপের মধ্যে কাটিয়েছে। এখন তারা এত অন্ধ এবং তাদের অন্তর এত বেশি কঠিন এবং এই সমস্ত ছেলে-মেয়েরা তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো ঈমান আনেনি ।

তোমরা কি বুঝতে পারছ না যে তোমরা দোযখের দিকে অগ্রসর হচ্ছ, মাবুদের ভয়ংকর রাগ বহন করার জন্য? তিনি এখন তোমাদের উপর রাগান্বিত প্রত্যেক দিন এবং রাতে । কেন শয়তানের সন্তান হয়েই তোমরা সন্তুষ্ট থাকবে, যেখানে এই দেশে অন্যান্য অনেক ছেলে-মেয়ে ঈমান এনেছে ? তারা পবিত্র ও সুখী হয়েছে রাজাদের রাজার সন্তান হয়ে।

যারা এখনো সত্যিকারের ঈমানদার নয় তারা খোদার কালামের উচু আহ্বান শুনোন। আপনি দোযখের অতল গর্তের উপর ঝুলে আছেন, আপনি যুবক না বৃদ্ধ, পুরুষ বা স্ত্রীলোক যে-ই হোন না কেন। কিন্তু আজ হল প্রভুর গ্রহণযোগ্য বছর; আপনি হয়ত নাজাত পেতে পারেন। যদি এমন দিনে আপনি আপনার অন্তর কঠিন করেন, আপনার অপরাধ আরও বৃদ্ধি পাবে।

মনে হচ্ছে সমস্ত দেশ থেকে মাবুদ খুব দ্রুত তাঁর মনোনীতদের জমায়েত করছেন। এত বেশি লোক ঈমান আনছে যে এতে প্রতিয়মান হয় যে অধিকাংশ বয়স্ক লোক যারা নাজাত পাবে, তারা এখন থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নাজাত পাবে। এটা এমন হবে যেমনটি হয়েছিল প্রেরিতদের সময়ে যখন পাক রূহ ইহুদীদের উপর নেমে এসে ছিল; মনোনীতরা তা গ্রহণ করবে এবং অন্যেরা অন্ধ হয়ে যাবে। যদি আজকে আপনি অন্ধ হয়ে থাকেন তবে সমস্ত অনন্তকাল ধরে আপনি আজকের দিনটিকে অভিশাপ দিবেন। যে দিন আপনার জন্ম হয়েছিল আপনি ঐ দিনটিকে অভিশাপ দিবেন; আপনি কামনা করবেন আপনি যদি আগেই মরে যেতেন এবং এই মহা পুণরুত্থান শুরুর আগেই দোযখে যেতেন । এই সময়টা বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার সময়ের মত, "কুঠার গাছের গোড়াতে লাগানো আছে। যে সমস্ত গাছে ভাল ফল ধরে না সেগুলো কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে। যে প্রকৃত ঈমানদার নয় সে যেন জেগে উঠে এবং আসন্ন গজব থেকে পালিয়ে যায়, নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান

আল্লাহর গজব এই জামায়াতের একটি বড় অংশের উপর ঝুলে আছে। এটা হল সাদোমের মত এবং খোদার কালাম বলছে,“ বাঁচতে চাও তো পালাও। পিছনে তাকিয়ো না এবং এই সমভূমির কোন জায়গায় থেমো না। পাহাড়ে পালিয়ে যাও ; তা না হলে তোমরাও মারা পড়বে।”

এডওয়ার্ড খুব পরিস্কার ভাবে এটা বলেছেন তথাপি আধুনিক শ্রুতাদের জন্য এটা খুব অদ্ভুত ধারণা যারা শুনে অভ্যস্ত যে,“ মাবুদ পাপকে ঘৃনা করেন কিন্তু পাপীদের ভালবাসেন”। তথাপি নিম্নলিখিত আয়াতগুলো বিবেচনা করুন

লেবীয়.২০:২৩; জবুর.৫:৪–৬,১১,১৫।

একজন আধুনিক লেখক এই আয়াতগুলো সম্পর্কে বলেন, ‘শেষ অংশটুকু খুব কমই গুরুত্ব পেয়ে থাকে। মাবুদ তাঁর সত্ত্বার প্রতিটি কণায় পাপকে ঘৃনা করেন”। তিনি আরও উল্লেখ করেন কিতাবের তেত্রিশটি অংশে খোদার রাগ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বারটি স্থানে তিনি বলেছেন যে তিনি পাপীদের কাজকে ঘৃনা করেন কিন্তু বাকী একুশটি স্থানে তিনি বলেছেন যে তিনি পাপীদেরকে ঘৃনা করেন। পাশের একটি শহর।

সমাপ্ত